বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য

(সাধন ভাগ)

শ্রীগুণদাচরণ সেন

বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য

(সাধন ভাগ)

শ্রীশ্রীগুণদাচরণ সেন

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স
৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

'আবিরাবির্মএধি'

চারুবালা সেন

—স্মরণে

কৈফিয়ৎ

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানা বৃহদারণ্যক বা ছান্দোগ্য কোন উপনিষদেরই পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ নহে, উহাদের কয়েকটী মন্ত্রের সংগ্রহ বা সঙ্কলন মাত্র। পূর্ণকে না লইয়া অংশ কেন লইলাম, এ অঙ্গচ্ছেদের অপরাধ কেন করিলাম? ইহার একটু কৈফিয়ৎ নিতান্তই আবশ্যক।

বেদ ও 'ব্রাহ্মণ' — চারিবেদে আচার্য্য-শিষ্য-পরম্পরায় বহু শাখা। অনেক শাখা ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়াছে, কতক এখনও প্রচলিত আছে। প্রচলিতের ভিতর কয়েকটী প্রধান। প্রধান প্রধান সকল শাখায়ই স্তব মন্ত্র এবং যজ্ঞাদি বহু ক্রিয়াকর্ম্মের বিধান আছে। এই সকল ক্রিয়া কর্ম্মের বিধি-নিষেধ, পদ্ধতি-নির্ণয়, তৎসংশ্লিষ্ট মন্ত্রাদির প্রয়োগ এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি নানা বিষয়ের নির্দ্দেশ ও তত্ত্ব-নিরূপণ জন্য প্রায় প্রতি শাখায় 'ব্রাহ্মণ' নামে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ বোধ হয় বেদ-বিভাগের পরই প্রণীত হইয়াছিল—যথা, শতপথ, গোপথ, ইত্যাদি। এই সকল ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বেদাংশ নামে আখ্যাত হইয়া প্রায় বেদের তুল্যই মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এখানে 'ব্রাহ্মণ' শব্দের অর্থ ব্রহ্মানুসন্ধান-বিষয়ক।

উপনিষদ, 'আরণ্যক' — এই সকল ব্রাহ্মণ গ্রন্থ মধ্যে, প্রায়শঃ ইহাদের শেষভাগে, কতকগুলি অধ্যায় আছে, যাহা বেদান্ত বা উপনিষদ নামে অভিহিত। অন্যান্য কোন কোন উপনিষদ আবার বেদেরই অংশ। বেদ এবং প্রামাণিক উপনিষদসমূহের সাধারণ নাম শ্রুতি। ব্রাহ্মণান্তর্গত

উপনিষদ সমূহ মধ্যে কয়েকটী অরণ্যে রচিত, অধীত বা অধ্যেয় বলিয়া 'আরণ্যক' উপাধি লাভ করিয়াছে, যেমন 'বৃহদারণ্যক'। ইহা যজুর্ব্বেদীয় কাণ্বশাখীয় শতপথ ব্রাহ্মণের চতুর্দ্দশ কাণ্ডের শেষ ছয় অধ্যায়। এইরূপ 'ছান্দোগ্য' সামবেদের তাণ্ড্য শাখার অন্তর্গত একখানা ব্রাহ্মণের শেষ আট অধ্যায়।

ক্রিয়া-সংসৃষ্ট অংশ — উপনিষদে সৃষ্টিতত্ত্ব, ব্রহ্মের স্বরূপ, সৃষ্ট জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ, তাঁহাকে উপলব্ধি করার উপায়, অর্থাৎ সাধ্য-সাধন-নির্ণয়াদি সম্বন্ধে পরম ঋষিগণের তপোলব্ধ অনুশাসন সমূহ লিপিবদ্ধ। 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থের অংশ বলিয়া 'আরণ্যক' সমূহের ঐ সকল আলোচনায় ঋষিগণ বিশেষভাবে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের সহিত সর্ব্বদা ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু যজ্ঞাঙ্গাদি বৈদিক ক্রিয়া-ঘটিত অংশ সমূহের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা এখন আর তেমন নাই। উহার কোন কোন অংশ বর্ত্তমানে অতি দুর্ব্বোধ্য, কোন কোন অংশ সাধন বিষয়েও ন্যূনাধিক অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িয়াছে, যদিও উহাদের সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক মর্য্যাদা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ আছে।

সাধনাংশ — কিন্তু বৈদিক ঋষিদের উপদিষ্ট মূল কতকগুলি সাধন তত্ত্ব ও সাধনপথ সকল দেশের সকল যুগের শাশ্বত সম্পত্তি। এই অংশের প্রয়োজনীয়তা বেদোপনিষদের যুগে যেমন ছিল, আজও তেমনই আছে, চিরদিনই তেমন থাকিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ক্রিয়াঘটিত উক্তি সমূহ তেমন নহে। সুতরাং এই সাধনাংশটীকে ক্রিয়াংশ হইতে পৃথক করিয়া আধুনিক সাধনার্থীদিগের দৃষ্টি তৎপ্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিলে উহা অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য এবং সাধনকামীদিগের বিশেষ উপকারে আসিতে পারে, এই ধারণায় বর্ত্তমান সঙ্কলনটী প্রস্তুত করা হইয়াছে।

সঙ্কলনের রীতি — আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুযায়ী সঙ্কলিত মন্ত্র বা মন্ত্রাংশ সমূহের অনুবাদের পর কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা, এবং কোন কোন অধ্যায়-শেষে কিঞ্চিৎ মন্তব্যও দিতে সাহস করিয়াছি। কয়েকটী স্থানে এক মন্ত্রাংশকে চিন্তার ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন না করিয়া সন্নিহিত অপর মন্ত্রাংশের সহিত যুক্ত করিয়া দিতে হইয়াছে। অনুবাদ ব্যাখ্যা বা মন্তব্যে কোন বিশেষ ভাষ্য বা টীকার গতানুগতিকভাবে অনুসরণ করিতে পারি নাই, শ্রদ্ধার সহিত ঋষিদিগের অনুশাসনসমূহ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার অক্ষমতার দরুণ যে সকল ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটিয়াছে, তাহার সংশোধন, এবং তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। কোন বিশেষ স্থান বা সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখিয়া সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের সাধক-সাধারণকে স্মরণে রাখিয়াই ভগবদ্‌বিষয়ক সকল কথা বলা বা লেখা সঙ্গত মনে করিয়াছি।

এই দুই গ্রন্থ — অন্য সকল উপনিষদ ছাড়িয়া বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য কেন লইলাম, তাহারও একটু কৈফিয়ৎ বোধ হয় আবশ্যক। প্রাচীনত্বে, আকারে, বিষয়ের সংখ্যায় ও গৌরবে, ব্যাখ্যার মাহাত্ম্যে, ভাবের ঔদার্য্যে, ভাষার ও বর্ণনার গাম্ভীর্য্যে, এই দুইখানি গদ্য উপনিষদ বৈদিক সাহিত্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে। স্বরূপ ও সাধন—এই উভয় শ্রেণীরই প্রধান প্রধান তত্ত্ব ও পথগুলি বহু আখ্যায়িকা সহ শ্রেষ্ঠতম ঋষিগণ কর্ত্তৃক এই দুইখানি উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে। এই দুই গ্রন্থের নিজস্ব যে সকল সাধনকথা দেশকালের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী, তাহা একত্র গ্রথিত করাই এই সঙ্কলনের উদ্দেশ্য।

উপনিষদের 'সাধনবাদ' — এখন মূল বিষয়ের অনুসরণ করি। উপনিষদের 'সাধনবাদ' যেমন বুঝিয়াছি, কিঞ্চিৎ নিবেদন করিব। 'সাধ্য'

ও 'সাধন' নির্ণয় লইয়াই 'সাধনবাদ'। সাধন জন্য সাধ্য বস্তুর স্বরূপ কিছু বুঝিতে হইবে। 'কিছু' বলিলাম, কারণ অনন্তের সকল বোঝা সান্তের পক্ষে অসম্ভব। এই বোঝাই 'ব্রহ্মজ্ঞান'। শ্রদ্ধা নিষ্ঠা অভ্যাসাদি দ্বারা এই জ্ঞান ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করে। এই জ্ঞান যেমন বাড়িতে থাকিবে, ঈশ্বরচিন্তা ঈশ্বরভাবনা যেমন একান্ত হইবে, সাধকের সমগ্র হৃদয় সেই সাধ্যবস্তুর নিকট তেমন ভাবভরে অবনত হইতে থাকিবে, মানবসত্তা তেমন ব্রহ্মসত্তায় ডুবিতে থাকিবে। ইহাই 'ব্রহ্মধ্যান'। ধ্যান যেমন গভীর হইবে, তেমন একটা স্বাদ আসিতে থাকিবে। ইহাই অন্তর্জিহ্বার মূলে 'অমৃতক্ষরণ'। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মামৃতরসপান—এই তিন অবস্থার কোন অবস্থায়ই কর্ম্মের বিরতি নাই, কেবল অসঙ্গত 'রতি' বা আসক্তির ক্রমশঃ তিরোভাব।

ঋষিদের আহ্বান — কত যুগ যুগান্তর হইল, আমাদের পরমারাধ্য পিতৃগণ এই ব্রহ্মামৃতরস আকণ্ঠ পান করিয়া, আর কি যেন প্রত্যক্ষ দেখিয়া আমাদিগকেই ডাকিয়া বলিয়া গিয়াছেন—হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণ, আমরা এই পথেই সেই 'আদিত্যবর্ণং পুরুষং মহান্তম্'কে পাইয়াছি, এই যে তাঁহাকে দেখিতেছি। এই দ্বার খুলিয়া দিলাম, তোমরা এসো, বসো, দেখ, শোন। 'নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়'—ইহা ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নাই। মুহূর্ত্তের জন্যও এ পথ ছাড়িও না। 'শ্রদ্ধৎস্ব সৌম্য' —হে সৌম্য, শ্রদ্ধা লইয়া এসো। এই 'এসো বসো' ডাকই উপ-নি-বদ্ (সদ্)। এমন সাহস কাহার আছে, যে এই পরমশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্যের খণ্ডন করিবে?

সাধ্যনির্ণয় — প্রধান উপনিষদসমূহ এইভাবে সাধ্যবস্তুর নির্ণয় করিয়াছেন—

১। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হি এব আনন্দয়তি।—তৈত্তিরীয়, ২।৭

২। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।—ঐ, ২।৯

৩। আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।—ঐ, ৩।৬

৪। তং ব্রহ্মরসঃ প্রবিশতি।—কৌষীতকি, ১।৫

৫। এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।—বৃহদারণ্যক, ৪।৩।৩২

৬। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।—মুণ্ডক, ২।২।৭

৭। যদা বৈ সুখং লভতেঽথ করোতি সুখমেব লব্ধ্বা করোতি।
—ছান্দোগ্য, ৭।২২।১

৮। যো বৈ ভূমা তৎসুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং।
—ঐ, ৭।২৩।১

৯। যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং।—ঐ ৭।২৪।১

১০। তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।—বৃহদারণ্যক, ১।৪।৮

এই সকল মন্ত্রাংশের অর্থ—

তিনি রসস্বরূপ। এই রসস্বরূপকে লাভ করিলে জীব আনন্দময় হইয়া যায়। আকাশে (অর্থাৎ সর্ব্বত্র) যদি এই আনন্দস্বরূপ না থাকিতেন, তবে কে শ্বাস-প্রশ্বাস করিতে পারিত? ইনিই জীবকে আনন্দদান

করেন। ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানেন, তিনি কোন বস্তু হইতেই ভয় পান না, তিনি অভয় প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মকে 'আনন্দ' বলিয়াই জানিবে। আনন্দ হইতেই ভূত সকল জাত হয়, জাত হইয়া জীবন ধারণ করে, জীবনান্তে পুনরায় আনন্দেই গিয়া প্রবেশ করে। ব্রহ্মরস জীবে প্রবেশ করে। ইনিই জীবের পরম আনন্দ, এই আনন্দের কিঞ্চিৎমাত্র পাইয়া অন্য ভূত সকল জীবন ধারণ করে। ইনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশিত। মানুষ যদি সুখ লাভ করে, তবেই কর্ম্ম করে, সুখ না পাইলে করে না। তিনি ভূমা, তিনিই সুখ, তিনিই অমৃত অর্থাৎ নিত্য। যাহা অল্প, তাহাই মৃত্যুর অধীন। এই যে আত্মা ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়।

এইরূপ মন্ত্র আরও আছে, অতিবিস্তার অনাবশ্যক। এই কয়টী মন্ত্রাংশে যাহা পাইলাম, তাহা এই—তিনিই রস, তিনিই আনন্দ, তিনিই সুখ, তিনিই প্রিয়তম। আরও পাইলাম—তিনিই নিত্য বস্তু, অন্য যা কিছু, সব মরণশীল।

সাধন — এই গেল সাধ্যবস্তুর যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়—দিগ্‌দর্শনমাত্র। তারপর সাধনের কথা—অর্থাৎ কিরূপে এই বস্তু লাভ করিতে হইবে। ইহা 'তত্ত্ব' ও 'পথ' এই দুইভাগে উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রথমে সাধন-তত্ত্ব, যথা—

১। স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ, আনখাগ্রেভ্যো যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেঽবহিতঃ স্যাদ্ বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায়ে তং ন পশ্যন্তি। —বৃহদারণ্যক, ১।৪।৭

২। রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব × × অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূরিত্যনুশাসনম্।—ঐ, ২।৫।১৯

৩। স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্।—ছান্দোগ্য, ৬।৮।৭

৪। ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং। ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং।—মুণ্ডক, ২।২।১১

৫। কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।—ঈশ, ৮

এই মন্ত্রাংশ সমূহের অর্থ —

তিনি এই সৃষ্টিতে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, (জীব সম্বন্ধে) নখের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত—যেমন, ক্ষুরকোশে ক্ষুর এবং কাষ্ঠে অগ্নি। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না। × তিনি প্রতি বস্তুর রূপ ধারণ করিয়া আছেন। × এই আত্মা যিনি ব্রহ্ম, তিনি সর্ব্বগত — এই অনুশাসন। × সেই যে ক্ষুদ্রতমরূপ আত্মা, ইহা দ্বারা সকলই একাত্মক হইয়া রহিয়াছে। এই অমৃতময় ব্রহ্ম সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে উত্তরে অধঃ উর্দ্ধে প্রসারিত। এই বরেণ্যতম আত্মাই এই সমস্ত। × সেই সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্ব মনের নিয়ন্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বয়ম্ভু সর্ব্বকালে সকলপ্রকার প্রয়োজনের যথাযথ বিধান করিতেছেন।

এই সকল মহামন্ত্রে তাঁহার সর্ব্বব্যাপ্তি, সর্ব্বানুপ্রবেশ এবং সর্ব্বার্থের যথাযথ বিধান কথিত হইল। ইহাকেই 'সাধনতত্ত্ব' বলিলাম।

সাধনপথ — এখন, সাধনের দ্বিতীয় ভাগ—সাধন-পথ, যথা—

১। তদেতৎ পদনীয়মস্য সর্ব্বস্য যদয়মাত্মা।

—বৃহদারণ্যক, ১।৪।৭

২। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো

মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্। —ঐ, ২।৪।৫

৩। আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। —ঐ, ১।৪।৮

৪। প্রিয়মিত্যেনত্বপাসীত। —ঐ, ৪।১।৩

৫। আনন্দ ইত্যেনত্বপাসীত। —ঐ ৪।১।৬

৬। তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরং। অত্র চাণ্ডালোঽচণ্ডাল, ইত্যাদি।

—ঐ, ৪।৩।২১,২২

৭। তদেতৎ দৃষ্টং চ শ্রুতং চেত্যুপাসীত। —ছান্দোগ্য, ৩।১৩।৮

৮। যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতম্ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি। —ছান্দোগ্য, ৬।১।৩

৯। যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি। —ঐ ৮।১।১

১০। হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। —কঠ, ৬।৯

অর্থ — এই যে আমাদের অন্তরস্থ আত্মা, ইনিই সকলের অন্বেষণীয়। ×× অরে মৈত্রেয়ি, এই আত্মাকেই দেখিতে শুনিতে মনন করিতে ও প্রকৃষ্টরূপে ধ্যান করিতে হইবে। ইঁহার দর্শন শ্রবণ মনন ও প্রকৃষ্ট জ্ঞানের দ্বারা সবই জানা যায়।× আত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে।× আনন্দরূপে ইঁহার উপাসনা করিবে।× প্রিয়া স্ত্রী দ্বারা আলিঙ্গিত হইলে যেমন

বাহ্যাভ্যন্তর জ্ঞান থাকে না, সেইরূপ এই পূর্ণজ্ঞ আত্মা দ্বারা আলিঙ্গিত হইলে মানুষের বাহ্য বা অন্তর কোন জ্ঞান থাকে না। তখন চণ্ডাল অ-চণ্ডাল হইয়া যায়, ইত্যাদি। দৃষ্ট ও শ্রুতভাবে ইঁহার উপাসনা করিবে। × যাহা দ্বারা সকল অশ্রুত শ্রুত হয়, যাহা মনন করা হয় নাই তাহারও মনন হইয়া যায়, যাহা জানা হয় নাই তাহাও জানা হইয়া যায়। × ব্রহ্মের আবাসস্থানরূপ এই দেহে পদ্মের ন্যায় যে গুপ্তস্থান আছে, তাহার অন্তরে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে, অতএব তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা কর। × হৃদয়, নিঃসংশয় বুদ্ধি এবং মনন দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন।

সাধ্যসাধন-নির্ণয়ের সারমর্ম্ম — সুতরাং, প্রথমতঃ সাধ্যবস্তুর সাধনোপযোগী স্বরূপ, এবং তৎপর সাধনতত্ত্ব ও পথ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া শ্রুতি যাহা বলিলেন, তাহা এই :—রসরূপে, আনন্দরূপে, সুখরূপে, অমৃত-রূপে, সর্ব্বশেষ প্রিয়তমরূপে তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে। অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত ও প্রবিষ্টরূপে এবং সর্ব্বত্র সর্ব্ববিধায়করূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। তাঁহার আলিঙ্গন পাইলে সাধকের সমস্ত ভেদবুদ্ধি, সমস্ত বৈষম্যবোধ তিরোহিত হইয়া যাইবে। ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল জ্ঞান সমূলে ধ্বংস হইবে।

উপনিষদ মুখ্যতঃ সাধনশাস্ত্র — উপনিষদকে কেহ কেহ কেবল দর্শন বা সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রের আখ্যা দিয়াছেন। উপরে যাহা পাইলাম, তাহা হইতে বরং মনে হয় উপনিষদ মুখ্যতঃ সাধনশাস্ত্র, গৌণতঃ সিদ্ধান্তশাস্ত্র। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাধন জন্যই সাধ্য নির্ণয়। তত্ত্ব যখন প্রতিভাত হইল, তখন সাধনের ডাক আসিল, ভক্তি ও প্রেমের মূল উপাদানসমূহ কখনও পৃথক, কখনও বা একটী মন্ত্রে নিহিত হইল। ঋষিগণের গভীর সাধনালব্ধ

এই ভাবধারা ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে পরবর্ত্তী ভক্তিগ্রন্থ সমূহে নানা অবয়ব ধারণ করিয়া ক্রমশঃ পুষ্টি ও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। একদিকে যেমন এই পুষ্টি ও বিস্তার, অপর দিকে আবার তেমন সুদীর্ঘকালাগত নানামুখী সংস্কার ও যুক্তিতর্কের ঘাতপ্রতিঘাতে ঐ মূল ধারাটী কখনও কখনও কিঞ্চিৎ আবিল হইয়া পড়িয়াছে। ইহাও স্মরণে রাখা আবশ্যক।

উভয় উপনিষদের সাধারণ সূত্র — এখন বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যের সাধন-সূত্র কয়টী সংক্ষেপে একত্র গ্রথিত করিতে চেষ্টা করিব—

১। আদিতে সমস্তই বীজরূপে ব্রহ্মে নিহিত ছিল। তাঁহার ইচ্ছায় উহা নামে ও রূপে ভিন্ন ভিন্ন সত্তায় প্রকট হইল। সকলের ধারকরূপে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হইল।

২। তিনি সর্ব্বতঃ ব্যাপ্ত এবং প্রতি সত্তার অনুরূপ হইয়া সৃষ্টিতে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। শরীরী ও অশরীরী, দুইই তাঁহার রূপ। দৃশ্য, ও অদৃশ্য সকলই তদাত্মক—'ঐতদাত্ম্যং'—তুমিও তিনি, আমিও তিনি। উৎপত্তি তাঁহা হইতে, স্থিতি ও শেষ তাঁহাতে। তিনি একমাত্র স্ব-তন্ত্র, অন্য কিছুরই স্বাধীন সত্তা নাই। তিনিই একমাত্র নিত্য অনপেক্ষ সত্য, অন্য সব অনিত্য ও আপেক্ষিক সত্য। তিনিই ভূমা, নিত্য সুখদ—অন্য সব 'অল্প', পরিণামে দুঃখদ।

৩। কোন একটী বিশেষ সত্তাই সমগ্র ব্রহ্ম-সত্তা নহে। তিনি সমগ্র, এবং সমগ্রভাবেই উপাস্য।

৪। তিনি বাহ্যতঃ অদৃশ্য, কিন্তু অন্তরতঃ দ্রষ্টব্য। সৃষ্টিতেই তাঁহাকে অন্বেষণ কর। চিন্তন, এবং হৃদয়মন্দিরে একান্ত ধ্যান দ্বারা তাঁহার উপলব্ধি হয়।

৫। তাঁহাকে জানিলেই সকল জানা হয়। এ-জীবনেই তাঁহাকে

জানিতে হইবে, নতুবা 'মহতী বিনষ্টি'। তাঁহাকে না জানিলে পুণ্যকর্ম্মও অ-কর্ম্ম হয়। তিনিই ইহ ও পরলোকের সেতু।

৬। সৃষ্টি একটী মধুচক্র। তাঁহার নিয়ন্ত্রণে সৃষ্টির প্রতি সত্তাই অপর সত্তাকে মধুমান করে।

৭। তিনি রস, তিনি আনন্দ, তিনি সুখ, তিনিই সকল প্রিয়ত্বের উৎস, তিনিই প্রিয়তম—এই ভাবে তাঁহার উপাসনা করিবে।

৮। অসত্যের আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া সত্যকে ধরিতে পারিলেই সকল সংশয়ের মোচন, দুঃখপাপের অতীত ব্রহ্মলোক লাভ; জীব তখন প্রসন্ন ও পরম জ্যোতিতে অবস্থিত হয়।

সে কালের দেশ ও সমাজের পরিচয়—এই দুইখানি উপনিষদে তখনকার দেশ ও সমাজের অতি সামান্য একটু চিত্র পাওয়া যায়। কয়েকটী সমৃদ্ধ রাজ্য ও নগরের নাম: কাশী, কুরু, কেকয়, গান্ধার, পঞ্চাল, বিদেহ, মদ্র। 'ইভ্য' নামে একটী গ্রামেরও উল্লেখ আছে। ঋষি রাজা গৃহস্থ, এই কয় শ্রেণীর লোকের কিঞ্চিৎ পরিচয়ও পাই। ঋষিগণের সন্তান বা শিষ্য পরম্পরার সুদীর্ঘ, সুতরাং বহুযুগব্যাপী, একাধিক বংশতালিকাও পাওয়া যায় (বৃহ, ২।৬ ও ৬।৫)। ঋষিগণ অনেকে অরণ্যে বাস করিতেন, কিন্তু কেহ কেহ বিবাহ করিতেন, স্ত্রীপুত্রকন্যাগণকে ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্মসাধনের উচ্চতম শিক্ষা দিতেন, রাজসভায় আমন্ত্রিত হইয়া বা আপনা হইতে আসিয়া ব্রহ্মবিদ্যার বিচার ও আলোচনা করিতেন। তাহাতে তাঁহাদের নিজ নিজ উদ্ভাবিত তত্ত্বসমূহের পরীক্ষা ও প্রচার হইত। রাজগণ তাঁহাদিগকে এজন্য বহু গোধন সুবর্ণাদি দান করিতেন। ঋষিগণ দেশভ্রমণ বা শিক্ষালাভ জন্য সশিষ্য দূর-দূরান্তরে গমনাগমনও করিতেন (বৃহ ৩।৩।১ ও ৩।৭।১)। কোন কোন ক্ষত্রিয়রাজা ব্রহ্মবিদ্যায়, বিশেষতঃ পরকালতত্ত্বে, ঋষিগণ অপেক্ষাও অধিকতর পারদর্শী ছিলেন

(ছাঃ ৫।৩।৭)। শ্রেষ্ঠতম ঋষিরাও নূতন নূতন তত্ত্বশিক্ষার জন্য ইঁহাদের সভায় যাইতে এবং প্রকাশ্যভাবে ইঁহাদের নিকট ঐ সকল বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিতেন না (ছাঃ ৫।৩ ও ৫।১১)। রাজসভায় যে সকল বিচার হইত, 'মহাশাল' গৃহস্থগণ তাহা শুনিতে আসিতেন এবং ঐ সকল বিদ্যালাভে বিশেষ আগ্রহ ও যত্ন করিতেন (ছাঃ ৫।১১)। উপরে যে সকল দেশের নাম করিয়াছি, তন্মধ্যে ছয়টী স্থানে বিভিন্ন প্রকারের শাস্ত্রীয় বিচার বা আলোচনার উল্লেখ পাওয়া যায়—যথা, কাশী (বৃহ ২।১,) কেকয় (ছাঃ ৫।১১), পঞ্চাল (ছাঃ ৫।৩), বিদেহ (বৃহ ৩ ও ৪), মদ্র (বৃহ ৩।৩ ও ৭), ইভ্য (ছাঃ ১।১০ ও ১১)। সুতরাং উপনিষদের মন্ত্রসমূহ সঙ্কলিত হওয়ার বহু পূর্ব্ব হইতেই উত্তর-পশ্চিমে পঞ্চনদে চন্দ্রভাগার তীর হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বে মিথিলা বা 'দ্বার-বঙ্গ' পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে ব্রহ্মবিদ্যা যে বহুল প্রচার ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই।

নারী সমাজের অতি উন্নত অবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়। মৈত্রেয়ী সপত্নী লইয়া গৃহস্থালী করিতেন। কোথা হইতে তিনি ব্রহ্মবিদ্যায় এমন পারদর্শিতা, বিষয়ে এমন নিস্পৃহা, এবং অ-মৃতত্ব লাভের এমন তীব্র আকাঙ্ক্ষা পাইলেন? কোথা হইতে গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় 'ব্রহ্মিষ্ঠ'কে ব্রহ্মবিচারের সম্মুখ-সংগ্রামে আহ্বান করার দুরন্ত সাহস লাভ করিলেন? কাশী বা বিদেহের বীরের ন্যায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সুতীক্ষ্ণ শরদ্বয় তিনি কোথায় পাইলেন, যদি সমাজে নারীগণের উচ্চ শিক্ষালাভের অবাধ সুযোগ ও প্রথা প্রচলিত না থাকিত? মন্ত্রগুলি কি কাব্যমাত্র, এবং আখ্যায়িকাগুলি কি লেখকদের স্বকপোলকল্পিত গল্পমাত্র?

বস্তুতঃ বেদ ও উপনিষদের মন্ত্র এবং আখ্যানসমূহে বৈদিক

যুগে এবং তাহার পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত একটী অতি উচ্চস্তরের সভ্যতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ ইঙ্গিত অন্তর্মুখিতারই ব্যঞ্জক বটে, কিন্তু বহির্বিষয়ক বহুমুখী উন্নতি ছাড়া এত রথ, এত রাজবর্ত্ম, এত দূর-বিদেশ ভ্রমণ, এত রাজসভার সাজসজ্জা, এত হস্ত্যশ্বধনুকতীর-বর্ম্মশোভিত সৈনিক, এত গোধন ও সুবর্ণদান-সূচিত অর্থাগম, আর সর্ব্বোপরি এমন উচ্চ আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা জাগিবার অবসর কোথা হইতে আসিয়াছিল ? উভয়মুখীন এমন একটী সভ্যতার অস্তিত্ব না থাকিলে শতদ্রু ও বিপাশার তীরবাসী কেকয়রাজ অশ্বপতির ৫৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত বাক্য একটা মিথ্যা আস্ফালন মাত্র বলিতে হয়। সাধ্য-সাধন-নির্ণয়ের যে সুমহান চিন্তার ধারা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সঙ্কলনের অতি সামান্ত একটু চেষ্টা করা হইল, কে বলিবে তাহা কত যুগের কত উচ্চস্তরের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে ?

তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাঃ
তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু ॥
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।
॥ হরি ওঁ ॥

ভবানীপুর, কলিকাতা
বৈশাখী পূর্ণিমা, ১৩৬২ সাল

শ্রীগুণদাচরণ সেন

গ্রন্থকার প্রণীত
শ্রীমদ্ভাগবত
(সংক্ষিপ্ত আখ্যানভাগ)
প্রথম সংস্করণ—
(দোলপূর্ণিমা, ১৩৬০)
নিঃশেষিত প্রায়।
দ্বিতীয় সংস্করণ
শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

সূচী

(১) বৃহদারণ্যক

দ্রষ্টব্য : ৩৩ পৃষ্ঠায় ৭ম লাইনে ২৮] স্থলে ২৩] এবং ৪১ পৃষ্ঠায় ১০ম লাইনে ২৪] স্থলে ২৫] পড়িতে হইবে।

ওম্

বৃহদারণ্যক

প্রথম অধ্যায়

১] তৃতীয় ব্রাহ্মণ, ২৮ মন্ত্র

× অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

অনুবাদ—অ-সৎ হইতে আমাকে সৎ-এ লইয়া যাও ; অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও ; মৃত্যু হইতে আমাকে অ-মৃতে লইয়া যাও।

ব্যাখ্যা — ইহা সামবেদের পবমান মন্ত্র। সৎ=যাহা শাশ্বত কাল একই ভাবে আছে, ও থাকিবে। অ-সৎ=যাহা প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল। অন্ধকার=অজ্ঞান, জ্যোতি=জ্ঞান। মৃত্যু=বিনাশ, অ-মৃত=যেখানে বা যাহার নাশ নাই।

সৃষ্ট বিষয় মাত্রই পরিবর্ত্তনধর্ম্মী, স্রষ্টাই একমাত্র অপরিবর্ত্তনশীল, অব্যয়স্বরূপ। যাহা বুঝিনা, তাহা ক্রমে বুঝিতে হইবে, যাহা জানিনা, তাহা ক্রমে জানিতে হইবে, যত টুকু পারা যায়। অজ্ঞান হইতে জ্ঞানে এই ক্রমারোহণ, অন্ধকারে আলোকের ক্রমিক স্ফুরণ। ইহাই অ-সৎ হইতে সৎ-এর অভিমুখে অগ্রসর হওয়া। সৎ-কে না জানাই 'মহতী বিনষ্টি' (বৃহ ৪।৪।১৫, কেন

২।৫) বা মৃত্যুগ্রস্ত থাকা, জানা-ই অ-মৃতত্ব প্রাপ্তি। জানা, কেবল বুদ্ধি বা বিচারের জানা নহে, উপলব্ধি বা অনুভূতির জানা, মন দিয়া প্রাণ দিয়া ধরা। তিনি যে 'শ্রোতব্য' ও 'দ্রষ্টব্য' (বৃহ ২।৪।৫)। জ্ঞানের দীপ হাতে লইয়াই ভাবের মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইবে। এই ভাবই ভক্তির মূল। প্রার্থনাটি এই ঃ—অ-ধ্রুবের সেবা হইতে, মৃত্যুর গ্রাস হইতে আমাকে কাড়িয়া নেও ; সেই জ্ঞান দেও, যাহাতে যা নিত্য, যা অ-মৃত, তা-ই বুঝিতে পারি, ধরিতে পারি।

২] চতুর্থ ব্রাহ্মণ, ৭ মন্ত্র

(১) তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীত্তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌ নামায়মিদং রূপ ইতি। তদিদমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তেঽসৌ নামায়মিদং রূপ ইতি।

(২) স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ আ-নখাগ্রেভ্যো যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেঽবহিতঃ স্যাদ্বিশ্বম্ভরোবা বিশ্বম্ভরকুলায়ে তং ন পশ্যন্তি।

(৩) অকৃৎস্নোহি স প্রাণন্নেব প্রাণোনাম ভবতি। বদন্বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বঞ্ শ্রোত্রং মন্বানোমনস্তান্যস্যৈতানি কর্ম্মনামান্যেব।

(৪) স যোঽত একৈকমুপাস্তে ন স বেদাকৃৎস্নো হ্যেষোঽত একৈকেন ভবতি।

(৫) আত্মেত্যেবোপাসীতাত্র হ্যেতে সর্ব্ব একং ভবন্তি।

(৬) তদেতৎ পদনীয়মস্য সর্ব্বস্য যদয়ং আত্মানেন হ্যেতৎ সর্ব্বং বেদ যথা হ বৈ পদেনানুবিন্দেদেবং।

(৭) কীর্ত্তিং শ্লোকং বিন্দতে য এবং বেদ॥

অনুবাদ—(১) এই সমস্তই আদিতে অব্যক্ত ছিল, পরে 'ইহার এই রূপ', 'ইহার এই নাম',—এই ভাবে নাম ও রূপে ব্যক্ত হইল। এখনও নামে এবং রূপেই ইহা ব্যক্ত হইয়া আছে।

(২) স্রষ্টা ইহাতে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, ইহার অগ্রভাগ হইতে অন্ত ভাগ পর্য্যন্ত। যেমন ক্ষুর কোশে ও অগ্নি কাষ্ঠে লুক্কায়িত আছে, কেহ দেখিতে পায় না, তেমন তাঁহাকেও কেহ (বহিশ্চক্ষু দ্বারা) দেখিতে পায় না।

(৩) ইঁহার যে অসম্পূর্ণ বা আংশিক প্রতীতি হয়, তাহা এই ভাবে, যথা—যখন কথা বলা হয় তখন বাক্ রূপে, যখন দেখা হয় তখন চক্ষুরূপে, যখন শোনা হয় তখন কর্ণরূপে, যখন মনন করা হয়, তখন মনরূপে। এই সমস্ত ইঁহারই বিভিন্ন কর্ম্মের বিভিন্ন নাম মাত্র।

(৪) এই সকল (বাগাদি) দেখিয়া যে ব্যক্তি এক এক বিশেষরূপে, অর্থাৎ কেবল বাক্য কেবল চক্ষু কেবল কর্ণ বা কেবল মনরূপে তাঁহার উপাসনা করে, সে অজ্ঞ। ঐ সমস্ত ক্রিয়া তাঁহার পূর্ণ সত্তারই আংশিক অভিব্যক্তি মাত্র।

(৫) সেই পূর্ণ আত্মায়ই এই সকল পৃথক পৃথক ক্রিয়া বা সত্তা একীভূত। অতএব, সমগ্র আত্মা ভাবেই তাঁহার উপাসনা করিবে।

(৬) সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বভূতগত এই যে আত্মা, তাঁহারই অন্বেষণ কর। তাঁহা দ্বারা সকলই জানিতে পারিবে, যেমন পদচিহ্ন দ্বারা খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

(৭) যে ব্যক্তি এই জ্ঞান লাভ করে, সে কীর্ত্তি ও শ্রেয় উভয়ই প্রাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যা — (১) হইতে (৩) তত্ত্বাংশ, (৪) হইতে (৭) সাধনাংশ। সৃষ্টি অ-প্রকটের প্রকটীকরণ মাত্র। প্রকটের

পূর্ব্বে ইহা বীজাকারে পরব্রহ্ম সত্তায়ই নিহিত ছিল তাঁহার 'ঈক্ষণে' বা ইচ্ছায় অসংখ্য প্রকারের অদ্ভুত কৌশলে মণ্ডিত হইয়া ইহা অগণ্য ভিন্ন ভিন্ন আকারে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধরিয়া স্ফুরিত হইয়া উঠিল। স্রষ্টা ইহাতে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, প্রতি অণু-পরমাণুতে, প্রতি রন্ধ্রে, প্রতি রূপে অনুরূপ হইয়া। সুতরাং, সৃষ্টিই তাঁহার বিগ্রহ বা প্রকট লীলা। কিন্তু কই, প্রকট কই, তাঁহাকে ত দেখিতে পাইতেছিনা। ক্ষুর কোশে আবদ্ধ আছে, কাষ্ঠেও আগুন নিহিত আছে, কোশের ভিতর ক্ষুরের বিস্তৃতি বা বহির্ব্যাপ্তি, কাষ্ঠের গর্ভে অগ্নির আভ্যন্তরীণ বা অন্তর্ব্যাপ্তি—ক্ষুর বা আগুন কোনটাই ত তুমি দেখিতে পাইতেছ না। স্রষ্টাও ঠিক এইরূপে অন্তর্বহিঃ উভয়ত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। ক্ষুর-কোশের আবরণ খোল, কাঠে কাঠ ঘর্ষণ কর, ক্ষুরও দেখিবে, আগুনও পাইবে। আবরণ—বাধা, ঘর্ষণ—অভ্যাস বা পুনঃপুনঃ যত্ন। এই একান্ত যত্নদ্বারা যখন আবরণ অপসারিত হইবে, তখন মনশ্চক্ষু বা মননাদি দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পাইবে।

কিন্তু, আমরা বাহিরের কতকগুলি ক্রিয়া সর্ব্বদা দেখি, এবং অন্তরে কতকগুলি ক্রিয়া সর্ব্বদা অনুভব করি। বাহিরের ক্রিয়া—যথা, কথা বলা ইত্যাদি। অন্তরের ক্রিয়া—যথা, চিন্তা বা ভাবনা করা। এই ক্রিয়াসমূহ প্রত্যেকেই তাঁহার দ্যোতক, কিন্তু কোনটীই একক তাঁহার সত্তার পূর্ণ বা একমাত্র দ্যোতক নহে। সুতরাং কোন একটী ক্রিয়া বা গুণই ব্রহ্মজ্ঞানে উপাস্য নহে।

উপাস্য একমাত্র তিনি, যিনি এই সমগ্র ক্রিয়া ও গুণ সমষ্টির একমাত্র বিধায়ক বা নিয়ামক। সেই 'একমেবাদ্বিতীয়মে'রই অন্বেষণ করিতে হইবে—অরূপ হইয়াও তিনি যে 'রূপে রূপে অনুরূপ' হইয়া আছেন, সেই চিহ্ন ধরিয়া। তোমার গৃহপালিত প্রিয় পশুটী পলাইয়া দূরে কোন অরণ্যে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে; তাহার গমনপথে ত্যক্ত সুপরিচিত পদচিহ্নগুলি অনুসরণ করিতে করিতে তুমি ঐ অরণ্য হইতে তাহাকে ধরিয়া আনিলে। স্রষ্টাকেও সেইরূপ সৃষ্টির অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র সুস্পষ্টাঙ্কিত তাঁহার নানা বিচিত্র মূর্ত্তির ছাপ দেখিয়া ধরিতে হইবে—'পদেনানুবিন্দেৎ'। তাঁহাকে যে পরিমাণে ধরিতে বা অনুভব করিতে পারিবে, অপরাপর সমস্ত জ্ঞানই আপনা হইতে ঐ পদচিহ্নের ন্যায় তোমার অন্তরে ক্রমশঃ স্ফুরিত বা প্রতিভাত হইতে থাকিবে। সুতরাং তাঁহাকে জানিলেই তোমার সকল জানা হইল—তিনিই তোমাকে সকল বুঝাইয়া সকল দেখাইয়া দিবেন।

৩] চতুর্থ ব্রাহ্মণ, ৮ মন্ত্র

(১) তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা। স যোঽন্যমাত্মানঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতীশ্বরো হ তথৈবস্যাৎ।

(২) আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি॥

অনুবাদ—(১) এই যে আত্মা, ইনি তোমার আপন প্রাণ অপেক্ষাও নিকটতর, পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়, ধনরত্নাদি সম্পত্তি অপেক্ষাও প্রিয়। এই আত্মা অন্য সমস্ত হইতে প্রিয়তর। যদি কেহ এই আত্মা অপেক্ষা অন্য কিছুকে প্রিয়তর মনে করে, তবে আত্মজ্ঞ কেহ যদি তাহাকে বলেন 'তোমার ঐ প্রিয় বিনাশ পাইবে', তবে তাঁহার সত্য কথাই বলা হইবে। বস্তুতঃ ঐরূপই হইবে।

(২) আত্মাকে এই প্রিয়ভাবেই উপাসনা করিবে। যিনি এইভাবে আত্মার উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয়ের বিনাশ নাই, কারণ তাঁহার উপাসিত আত্মা সর্ব্বথা অবিনাশী॥

ব্যাখ্যা — পূর্ব্বমন্ত্রে দুইটি কথা বলা হইয়াছে—পদচিহ্নদ্বারা স্রষ্টাকে ধরা, এবং তাঁহাকে জানিলে অন্য সকল বিষয়ের জ্ঞান আপনা হইতে স্ফুরিত হওয়া। ঋষি এই মন্ত্রে বলিলেন, এই ধরা ও জানার উপায়—পরমাত্মাকে প্রিয়ভাবে উপাসনা করা—অর্থাৎ প্রেম। পুত্র বিত্তাদির অভাব হয়, সময় সময় তাহারা নিদারুণ ক্লেশেরও কারণ হয়। কিন্তু সেই প্রাণারামকে পাইলে সকল ক্লেশ সকল মৃত্যু পরাহত হইয়া যায়—'শিব এব কেবলঃ'। তবে কে আমাদের প্রিয়তর ? পুত্রবিত্তাদি, না তিনি ? এই মন্ত্রে পরম ঋষি সাধনের উচ্চতম আদর্শে আমাদিগকে দীক্ষিত করিয়া লইলেন। লক্ষ্য ও লক্ষ্যভেদের উপায় দুই-ই স্থির করা হইল।

৪] চতুর্থ ব্রাহ্মণ, ১৪ মন্ত্র

(১) স নৈববব্যভবত্তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত। ধর্ম্মং তদেতৎ ক্ষত্রস্য ক্ষত্রং। যদ্ধর্ম্মস্তস্মাৎ পরং নাস্তি। অথো অবলীয়ান্ বলীয়াংসমাশংসতে ধর্ম্মেণ যথা রাজ্ঞৈবং।

(২) যো বৈ স ধর্ম্মঃ, সত্যং বৈ তৎ। তস্মাৎ সত্যং বদন্তমাহু-র্ধর্ম্মং বদতীতি ধর্ম্মং বা বদন্তং সত্যং বদতীত্যেতদ্ধ্যেবৈতদুভয়ং ভবতি।

অনুবাদ—(১) ইহাতেও তিনি সম্যক ব্যক্ত হইলেন না। তখন তিনি অতিশয় শ্রেয়স্কর ধর্ম্মকে সৃষ্টি করিলেন। এই যে ধর্ম্ম, ইহা ক্ষত্রিয় হইতেও অধিক ক্ষমতাশালী — ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। যেমন রাজার দ্বারা, তেমন ধর্ম্মের দ্বারাও দুর্ব্বল বলবান্‌কে শাসন করিতে পারে।

(২) এই যে ধর্ম্ম, ইনিই সত্য। সেই জন্যই সত্যবাদীকে ধর্ম্মবাদী এবং ধর্ম্মবাদীকে সত্যবাদী বলা হয়। সুতরাং ধর্ম্ম ও সত্য উভয়ই এক।

ব্যাখ্যা — পূর্ব্বমন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, লক্ষ্য ও লক্ষ্য-ভেদের উপায় স্থির হইল। এখন, যে ভূমির উপর দাঁড়াইয়া এই লক্ষ্য ভেদ করিতে হইবে, তাহা প্রস্তুত হইতেছে। সেই ভূমি মানুষের জীবনক্ষেত্র, এই সংসার। মূলের ১৩-সংখ্যক মন্ত্রে ঋষি বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণ সৃষ্ট হইল, জগৎ জীবে পূর্ণ হইয়া গেল, অন্য যা কিছু সকলই সৃষ্ট হইল। কিন্তু এই সৃষ্টি ধরিয়া রাখে কে? ধারকের ব্যবস্থা না হইলে সৃষ্টি বা স্রষ্টা কাহারও পূর্ণাভিব্যক্তি হয় না। স্রষ্টা তখন ধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন; ধর্ম্মই সৃষ্টির নিয়ামক সুতরাং ধারক হইলেন। ইনিই আবার স্রষ্টার বা 'সৎ' এর প্রতিনিধি, অর্থাৎ সত্য হইলেন। এই ধর্ম্ম বা সত্য মহাশক্তিমান ক্ষত্রিয় অপেক্ষাও শক্তিশালী। রাজা একক হইয়াও গণশক্তির প্রতীকস্বরূপে যেমন অগণিত

লোককে নিজ শাসনাধীনে রাখিতে সক্ষম হন, ধর্ম্ম বা সত্যও তেমন স্রষ্টা কর্ত্তৃক অনুস্যূত শক্তিবলে শাশ্বত কাল সমগ্র সৃষ্টিকে অচল ও অটল ভাবে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিতেছেন। এই ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তন দ্বারা স্রষ্টার অভিব্যক্তিও সম্পূর্ণ হইল।

৫] চতুর্থ ব্রাহ্মণ, ১৫ মন্ত্র

(১) অথ যো হ বা অস্মাল্লোকাৎ স্বং লোকমদৃষ্ট্বা প্রৈতি, স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি যদি হ বা অপ্যনেবংবিন্মহৎ পুণ্যং কর্ম্ম করোতি, তদ্ধাস্যান্ততঃ ক্ষীয়ত এব।

(২) আত্মানমেব লোকমুপাসীত। স য আত্মানমেব লোকমুপাস্তে ন হাস্য কর্ম্ম ক্ষীয়তে। অস্মাদ্ধ্যেবাত্মনো যদ্যৎ কাময়তে, তত্তৎ সৃজ্যতে।

অনুবাদ—(১) যে আত্মলোক না দেখিয়া এ লোক হইতে প্রস্থান করে, আত্মা তাহাকে রক্ষা করেন না। সেই অনাত্মবিৎ যদি মহৎ পুণ্যকর্ম্মও করে, তাহা পরিণামে অকর্ম্মণ্য হয়। কিন্তু আত্মাতে উপসন্ন হইলে সকল কর্ম্মই ফলবান্ হয়।

(২) অতএব আত্মারই উপাসনা কর। আত্মোপাসক আত্মার সাধনা দ্বারাই তার সকল কাম্য লাভ করে।

ব্যাখ্যা — যে লক্ষ্যভেদের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহার চেষ্টাই মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। ইহা এই জীবনেই করিতে হইবে, এই জীবনেই তাঁহাকে জানিতে বা উপলব্ধি করিতে হইবে। 'ইষ্টাপূর্ত্ত' অর্থাৎ সমাজহিতকর সকল কর্ম্মই কর, কিন্তু জানিও যে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে না পারিলে কোন কর্ম্মই প্রকৃত

ফলপ্রসূ হইবে না। তাঁহাকে ঐ ভাবে জানাই সকল ফল লাভ করা।

প্রথম অধ্যায় সম্বন্ধে মন্তব্য—

এই পাঁচটী মন্ত্রের পরস্পর সম্বন্ধ এইরূপ—প্রথম মন্ত্রে ব্রহ্মোপাসনা, 'অ-সতো' ইত্যাদি। দ্বিতীয়ে, সৃষ্টির অভিব্যক্তি, তাহাতে স্রষ্টার প্রবেশ, সৃষ্টিতেই তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া দেখার উপদেশ। তৃতীয়ে, এই দেখা বা ব্রহ্মলাভের উপায় নির্দ্দেশ—এই উপায়, প্রেম। চতুর্থ মন্ত্রে ধর্ম্মের বা সত্যের প্রবর্ত্তন দ্বারা সৃষ্টির ধৃতি-বিধান, এই বিধান দ্বারাই স্রষ্টা ও সৃষ্টির পূর্ণাভিব্যক্তি। শেষ বা পঞ্চম মন্ত্রে, ইহলোকে বা এই জীবনেই তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে—সাধনকামীর প্রতি পরম ঋষির এই চরম অনুশাসন। এইরূপে এই পাঁচটী মন্ত্রে সাধ্য, সাধন, সাধনোপায় এবং সাধনভূমি সকলই নির্ণীত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এই অধ্যায়ের প্রথম তিন ব্রাহ্মণে একটি আখ্যায়িকা অবলম্বনে ২] সংখ্যক মন্ত্রে উপদিষ্ট সাধনতত্ত্বটী পরিস্ফুট করা হইতেছে। কৌষীতকী উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়েও এই আখ্যানটী আছে।

অজাতশত্রু কাশীর রাজা। ইনি বুদ্ধদেবের সমসাময়িক মগধরাজ অজাতশত্রু নহেন। বালাকি গর্গবংশীয় একটী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কিন্তু কিঞ্চিৎ বিদ্যা-গর্ব্বিত। বালাকি আসিয়া রাজাকে

বলিলেন, আমি ব্রহ্মবিষয়ে তোমাকে কিছু বলিব। রাজা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, ব্রহ্মবিচার করিতে সকলেই বিদেহরাজ জনকের সভায় যায়, তুমি যে আমার নিকট আসিয়াছ, সেইজন্যই তোমাকে সহস্র গাভী দান করিতেছি। বালাকি, সূর্য্য চন্দ্র বিদ্যুৎ আকাশ বায়ু অগ্নি জল দর্পণ শব্দ দিক ছায়া ও দেহ, পর পর এই দ্বাদশটী সত্তার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, আমি ইহার প্রত্যেকটীকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি। রাজা—এই কি তোমার শেষ কথা? বালাকি—হাঁ। রাজা—এইটুকু মাত্র জ্ঞানে ব্রহ্মকে জানা যায় না। বালাকি—তবে আমি শিষ্যভাবে আপনার নিকট উপনীত হইলাম। রাজা তখন এক নিদ্রিত পুরুষের হাত ধরিয়া তাহাকে জাগ্রত করিয়া বালাকিকে বুঝাইলেন যে নিদ্রাবস্থায় পুরুষের জ্ঞান লুপ্ত হয় না, ব্রহ্মসত্তায়ই নিহিত থাকে, আবার তাহা হইতেই পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হয়। তাবৎ সৃষ্ট সত্তারই এই ধর্ম্ম।

৬] প্রথম ব্রাহ্মণ, ২০ মন্ত্র

(১) স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।

(২) তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যমিতি। প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্।

অনুবাদ—(১) মাকড়শা যেমন নিজ শরীর হইতে সূত্র বাহির করিয়া তাহার দ্বারাই উর্দ্ধে আরোহণ করে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গসকল

যেমন অগ্নি হইতে চতুর্দ্দিকে নিঃসৃত হইয়া যায়, সেই প্রকার এই পরমাত্মা হইতেই সকল ইন্দ্রিয় সকল দেবতা সকল ভূত নির্গত হয়।

(২) 'সত্যের সত্য'—ইহাই এই পরমাত্মার গূঢ় তত্ত্ব। প্রাণমূলক জগৎ সত্য, পরমাত্মা তাহা অপেক্ষাও সত্য, তিনিই পরম সত্য।

৭] তৃতীয় ব্রাহ্মণ, ৩ মন্ত্র

দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চৈবামূর্ত্তং চ, মর্ত্ত্যং চামৃতং চ, স্থিতং চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ।

অনুবাদ—দুই-ই ব্রহ্মের রূপ—আকারবান্ ও আকারহীন, মরণশীল ও অমর, স্থিতিশীল ও গমনশীল, এবং ব্যক্ত ও অব্যক্ত।

৮] তৃতীয় ব্রাহ্মণ, ৬ মন্ত্র

(১) অথাত আদেশো নেতি নেতি ন হ্যেতদস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি।

(২) অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি। প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যং॥

অনুবাদ—(১) অতঃপর এই অনুশাসন—'ইহা নহে, ইহা নহে'—কোন একটী বিশেষ সত্তাই ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছুরই প্রকৃত সত্তা নাই, ইঁহা হইতে শ্রেষ্ঠও কিছুই নাই।

(২) ইঁহার নাম 'সত্যের সত্য'। প্রাণমূলক জগৎ সত্য, ইনি তাহা অপেক্ষাও সত্য।

৬] হইতে ৮] মন্ত্রের ব্যাখ্যা — নিদ্রিত পুরুষের জ্ঞানের উৎপত্তি তাঁহা হইতে, নিদ্রাকালে ঐ জ্ঞানের আশ্রয়ভূমি তিনি, নিদ্রাভঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন তাঁহা হইতে। বস্তুতঃ, চরাচর বিশ্বের সকল সত্তাই সেই এক পরম সত্তা হইতে উদ্ভূত। উপমা, যথা—

মাকড়শার নাভি হইতে নির্গত সূক্ষ্ম তন্তু, বা অগ্নি হইতে বহির্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ। মানুষের জ্ঞানগম্য সকল সত্তাকেই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—এক, আকারবান্ মরণশীল গতিশীল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ব্যক্ত সত্তা; অপর, আকারহীন অ-মরণধর্ম্মী ইন্দ্রিয়াতীত অব্যক্ত সত্তা। সকল সত্তারই 'রস' বা সার তিনি। সকলই তাঁর রূপ। বালাকিকথিত সূর্য্যাদি সত্তাসমূহ প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত; উহারাও ব্রহ্মেরই রূপ, কিন্তু কোনটীই একমাত্র ব্রহ্মরূপ নহে। সকল সত্তার সমষ্টিকে ব্রহ্মভাবে বুঝিতে ও দেখিতে হইবে—'এইটীই মাত্র ব্রহ্ম', এই ভাবে নহে। ব্যষ্টিকে 'ইহা নহে' 'ইহা নহে' বলিয়া বর্জ্জন করিয়া সর্ব্বতোব্যাপ্ত সেই এক অনাদি সত্তাকেই ব্রহ্ম ভাবে উপাসনা করিতে হইবে। অথচ, ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে তিনি আমাদের জ্ঞাত অজ্ঞাত ব্যষ্টি এবং সমষ্টি সমস্ত সত্তারও অতীত। তিনি যে অনন্ত অপার। কে বা কোন্ ভাষা তাঁহার সমগ্র রূপের বাচক এক বা একাধিক শব্দের আবিষ্কার করিবে? প্রাণমূলক জীব সত্য, কিন্তু উহা আপেক্ষিক সত্য, ব্রহ্মই সত্যের সত্য, অর্থাৎ মূল বা অনপেক্ষ সত্য। ইহাই ব্রহ্মের উপনিষদ বা গূঢ়তম ব্রহ্মতত্ত্ব।

বালাকি-অজাতশত্রু-সংবাদ এই খানেই শেষ হইল। শেষ

৮] মন্ত্রটী বেদান্ত সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত। 'নেতি নেতি' কথাটী এবং 'পরমস্তি' পর্য্যন্ত তাহার পরের অংশ নানারূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বক্ষ্যমাণ প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া সমন্বয়ের ভিত্তিতে বর্ত্তমান ব্যাখ্যাটী দেওয়া হইল

এই অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণ ও চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণ 'মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ' নামে বিখ্যাত। উভয় ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তু এক, সুতরাং ঐ দুই ব্রাহ্মণই একসঙ্গে এখানে লওয়া হইল।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যাকামী হইয়া দুই স্ত্রী মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী মধ্যে তাঁহার বিষয়সম্পত্তি ভাগ করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন। মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, বিষয় কি আমাকে অমৃতপথের সন্ধান দিবে? মহর্ষি বলিলেন, না, বিত্তে অমৃতের আশা কোথায়, বিত্তদ্বারা তুমি ত ভোগের সামগ্রী লাভ করিবে। ভোগ্য দ্রব্য পাইলে যেমন হয়, তোমারও তেমনই হইবে। মৈত্রেয়ী তখন বলিলেন, যাহাতে অমৃত হইব না তাহা লইয়া আমি কি করিব? ভগবান আমাকে সেই কথাই বলুন, যাহাতে আমি অমৃতা হইব। ঋষি বলিলেন, তুমি একথা বলিয়া পূর্ব্বাপেক্ষাও আমার প্রিয় হইলে, আমি তোমাকে অমৃত লাভের কথাই বলিব। এই প্রিয়ত্ব বা প্রেমতত্ত্বের সূত্র ধরিয়াই মহর্ষি অমৃতত্ব লাভের প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছেন—

৯] চতুর্থ ব্রাহ্মণ, ৫ মন্ত্র

(১) স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।

(২) আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্॥

অনুবাদ—(১) তিনি বলিলেন, অরে, পতির প্রতি প্রীতিবশতঃ পতি প্রিয় হয় না, আত্মার প্রতি প্রীতিবশতঃ-ই পতি প্রিয় হয়। সকলই আত্মার প্রতি প্রীতির জন্য প্রিয় হয়।

(২) আত্মাকেই দর্শন শ্রবণ মনন ও বিশেষরূপে ধ্যান করা কর্ত্তব্য। অরে মৈত্রেয়ি, আত্মার দর্শন শ্রবণ মনন করা হইলে এবং আত্মাকেই বিশেষরূপে জানিলে সকলই জ্ঞাত হওয়া যায়।

ব্যাখ্যা — আত্মাই সৃষ্টির বন্ধনসূত্র। প্রিয়জনের প্রিয়ত্ব ঐ আত্মারূপ বন্ধনসূত্রেরই আকর্ষণ-জনিত, প্রিয়ের নিজের কোন গুণ বা প্রয়োজন-জনিত নহে। আত্মাকে তুমি যে পরিমাণে ঐ প্রিয়ের ভিতর দেখিতে পাইবে, সেই পরিমাণেই তাহার প্রতি তোমার প্রীতি জন্মিবে। পুত্রবিত্তাদির প্রিয়ত্বের মূলীভূত কারণ যদি হইলেন তিনি, তবে তাঁহাকে দেখিলে শুনিলে ও একান্তমনে ভাবিলেই ত সকল দেখা সকল শোনা সকল জানা হইয়া গেল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মোপলব্ধি অপর সকল জ্ঞানকে স্বতঃস্ফুরিত করিয়া দেয়। ব্রহ্মপ্রেমই সকল প্রেমের উৎস, যাহা হইতে জাগতিক সকল প্রেমই উৎপন্ন হয়, এবং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে।

১০] চতুর্থ ব্রাহ্মণ, ৬ মন্ত্র

ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ ইদং ব্রহ্ম ইদং ক্ষত্র ইমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানি এবং সর্ব্বং যদয়মাত্মা ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ জাতিকে আত্মা হইতে পৃথক মনে করে, সমগ্র ব্রাহ্মণ জাতি তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণ ও

ক্ষত্রিয়, এই লোকসকল, ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবতাগণ, এই ভূতসকল—সমস্তই এই আত্মা।

ব্যাখ্যা — কোন সত্তাই পৃথক বা স্বতন্ত্র নহে, সকলেরই 'উৎপত্তি' ও একায়ন বা 'আশ্রয়'—ব্রহ্ম। মূলের ৭ হইতে ১০ মন্ত্রে ঋষি 'উৎপত্তি', এবং ১১ হইতে ১৪ মন্ত্রে 'আশ্রয়', পৃথক দৃষ্টান্ত বা উপমা দ্বারা বুঝাইয়াছেন। 'উৎপত্তি' বিষয়ক মন্ত্র গুলি এই ব্যাখ্যায় লইব। এক দিকে ধর, দুন্দুভি শঙ্খ ও বীণা নামক বাদ্যযন্ত্র এবং তাহাদের বাদক, অপর দিকে ধর ঐ সকল যন্ত্র হইতে উত্থিত বাদ্য-ধ্বনি। এই ধ্বনিগুলি তুমি হাত দিয়া ধরিতে পার না, কিন্তু যন্ত্র ও বাদককে ধরিলেই ধ্বনিগুলি তোমার আয়ত্তে আসিল, ইচ্ছামত তুমি ঐ সকল ধ্বনি তুলিতে ও বন্ধ করিয়া দিতে পার। বাদ্য-ধ্বনির উৎপাদক যেমন যন্ত্র ও বাদক, বহির্জ্ঞানের মূলও তেমন বেদ উপনিষদ এবং তাহা হইতে উদ্ভূত বিজ্ঞান পুরাণ ইতিহাস ভাষ্য ব্যাখ্যা ইত্যাদি। আর্দ্র কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিলে যেমন উহার ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন রকমের ধূম নির্গত হয়, সকল বিদ্যা সকল জ্ঞানই তেমন সেই এক মহাসত্তা দ্বারা যেন নিঃশ্বসিত হইয়া নানা আকারে বিকশিত হয়। যন্ত্র ও বাদকরূপ সর্ব্বকারণ-কারণ ঐ মহাভূতকে ধর, ধ্বনিরূপ সকল জ্ঞানই তোমার করতলগত হইবে, সকল বিষয়ের সকল জ্ঞাতব্য তখন আপনা হইতে স্ফুরিত হইয়া উঠিবে, সকলই জানিবে, সকলেই বুঝিবে, সকলই পাইবে।

১১] চতুর্থ ব্রাহ্মণ, ১২ মন্ত্র

স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদকমেবানুবিলীয়েত, ন হাস্যোদ্‌গ্রহণায়েব স্যাৎ। যতো যতস্ত্বাদদীত লবণমেবৈবং বা অর ইদং মহদ্ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এব। এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীত্যরে ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥

অনুবাদ—সৈন্ধবখণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত হইলে সেই জলেই মিশিয়া যায়, আর তাহাকে খণ্ডরূপে পাওয়া যায় না। যে অংশ হইতেই জল লও, উহা লবণময়ই হইবে। অরে, এই অনন্ত অপার চিন্মাত্রস্বরূপ মহাসত্তাও তেমন এই ভূত সকল হইতে(দেহাদিরূপে) উত্থিত হন, আবার দেহাদির বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার এই পৃথক রূপটী লুপ্ত হইয়া যায়, ঐ রূপের কোন স্বতন্ত্র পরিচয় থাকে না (দুই এক হইয়া যায়)। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আমি ইহাই বলিলাম।

ব্যাখ্যা — এখন 'আশ্রয়'-বিষয়ক মন্ত্রগুলি লওয়া হইতেছে। মূলের ১১ মন্ত্রে ঋষি বলিয়াছেন, সমুদ্র যেমন সকল জলের, নাসিকা যেমন সকল গন্ধের, জিহ্বা যেমন সকল রসের, হস্ত যেমন সকল কর্ম্মের, পদ যেমন সকল গতির একায়ন বা 'আশ্রয়', ব্রহ্মই তেমন সকল সত্তার একমাত্র আশ্রয়। কিন্তু এ কথা কি করিয়া বুঝিব—বহির্দৃষ্টিতে ত তাঁহাকে পাইনা। এই ১২ মন্ত্রে ঋষি বলিতেছেন, সৈন্ধবখণ্ড জলপূর্ণ পাত্রে নিক্ষেপ কর, কিছুক্ষণ পর খণ্ডরূপে ঐ সৈন্ধবকে কোথাও পাইবে না, কিন্তু জলের যে অংশই লইয়া আস্বাদন কর, দেখিবে সমস্ত জল লবণময়। তেমন, মনন-নিদিধ্যাসনাদিরূপ অন্তশ্চক্ষু

দ্বারা সৃষ্টির যে কোন অংশে তাঁহাকে অনুভব করা যায়, যদিও বহিশ্চক্ষু দ্বারা দেখি না। তার পর, এই প্রসঙ্গের শীর্ষস্তরে আরোহণ করিয়া ঋষি বলিলেন, এইরূপ অনুভব করিতে করিতে সাধক যখন নামরূপজনিত পৃথক সংজ্ঞা বা অস্তিত্ব ত্যাগ করিয়া 'প্রেত' হন, তখন ব্রহ্মের সঙ্গে এক হইয়া যান, তখন কে কাহাকে দেখিবে, কে কি শুনিবে। সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বত্র ব্রহ্মানুভূতিই ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ। পরম ঋষিগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন, ইহাই সকল সাধনের লক্ষ্য ও চরম পরিণতি, এবং এই ব্রহ্মানুভূতিই সকল জ্ঞানের স্ফুরক। ছান্দোগ্যের ৬।১৩।১-৩ মন্ত্রে 'ঐতদাত্ম্য'তত্ত্বের ব্যাখ্যায় এই সৈন্ধবখিল্যের দৃষ্টান্তটী গৃহীত হইয়াছে। ব্রহ্মকে 'বিজ্ঞানঘন' বা চিন্মাত্রস্বরূপ বলিয়া ঋষি যখন বলিলেন যে, ব্রহ্মের সহিত যে আত্মা যুক্ত হইল তাহা 'বিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি', এই আপাতবিরোধী উক্তি তখন মৈত্রেয়ীকে একটু বিভ্রান্ত করিল, ১৩ মন্ত্রে তিনি বলিলেন, 'ভগবান্ মামমূমুহৎ', ভগবান আমাকে মোহগ্রস্ত করিলেন। ৪।৫।১৪ মন্ত্রে এই আখ্যায়িকারই অন্য আকারটীতে মৈত্রেয়ী বলিলেন, 'মোহান্তমাপীপিপন্ন বা অহমিমং বিজানামীতি'. 'আমাকে মোহের শেষ সীমায় ফেলিলেন, আমি ইহা বুঝিলাম না।' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, অরে মৈত্রেয়ি, না বোঝার মত কোন কথা আমি বলি নাই—আত্মার ত বিনাশ বা 'উচ্ছেদ' নাই। বিনাশ ত পঞ্চভূতাত্মক দেহের, আত্মা অসঙ্গ অবদ্ধ হিংসাব্যথাতীত। দেহ বিনষ্ট হইয়া বা দেহবোধ লোপ

হইয়া যখন অবিনাশী আত্মায় মিশিয়া সব আত্মাই হইয়া গেল, তখন তুই কোথায় যে এক অন্যকে দেখিবে বা অভিবাদন করিবে বা স্পর্শাদি করিবে ? আর, দেহ থাকিতেই যদি সাধক সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনরূপ ব্রহ্মৈকত্ব লাভ করেন, তবে ত তিনি ব্রহ্মে 'প্রেত' বা ব্রহ্মগত-ই হইলেন, তখনও তাঁর দেহ নামে কোন ভিন্ন জ্ঞান বা পরিচয় কিছুই থাকে না। দেহ থাকা না থাকা উভয় অবস্থায়ই বলা যায়, যিনি সকলের জ্ঞাতা, তাঁহার 'জ্ঞাতা' কে ?—'মৈত্রেয়্যেতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি অনুশাসনা'— 'মৈত্রেয়ি, তুমি যে অমৃতলাভের পন্থা জানিতে চাহিয়াছিলে, তদ্বিষয়ে ইহাই তোমার প্রতি আমার শেষ অনুশাসন, আমি এখন বিদায় হইলাম।' ৪।৫।১৪-১৫। মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ এইখানেই শেষ হইল।

মন্তব্য—এই ১২ মন্ত্রটীর 'এতেভ্যো' হইতে 'নাস্তীতি' পর্য্যন্ত অংশ ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।১৬ সূত্রের সকল ভাষ্যেই উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য।

১২] পঞ্চম ব্রাহ্মণ, ১ মন্ত্র

(১) ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু।

(২) যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাম্ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্॥

অনুবাদ—(১) এই পৃথিবী সকল ভূতের মধু, এই পৃথিবীতে সকল ভূতই মধু।

(২) এই পৃথিবীতে, এই জীবাত্মায়, এই শরীরে এই যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, ইনিই সেই পরমাত্মা। ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই সমস্ত।

ব্যাখ্যা — এই ব্রাহ্মণের ১৯টী মন্ত্র 'মধুবিদ্যা' নামে পরিচিত। ২—১৪ মন্ত্রে জল অগ্নি বায়ু আদিত্য দিক্ চন্দ্র বিদ্যুৎ মেঘ আকাশ ধর্ম্ম সত্য মানুষ ও আত্মা সম্বন্ধেও একই ভাষায় পর পর এইরূপ বর্ণনা। ঋষি বলিতেছেন, জড় ও জীব উভয়েই একটী মধুচক্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশ মাত্র। ইহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম দ্বারা নিজ নিজ অভ্যন্তরস্থ মধু আদান-প্রদান করিয়া পরস্পরকে সঞ্জীবিত রাখিতেছে। কেহই অন্যনিরপেক্ষ স্বাধীন বা স্ব-তন্ত্র সত্তা নহে, সকলেই অপরিহার্য্যরূপে পরস্পর-সাপেক্ষ ও সম্বদ্ধ। একই তেজোময় অমৃতময় মহাসত্তা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকিয়া, জড় ও চৈতন্য সকলের আশ্রয়রূপে, সকলের সাধারণ বন্ধনসূত্ররূপে, নিয়ত ইহাদিগকে স্ব স্ব মধু আদান-প্রদানরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। এই সাধনার বৈদিক মন্ত্র, যথা—

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্ণ সন্ত্বোষধীঃ॥
মধুনক্তমুতোষসঃ মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমানস্তু সূর্য্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥

— ঋগ্বেদ, ১ মণ্ডল, ৯০ সূক্ত (বৃহ ৬।৩।৬ মন্ত্রে উদ্ধৃত)

অর্থ—বায়ুগণ মধু বহন করিতেছে, নদীসকল মধু ক্ষরণ করিতেছে ; ওষধিসকলও আমাদের কাছে মধুময় হউক। রজনীর অন্ধকার ও উষার আলোক, পৃথিবীর ধূলিসমূহ, আমাদের পিতা দ্যৌঃ, বনস্পতিসমূহ, সূর্য্য ও দিক্—সকলই মধুময় হউক।

ছান্দোগ্যের ৩।১-১১ খণ্ডে 'মধুবিদ্যা' অন্য ভাষা ও আকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মধুব্রাহ্মণ মৈত্রেয়ী-প্রার্থিত অমৃতত্বের পার্থিব বা ঐহিকরূপ। সর্ব্বভূতে ব্রহ্মৈকত্ব দর্শনই অমৃতলাভ (ঈশ, ৭, ১১, ১৭ ; কেন, ২।৪), তখন সকলই মধু, সৃষ্টি একটী মধুচক্র হইয়া যায়।

১৩] পঞ্চম ব্রাহ্মণ, ১৫ মন্ত্র

স বা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা। তদ্যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্ব্বে সমর্পিতা এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্ব এত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ।

অনুবাদ—সেই এই আত্মা সকল ভূতের অধিপতি, সকল ভূতের রাজা। রথচক্রের শলাকাসমূহ সকলই যেমন এক দিকে রথের নাভিদেশে ও অপর দিকে রথের পরিধিকাষ্ঠে আবদ্ধ থাকে, এই ভূত সমূহ, সমস্ত দেবতা, সমস্ত লোক, সমস্ত ইন্দ্রিয় ও পূর্ব্বোক্ত পৃথিবী জল আদি সমস্ত সত্তা সেইরূপ এই পরমাত্মায় একান্তভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াআছে।

ব্যাখ্যা — ভূত=আ-ব্রহ্ম স্তম্ব, অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে তৃণখণ্ড পর্য্যন্ত। দেবতা=অগ্ন্যাদি। লোক=ভূঃ আদি। প্রাণ= বাগাদি ইন্দ্রিয়।

১৪] পঞ্চম ব্রাহ্মণ, ১৮ মন্ত্র

নৈনেন কিং নানাবৃতং, নৈনেন কিং চ নাসংবৃতম্ ॥

অনুবাদ—এমন কিছু নাই যাহা ইঁহা দ্বারা আচ্ছাদিত নহে, এমন কিছুই নাই যাহা ইঁহা দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট নহে।

১৫] পঞ্চম ব্রাহ্মণ, ১৯ মন্ত্র

(১) রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব, তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।

(২) তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূরিত্যনুশাসনম্ ॥

অনুবাদ—(১) ইনি প্রতি রূপে অনুরূপ হইয়া রহিলেন, স্ব-রূপ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত। পরমেশ্বর নিজ মায়াসমূহ দ্বারা আপনাকে বহুরূপে প্রকাশিত করেন।

(২) 'পূর্ব্বে ইঁহার এই রূপ ছিল', বা 'পরে ইঁহার এই রূপ হইল', এমন কোন কথা ইঁহার সম্বন্ধে বলা যায় না। 'অন্তর' ও 'বাহ্য', এরূপ ভেদবাচক ভিন্ন ভিন্ন সত্তাও তাঁহার নাই। এই আত্মাই ব্রহ্ম, ইনি সর্ব্বাত্মক, ইহাই অনুশাসন।

১৪] ও ১৫] মন্ত্রের ব্যাখ্যা — সৃষ্টির অংশসমূহ যেমন মধুচক্রের ন্যায় পরস্পরের মধুদ্বারা সঞ্জীবিত (১২] মন্ত্র), এবং রথচক্রের শলাকার ন্যায় ব্রহ্মেই সন্নিবিষ্ট (১৩] মন্ত্র), তিনিও তেমন সৃষ্টিতে অন্তর্বহির্ব্যাপ্ত। প্রতিরূপে তাঁহারই রূপ, যদিও স্বরূপতঃ তিনি অরূপ, এবং যদিও 'পূর্ব্ব' বা 'পর', 'অন্তর' বা 'বাহ্য', ইত্যাদি কোন একমাত্র বা বহু সংজ্ঞা দ্বারাও তাঁহাকে

সীমায়িত করা যায় না। সৃষ্টির প্রতিরূপে সেই মধুমানের আস্বাদনই 'মধুবিদ্যা' লাভ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সম্বন্ধে মন্তব্য—

এই মন্ত্রসমূহের আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ দুইটী—১ হইতে ৩ ব্রাহ্মণের বালাকি-অজাতশত্রু সংবাদ, এবং ৪ ও ৫ ব্রাহ্মণের মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ। পঞ্চম ব্রাহ্মণের মধুবিদ্যাকে মৈত্রেয়ী সংবাদের অন্তর্গত বলিয়াই ধরা হইল। বালাকি সংবাদে দেখা যায়, ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণ বা ঋষিদের ভিতরই আবদ্ধ ছিল না, ক্ষত্রিয় রাজগণ কেহ কেহ এই বিদ্যায় ঋষিদের অপেক্ষাও অধিকতর পারদর্শিতা ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। ঋষিগণও ঐ সকল ক্ষত্রিয় রাজগণের নিকট এই বিদ্যা শিক্ষা করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না। মৈত্রেয়ী-সংবাদ বৈদিক যুগে নারীজাতির শিক্ষা লাভের এবং ব্রহ্মবিদ্যাকাঙ্ক্ষার উচ্চতম নিদর্শন। ইহাতে আরও দেখা গেল যে পরম ঋষিগণ অনেকে গৃহস্থ ছিলেন, স্বীয় পত্নীকে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম আদর্শে শিক্ষাদান ও অনুপ্রাণিত করিতেন, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যায় যাইতেন। এই উপনিষদেই এবং পরে ছান্দোগ্য উপনিষদে এই বিষয়ে আরও উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

বালাকি সংবাদে সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি, এবং মৈত্রেয়ী সংবাদে প্রিয়ভাবে, মধুভাবে, ব্রহ্মোপাসনা—এই দুইটীই এই অধ্যায়ের প্রধান অনুশাসন। এখানেও দেখা গেল যে সাধনের ভিত্তিস্বরূপেই সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

জনক যজ্ঞ

বিদেহরাজ জনক বহু দক্ষিণা দানের সঙ্কল্প করিয়া এক সুমহৎ যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছেন। কুরু পঞ্চাল প্রভৃতি দেশের বহু শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ সেই সভায় সমবেত। স্বর্ণমণ্ডিতশৃঙ্গ এক সহস্র গাভী যজ্ঞক্ষেত্রে সজ্জিত। রাজা বলিলেন, ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মবিদ্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনি এই গাভী-সকল গ্রহণ করুন। সভাস্থল নীরব। সহসা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উঠিয়া নিজ শিষ্যকে বলিলেন, সৌম্য, তুমি এই গাভীসমূহ লইয়া যাও। অন্য ঋষিগণ তখন সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, ইনিই কি আমাদের মধ্যে 'ব্রহ্মিষ্ঠ'? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, ব্রহ্মিষ্ঠকে প্রণাম করি, আমি কিঞ্চিৎ গো-কাম মাত্র। তখন অশ্বল আর্ত্তভাগ ভুজ্যু উষস্ত কহোল উদ্দালক ও শাকল্য নামক সাতটী পুরুষঋষি এবং গার্গী নামক একটী নারীঋষি প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত তুমুল বিচার আরম্ভ করিয়া দিলেন। বিচারে সকলেই একে একে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন, গাভীসমূহ যাজ্ঞবল্ক্যেরই রহিল।

এক এক ঋষির প্রশ্নোত্তর এক একটী 'ব্রাহ্মণ' বা পরিচ্ছেদ, গার্গীর দুইটী। কতকগুলি প্রশ্ন বৈদিক ক্রিয়া সংশ্লিষ্ট, কতকগুলি গ্রহ বায়ু আকাশ দেবতা ইত্যাদি বিষয়ক, কয়েকটি গভীর আত্মতত্ত্ব ও সাধনামূলক। শেষোক্ত শ্রেণীর কয়েকটী উত্তর এখানে সঙ্কলিত হইল।—

১৬] পঞ্চম ব্রাহ্মণ, ১ম মন্ত্র

কহোল ঋষির প্রশ্ন ও যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর ঃ—

× কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বান্তরো যোঽশনায়া পিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতি এতং বৈ তমাত্মা বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণোভে হ্যেতে এষণে এব ভবতস্তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেদ্বাল্যং পাণ্ডিত্যং চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনিরমৌনং চ মৌনং চ নির্ব্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাদ্যেন স্যাত্তেনেদৃশ এবাতোঽন্যদার্ত্তং ততো হ কহোলঃ কৌষীতকেয় উপররাম ॥

অনুবাদ—(কহোল জিজ্ঞাসা করিলেন) যাজ্ঞবল্ক্য, কে সেই 'সর্ব্বান্তর' আত্মা ? (যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন) যিনি ক্ষুৎপিপাসা শোক মোহ জরা মৃত্যুর অতীত সেই আত্মাকে জানিয়া (প্রকৃত) ব্রাহ্মণ পুত্র বিত্ত স্বর্গাদি লোক লাভের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া ভিক্ষাধর্ম্ম আচরণ করেন। পুত্রবিত্তাদি লাভের আকাঙ্ক্ষা যা, স্বর্গাদি লোক লাভের আকাঙ্ক্ষাও তাই। এই সকলই আকাঙ্ক্ষা। ব্রাহ্মণ প্রথমে বিদ্যাভিমান বর্জ্জন করিয়া বাল্যভাবে থাকিবেন। পরে বিদ্যাভিমান ও বাল্যভাব··উভয় ত্যাগ করিয়া মুনি হইবেন। তারপর মৌন ও অমৌন সকল ছাড়িয়া ব্রহ্মে তন্ময় হইয়া

প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবেন। তিনি যেরূপ আচরণই করুন, 'এষণা' ত্যাগ করিলেই তিনি ব্রাহ্মণ হইলেন। অন্য সকল অবস্থাই দুঃখজনক। অনন্তর কৌষীতকী-পুত্র (বা শিষ্য) কহোল বিচারে বিরত হইলেন।

ব্যাখ্যা — উপনিষদের পরম ঋষিগণ বহু মন্ত্রে বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডকে সকাম সাধন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, এবং প্রকৃত ব্রহ্মার্থী বা 'ব্রাহ্মণ'কে শুদ্ধ নিষ্কাম সাধনের উপদেশ দিয়াছেন। পুত্র বিত্তের কামনা লইয়া যে সাধনা, তাহা ত অতিশয় ঘৃণ্য, এমন যে বহুকীর্ত্তিত স্বর্গসুখ, তাহার কামনাও ত্যাজ্য। কোন প্রকার কামনা মনে আসিলেই সাধকের সকল যত্ন একান্ত ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। বাক্ সংযম, সর্ব্ব অভিমান বা 'অহংকার' বর্জ্জন, বালস্বভাব লাভ—এই সকলের প্রতি হৃদয়ের সকল দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়া সাধক আপনা হইতে যাহা কিছু আসে তাহা দ্বারা জীবন রক্ষা করিবেন। তাহা হইলেই যিনি সকল দুঃখের অতীত, সাধক তাঁহাতে পৌঁছিতে পারিবেন, তাহার সকল বাহ্য ক্রিয়া বা চেষ্টার অবসান হইবে। অন্য সকলই দুঃখদ।

ষষ্ঠ ও অষ্টম ব্রাহ্মণে গার্গীর প্রশ্ন ও যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর। উহা সপ্তমের পর একসঙ্গে লইব। সপ্তমে আরুণি উদ্দালকের প্রশ্ন ও যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর। ইনি ছান্দোগ্যের বিখ্যাত 'তত্ত্বমসি' বাক্যের বক্তা। ইনি যাজ্ঞবল্ক্যের শিক্ষাগুরু ছিলেন, এরূপ উক্তি পাওয়া যায় (যথা, বৃহ ৬।৩।৭)। জনকসভায় এই বিচারের

সময় তাঁহাদের এই সম্বন্ধ ছিল কিনা, বুঝা যায় না। উদ্দালক, মদ্র দেশীয় কাপ্য নামক একটী ব্রাহ্মণের গৃহে বাসকালে এক গন্ধর্ব্ব কাপ্যকে যে প্রশ্ন করিয়াছিল, যাজ্ঞবল্ক্যকে এক্ষণে সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। সেই প্রশ্ন ও উত্তর সংসৃষ্ট তিনটী মাত্র মন্ত্র সঙ্কলিত হইল।—

১৭] সপ্তম ব্রাহ্মণ, ১ম মন্ত্র

বেত্থ নু ত্বং তৎসূত্রং যেনায়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সংদৃব্ধানি ভবন্তীতি × বেত্থ নু ত্বং তমন্তর্য্যামিণং য ইমং চ লোকং পরং চ লোকং সর্ব্বাণি চ ভূতানি যোঽন্তরো যময়তীতি।× যো বৈতৎ সূত্রং বিদ্যাত্তং চান্তর্য্যামিনমিতি, স ব্রহ্মবিৎ স লোকবিৎ স বেদবিৎ স ভূতবিৎ স আত্মবিৎ স সর্ব্ববিদিতি।

অনুবাদ—তুমি কি সেই সূত্রকে জান, যাঁহা দ্বারা ইহলোক পরলোক এবং সমস্ত ভূত গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে? তুমি কি সেই অন্তর্যামীকে জান, যিনি অন্তরস্থ থাকিয়া এ লোক পরলোক ও সকল ভূতকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন? যে সেই সূত্র ও অন্তর্য্যামী উভয়কে জানে, সে ব্রহ্মজ্ঞ, লোকজ্ঞ, বেদজ্ঞ, ভূতজ্ঞ, আত্মজ্ঞ—সর্ব্বজ্ঞই হয়।

ব্যাখ্যা — এইটী উদ্দালকের প্রশ্ন। প্রশ্নেই বলা হইল, পরমাত্মাই সৃষ্টির ধারক ও নিয়ামক। একটী মাল্যের ন্যায় সৃষ্টিকে যেন একটী সূত্রের দ্বারা গাঁথিয়া রাখিয়াছেন এবং ইহার অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া প্রত্যেকটী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। ধারকরূপে ইনি 'সূত্রাত্মা', এবং নিয়ামকরূপে

ইনি 'সর্ব্বান্তরাত্মা'। ইঁহাকে জানিলেই সকল বোঝা ও সকল জানা হয়। উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আমি উভয়রূপেই ইঁহাকে জানি। 'সূত্ররূপী' আত্মাকে সূক্ষ্ম বায়ুরূপে বর্ণনা করিয়া, 'অন্তর্যামী' আত্মাকে 'অধিভূত' ও 'অধ্যাত্ম' এই দুইটী বিভাগ করিলেন। পৃথিবী জল অগ্নি অন্তরীক্ষ বায়ু দিব্ আদিত্য দিক্ চন্দ্র তারকা আকাশ অন্ধকার ও তেজ — 'অধিভূত' শ্রেণীর অন্তর্গত, এবং প্রাণ বাক্ চক্ষু শ্রোত্র মন ত্বক বিজ্ঞান রেতঃ— অধ্যাত্ম-শ্রেণীভুক্ত। 'অধিভূত' শ্রেণীর একটী মন্ত্র ও 'অধ্যাত্ম' শ্রেণীর একটী মন্ত্র এখানে উদ্ধৃত হইল—

১৮] সপ্তম ব্রাহ্মণ, ১৫ মন্ত্র

যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্যা সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ × ।

অনুবাদ—যিনি সকল ভূতে আছেন অথচ সকল ভূত হইতে পৃথক, ভূতসকল যাঁহাকে জানে না, অথচ তাহারা যাঁহার শরীর, সকল ভূতের ভিতরে থাকিয়া ভূতমাত্রকেই যিনি নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন,—ইনিই তোমার আত্মা, ইনিই অন্তর্যামী, ইনিই অমৃত। (প্রথম 'অন্তর'=পৃথক, দ্বিতীয় 'অন্তর'=ভিতর)।

১৯] সপ্তম ব্রাহ্মণ, ২৩ মন্ত্র

× অদৃষ্টো দ্রষ্টাঽশ্রুতঃ শ্রোতাঽমতো মন্তাঽবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা নান্যতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যতোঽস্তি শ্রোতা নান্যতোঽস্তি মন্তা নান্যতোঽস্তি বিজ্ঞাতৈষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতোঽন্যদার্ত্তং। ততো হোদ্দালক আরুণিরুপররাম।

অনুবাদ—তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু তিনি সকলকেই দেখেন ; তাঁহাকে কেহ শুনিতে পায় না, কিন্তু তিনি সকলই শোনেন ; তাঁহাকে কেহ মনন করিতে পারে না, কিন্তু তিনি সকলই মনন করেন। ইনি ভিন্ন কেহ দ্রষ্টা শ্রোতা মননকর্ত্তা বা বিজ্ঞাতা নাই। ইনিই তোমার আত্মা, ইনিই অন্তর্য্যামী ও অমৃত, ইনি ভিন্ন অন্ত সমুদয়ই দুঃখদ।—আরুণি উদ্দালক ইহা শুনিয়া নিবৃত্ত হইলেন।

১৭] হইতে ১৯] মন্ত্রের ব্যাখ্যা — 'সর্ব্বভূত যাহার শরীর', অর্থাৎ, সৃষ্টি যাঁহার প্রকাশিত রূপ মাত্র। ২]-সংখ্যক মন্ত্রের 'স ইহ প্রবিষ্টঃ' ও ১৫]-সংখ্যক মন্ত্রের 'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব' স্মর্ত্তব্য। 'সকল ভূত হইতে পৃথক', অর্থাৎ, সর্ব্বভূতই মাত্র তাঁহার সত্তা নহে, তিনি সর্ব্বভূতের অন্তর্বহি-র্ব্যাপ্ত অথচ সর্ব্বাতীত,—সর্ব্বভূতের বাহিরেও তাঁহার সত্তা, তিনি যে অনন্ত। 'কেহ দেখিতে পায় না' ইত্যাদি, অর্থাৎ, কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই তিনি সম্পূর্ণ গ্রাহ্য নহেন, কারণ অপূর্ণ ও সান্তের পক্ষে পূর্ণ ও অনন্তের সম্পূর্ণ গ্রহণ অসম্ভব। তিনি কেবল অন্তর্য্যামী নহেন, তিনি 'অমৃত'—চির মধুর, নিত্যসুখদ। তাঁহা হইতে পৃথক বা বিযুক্ত করিয়া আমরা যাহা কিছু করি বা ভাবি, তাহাই আমাদের 'আর্ত্তি' বা দুঃখের কারণ হয় ; সকল কর্ম্ম সকল ভাবনা তাঁহাকে লইয়াই করিতে হইবে।

এক্ষণে, গার্গী নামক নারীঋষির প্রশ্ন ও যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর, যাহা ষষ্ঠ ও অষ্টম ব্রাহ্মণে বিবৃত হইয়াছে, তাহা লইব। ষষ্ঠে গার্গী কয়েকটী প্রশ্ন করিয়া এবং যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর

পাইয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন। সপ্তমে উদ্দালকের প্রশ্ন ও উত্তরের পর অষ্টম ব্রাহ্মণে গার্গী পুনরায় উঠিয়া বলিলেন, ঋষিগণ, আমি ইহাকে আরও দুইটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। যদি ইনি আমার সেই দুইটী প্রশ্নেরও যথার্থ উত্তর দিতে পারেন, তবে জানিবেন ইহাকে পরাজিত করা আপনাদের পক্ষে অসাধ্য। ঋষিগণ বলিলেন, আচ্ছা, তাহাই কর। তখন সেই মহীয়সী নারী যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন, কাশী বা বিদেহ দেশের কোন বীর ধনুকে জ্যারোপণ করিয়া দুইটী মর্ম্মভেদী শর হাতে লইয়া যেমন রণক্ষেত্রে আসিয়া শত্রুর সম্মুখীন হয়, আমিও তেমন দুইটী অতি সুতীক্ষ্ণ প্রশ্ন লইয়া পুনরায় তোমার সমক্ষে উপস্থিত হইলাম, তুমি আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হও। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আমি প্রস্তুত। তখন গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য, আমার পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তরে তুমি যে আকাশের কথা বলিয়াছিলে, সেই আকাশ কিসে ওতপ্রোত? মহর্ষি অমনি বলিলেন, গার্গি, সেই আকাশ এক অক্ষর পুরুষে; বস্ত্রের দীর্ঘ প্রস্থ দুইটী সূত্রের ন্যায়, ভিন্নাভিন্নভাবে পরস্পর গ্রথিত হইয়া আছে।

২০] অষ্টম ব্রাহ্মণ, ৯ মন্ত্র

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্ত্যেতস্য

বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যা যাং যাং চ দিশমন্বেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবা দর্বীং পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ।

অনুবাদ—গার্গি, এই অক্ষর পুরুষের শাসনেই সূর্য্য ও চন্দ্র স্ব স্ব স্থানে ধৃত হইয়া আছে, এই অক্ষরের শাসনেই নিমেষ মুহূর্ত্ত দিবা রাত্রি অর্ধমাস মাস ঋতু সংবৎসর সকলই ধৃত। গার্গি, এই অক্ষরের শাসনেই শ্বেত পর্ব্বত সমূহ হইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্বদিঙমুখী নদী সমূহ সেই দিকে, ও পশ্চিমদিঙমুখী নদীসমূহ নিজ নিজ দিকে ধাবিত হইতেছে। গার্গি, এই অক্ষরের শাসনেই মানুষেরা দানশীলের প্রশংসা করে এবং দেবতাগণ যজমানের ও পিতৃপুরুষগণ দর্ব্বী-হোমের অনুগত হন। ('দর্বী'=হাতা। দর্বী-হোম বোধহয় পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কোন বিশেষ হোমের নাম)।

২১] অষ্টম ব্রাহ্মণ, ১০ মন্ত্র

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিঁল্লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি। যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ য এতদক্ষরং বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি, স ব্রাহ্মণঃ।

অনুবাদ—গার্গি, এই অক্ষর পুরুষকে না জানিয়া যদি কেহ বহু সহস্র বৎসর হোম যজ্ঞ বা তপস্যা করে, তবে তাহার সেই কার্য্য সর্ব্বথা নিষ্ফল হয়। ইঁহাকে না জানিয়া যে ইহলোক হইতে চলিয়া যায়, সে যথার্থ কৃপাপাত্র। যিনি এই লোকেই ইঁহাকে জানিয়া পরলোকে গমন করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ।

২২] অষ্টম ব্রাহ্মণ, ১১ মন্ত্র

তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি।

অনুবাদ—গার্গি, এই অক্ষর পুরুষকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু তিনি সবই দেখেন ; কেহ তাঁহাকে শুনিতে পায় না, কিন্তু তিনি সবই শোনেন ; কেহ তাঁহাকে মনন করিতে পারে না, কিন্তু তিনি সবই মনন করেন ; কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে না, কিন্তু তিনি সবই জানেন। ইনি ভিন্ন অন্য কেহই দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বা বিজ্ঞাতা নাই। গার্গি, এই অক্ষরেই 'আকাশ' ওতপ্রোত হইয়া অবস্থিত॥

২০] হইতে ২২] মন্ত্রের ব্যাখ্যা — সৃষ্টি অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরসম্বদ্ধ হইয়া এক মহাব্যোমে অবস্থিত। সূর্য্য-চন্দ্র, অন্তরীক্ষ-পৃথিবী, পর্ব্বত-নদী, দেবতা-পিতৃপুরুষগণ, কালের নানা বিভাগ, মানুষের প্রাত্যহিক কর্ম্মধারা—স্ব স্ব ক্ষেত্রে এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীনে পরিচালিত। কে ইহাদের ধারক, কে ইহাদের নিয়ামক ? এই ধারণ ও নিয়মনের 'প্রশাসন' কাহার?—এই প্রশাসন সেই একের, যিনি 'অক্ষর' অব্যয়, যাঁহার আদি অন্ত হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই নাই। সর্ব্ব-ধারক ও সর্ব্ব-নিয়ামক রূপে তিনিই একমাত্র সর্ব্বদ্রষ্টা সর্ব্বমন্তা সর্ব্বজ্ঞাতা। বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা তিনি গ্রহণীয় নহেন, অন্তশ্চক্ষু দ্বারা তিনি 'দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য মন্তব্য'। হোম যজ্ঞ তপস্যাদি অনুষ্ঠান সমস্তই, অন্তরিন্দ্রিয়সমূহ

তাঁহাতে নিবদ্ধ রাখিয়া, তাঁহার দিকে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, করিতে হইবে ; নতুবা সহস্র বৎসর করিয়া যাও, সমস্ত পণ্ডশ্রম মাত্র হইবে। গার্গি, যে তাঁহাকে সাধ্যমত না বুঝিয়া, না জানিয়া এ লোক হইতে চলিয়া যায়, সে নিতান্তই কৃপাপাত্র। আর যিনি তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া এই মরলোক ত্যাগ করেন, তিনিই 'ব্রাহ্মণ'। ঋষি, তত্ত্বের কর্কশ ভূমি হইতে ভাবরাজ্যের এই মহিমময় স্তরে আরোহণ করিয়া গার্গীর নারীহৃদয়ের স্ফুটনোন্মুখ কোরকটীকে একটী পূর্ণাঙ্গ শতদলপদ্মে বিকশিত করিয়া দিলেন। বিচারবুদ্ধি নিস্তব্ধ হইয়া গেল, প্রতিভা মহিমার পায়ে লুটাইয়া পড়িল। গার্গী সমবেত ঋষিকুলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ঋষিগণ, ক্ষান্ত হও, ইহাকে করজোড়ে নমস্কার করিয়া সত্বর এখান হইতে প্রস্থান কর, ইনি অজেয়।

গার্গীর এই কথায় অন্য সকলেই নিরস্ত হইলেন, কেবল শাকল্য নামক এক ঋষি নবম ব্রাহ্মণে বৈদিক ক্রিয়া তত্ত্বের কতকগুলি জটিল প্রশ্ন তুলিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাভব করার দুরূহ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। মহর্ষি এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া, তীক্ষ্ণ তিরস্কারবাক্যে শাকল্যের কূটতার্কিকতার স্পৃহাকে চূর্ণ করিয়া, শুষ্ক ক্রিয়াবাদের উপর বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদের প্রাধান্য স্থাপন করিলেন। 'নেতি নেতি' (বৃহ ২।৩।৬) ও 'আত্মাঽগৃহ্যঃ' (বৃহ ৪।২।৪) ইত্যাদি বাক্যের আবৃত্তি করিয়া বুঝাইলেন, কোন সান্ত সত্তাই ব্রহ্মবোধে উপাস্য নহে। এই সকল সান্ত সত্তার ন্যায় তিনি বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য নহেন, বা বদ্ধ আসক্ত ব্যথিত

হিংসিত ইত্যাদি কিছুই হন না। তারপর, যাজ্ঞবল্ক্য আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া ঋষিগণকে ঐ সকল তত্ত্বের আলোচনায় আহ্বান করিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহ কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। তখন তিনি নিজেই কয়েকটী শ্লোকের দ্বারা ঐ প্রশ্নগুলির সমাধান করিলেন, এবং এই বলিয়া এই প্রসিদ্ধ বিচারের উপসংহার করিলেন—

২৮] নবম ব্রাহ্মণ, ২৮ মন্ত্র

বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দাতুঃ পরায়ণম্ তিষ্ঠমানস্য তদ্বিদ ইতি।

অনুবাদ—দাননিষ্ঠ কর্ম্মী ও ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানী, উভয়েরই পরমগতি সেই এক জ্ঞানময় আনন্দময় পরব্রহ্ম। ইতি।

চতুর্থ অধ্যায়

এই অধ্যায়ের প্রথম চারিটী ব্রাহ্মণ বা পরিচ্ছেদ বিদেহ-রাজ জনকের সহিত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্ম-স্বরূপ ও ব্রহ্ম-সাধন সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে আলোচনা।

প্রথম পরিচ্ছেদের নাম 'ষড়াচার্য্য ব্রাহ্মণ'। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, কি জন্য আসিয়াছ? পশু চাও, কি, সূক্ষ্মতত্ত্বের বিচার চাও? ঋষি—উভয়ই চাই। রাজা—আচ্ছা, বিচার কর, পশু দিব। যাজ্ঞ—আপনি ব্রহ্ম সম্বন্ধে কাহার

নিকট কি শুনিয়াছেন, বলুন। রাজা ছয় জন আচার্য্যের নাম করিয়া বলিলেন, ইঁহারা কেহ বাক্, কেহ প্রাণ, কেহ চক্ষু, কেহ শ্রোত্র, কেহ মন, ও কেহ হৃদয়ই ব্রহ্ম বলিয়া আমাকে উপদেশ করিয়াছেন। ঋষি বলিলেন, রাজন্, আচার্য্যগণ তোমাকে যাহা বলিয়াছেন তাহার অর্থ এই যে, ইহারা এক একটি ভাবের প্রতীক, যথা—বাক্ প্রজ্ঞার, প্রাণ প্রিয়ের, চক্ষু সত্যের, শ্রোত্র অনন্তের, মন আনন্দের এবং হৃদয় স্থিতির। কিন্তু ইহাদের কোনটীই পূর্ণ ব্রহ্ম-সত্তা নহে। এই সকল ভাব অবলম্বনে ব্রহ্মের উপাসনা করিবে।—প্রথম ব্রাহ্মণের ২-৭ মন্ত্রের উপদেশভাগ একটী মন্ত্ররূপে নিম্নে সঙ্কলিত হইল যথা,—

২৪] চতুর্থ অধ্যায়, ১ম ব্রাহ্মণ, ২—৭ মন্ত্রের উপদেশাংশ

প্রজ্ঞেত্যেনদুপাসীত × প্রিয়মিত্যেনদুপাসীত × সত্যমিত্যেনদুপাসীত × অনন্ত ইত্যেনদুপাসীত × আনন্দ ইত্যেনদুপাসীত × স্থিতি ইত্যেনদুপাসীত।

অনুবাদ—জ্ঞান, প্রেম, সত্য, অনন্ত, আনন্দ, নিত্য—এই এই ভাবে ইঁহার উপাসনা করিবে।

ব্যাখ্যা — তিনিই সকল জ্ঞানের আধার, তিনিই প্রিয়তম, তিনিই সকল সত্যের উপর সত্য, তিনি সৃষ্টির সর্ব্বতঃ ব্যাপ্ত ও সৃষ্টিতে ওতপ্রোত থাকিয়াও সৃষ্টির অতীত, তিনি আনন্দস্বরূপ, তিনি নিত্য, আর সব 'প্রমায়ুক', মরণশীল।

রাজা বলিলেন, এই উপদেশের জন্য আপনাকে সহস্র গাভী দান করিতেছি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আমার পিতা বলিয়াছেন,

সম্যক শিক্ষা না দিয়া কাহারও দান লইবে না ; আমার কথা এখনও শেষ হয় নাই।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, রাজন্, বেদপাঠ ও উপনিষদ শ্রবণ করিয়া তোমার চিত্ত সমাহিত হইয়াছে। 'ইহা ব্রহ্ম নহে, ইহাও ব্রহ্ম নহে', এইরূপ নিত্যানিত্যবিবেক দ্বারা তুমি প্রকৃত ব্রহ্মসত্তাকে বুঝিতে পারিয়াছ। দেহের ন্যায় আত্মাকে কেহ হাত দিয়া ধরিতে পারে না, আত্মা শীর্ণ হন না, কোন বস্তুতে আসক্ত হন না, ইনি কোন ব্যথা বা হিংসার বশ হন না,—এই সত্য উপলব্ধি করিয়া তুমি জন্মমরণাদি-জনিত ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছ। কিন্তু, এ লোক হইতে মুক্ত হইয়া তোমার আত্মা কোথায় যাইবে, তাহা কি তুমি জান? রাজা—জানিনা। যাজ্ঞ—তাহাই বলিতেছি, শোন।

তৃতীয় ব্রাহ্মণে ঋষি বলিলেন, সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি ও বাক্য বহির্জ্যোতিরূপে পুরুষের দৈনন্দিন জীবন বা ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু সূর্য্য চন্দ্র যখন অস্তমিত হয়, অগ্নি যখন নির্ব্বাপিত হয়, বাক্য যখন স্তব্ধ হয়, মানুষ তখন অন্তর্জ্যোতি-স্বরূপ স্বকীয় আত্মা দ্বারাই পরিচালিত হয়। এই আত্মা সুষুপ্তি-কালে শরীররূপ কুলায় হইতে বহির্গত হইয়া রথাদি বাহন ব্যতিরেকেই ইহ পর উভয়লোকে যদৃচ্ছা বিচরণ করেন। ইনি কখনও ধ্যানস্থ কখনও বা আত্মরতি হইয়া স্বসৃষ্ট আনন্দে নানা লীলা করিতে থাকেন। মহামৎস্য যেমন নদীর একূল ওকূল উভয় কূলে ইচ্ছাসুখে সন্তরণ করে, আত্মাও তেমন

উভয় লোকে যথেচ্ছ বিচরণ করেন। শ্যেন বা অন্য কোন পক্ষী যেমন ঊর্দ্ধাকাশে উড্ডীয়মান হইয়া শ্রান্ত হইলে বিশ্রামলাভের জন্য পক্ষদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া স্বীয় কুলায়ের দিকে ধাবিত হয়, এই জীবাত্মাও তেমন ইহলোকে নানা লীলা করিয়া স্ব-ভাবে ফিরিয়া আসেন। সেখানে সুপ্তের ন্যায় স্থিরত্ব লাভ করিয়া তিনি স্বপ্নাবস্থার মত কোন অলীক রূপাদিও দর্শন করেন না, বা জাগরণাবস্থার মত কোন কামনা দ্বারাও বিদ্ধ হন না। তখন তাঁহার মনে হয়, আমিই যেন দেবতা, আমিই যেন রাজা, আমিই এই সমুদয়—এই অবস্থাই জীবাত্মার পরম লোক।

২৫] তৃতীয় ব্রাহ্মণ, ২১ মন্ত্র

তদ্বা অস্যৈতদতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মাভয়ং রূপং। তদ্যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরং। তদ্বা অস্যৈ তদাপ্তকামমাত্মকামমকামং রূপং শোকান্তরম্।

অনুবাদ—ইহাই ইঁহার কামনারহিত পাপরহিত ভয়রহিত রূপ, ইহা পরমাত্মার নিবিড় আলিঙ্গন। (জাগতিক উপমায়) প্রিয়া স্ত্রীর আলিঙ্গনের ন্যায়, ইহা অন্তরবাহ্য জ্ঞান তিরোহিত করে। অপর সকল কাম্যই তখন লব্ধ হইয়া যায়, পরমাত্মাই তখন একমাত্র কাম্য থাকে। ইহার পর কামনার একান্ত নিবৃত্তি ও শোক-দুঃখের অতীত অবস্থা।

২৬] তৃতীয় ব্রাহ্মণ, ২২ মন্ত্র

অত্র পিতাঽপিতা ভবতি মাতাঽমাতা লোকা অলোকা দেবা অদেবা বেদা অবেদা অত্র স্তেনোঽস্তেনোভবতি ভ্রূণহাঽভ্রূণহা,

চাণ্ডালোঽচাণ্ডালঃ পৌল্কসোঽপৌল্কসঃ শ্রমণোঽশ্রমণস্তাপসোঽ-তাপসোঽনন্বাগতং পুণ্যেনানন্বাগতং পাপেন। তীর্ণোহি তদা সর্ব্বাঞ্ছোকান্ হৃদয়স্য ভবতি।

অনুবাদ—তখন কে পিতা, কে মাতা? স্বর্গাদি লোক, দেবতা, বেদাদিই বা কি? কে চোর, কে বা ভ্রূণহত্যাকারী মহাপাপী, আর কেই বা চণ্ডাল পৌল্কসাদি নিম্নজাতি? শ্রমণ বা তাপসই বা কে? ইনি তখন পাপ-পুণ্যের অতীত, হৃদয়ের সকল শোক হইতে উত্তীর্ণ।

২৭] তৃতীয় ব্রাহ্মণ, ৩২ মন্ত্র

সলিল একো দ্রষ্টাঽদ্বৈতো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাডিতি হৈনমনুশশাস যাজ্ঞবল্ক্যঃ। এষাস্য পরমাগতিরেষাস্য পরমা সংপদেষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।

অনুবাদ—এই পুরুষ তখন জলের ন্যায় নির্ম্মল ও স্বচ্ছ হন, তিনিই তখন একমাত্র দ্রষ্টা, দ্বিতীয় কোন সত্তারহিত একমাত্র পুরুষ থাকেন। যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ অনুশাসন করিলেন—সম্রাট, এই-ই ত পুরুষের শেষ গতি, এই-ই ত তার চরম সম্পদ, এই-ই ত পরম লোক, এই-ই ত পরিপূর্ণ আনন্দ। এই আনন্দেরই কণামাত্র লাভ করিয়া সমগ্র সৃষ্টি বাঁচিয়া আছে।

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া রাজা বলিলেন, 'অত ঊর্ধ্বং বিমোক্ষায়ৈব ব্রুহি'—ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আর কিআছে বলুন, আমি আপনাকে সহস্র সহস্র দান করিব। মহর্ষি তখন কিঞ্চিৎ চমকিত হইয়া ভাবিলেন, রাজা এই তত্ত্বের শেষ সীমায় আনিয়া আমাকে অবরুদ্ধ করিলেন। তখন তিনি আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—

২৮] তৃতীয় ব্রাহ্মণ, ৩৬ মন্ত্র

স যত্রায়মণিমানং ন্যেতি জরয়া বোপতপতা বাণিমানং নিগচ্ছতি যত্থাম্রং বোতুম্বরং বা পিপ্পলং বা বন্ধনাৎ প্রমুচ্যত এবমেবায়ং পুরুষ এভ্যোঽঙ্গেভ্যঃ সংপ্রমুচ্য পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি প্রাণায়ৈব।

অনুবাদ—এই পুরুষ তখন জরা বা ব্যাধি দ্বারা জীর্ণ হইয়া এবং (সুপক্ক) অশ্বত্থ আম্র বা ডুমুর ফলের ন্যায় নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, নূতন জীবন লাভ করার জন্য মূল উৎপত্তি স্থানের দিকে ধাবিত হয়।

ঋষি বলিলেন, এই পুরুষের শ্বাস যখন ইহাকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হয়, তখন রাজার আগমনে অমাত্য সূত ও গ্রামনায়কগণের ন্যায়, প্রাণবায়ু ও পঞ্চভূত সকল তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে আসিয়া সমবেত হয়।

চতুর্থ ব্রাহ্মণে মহর্ষি আত্মার দেহত্যাগ ও তৎপরবর্ত্তী অবস্থা বিবৃত করিতেছেন। জোঁক যেমন একটী তৃণের অন্তভাগ হইতে তৃণান্তর গ্রহণ করে, পুরাতন দেহত্যাগী জীবাত্মা তেমন একটী নূতন দেহ ধারণ করিতে উদ্যত হয়।

২৯] চতুর্থ ব্রাহ্মণ, ৪ মন্ত্র

তদ্যথা পেশস্কারী পেশসো মাত্রামপাদায়ান্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং তনুত এবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাঽবিদ্যাং গময়িত্বান্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে।

অনুবাদ—স্বর্ণকার যেমন একখণ্ড (পুরাতন) স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা নূতন এবং অধিকতর শ্রীসম্পন্ন একটী বস্তু প্রস্তুত করে, জীবাত্মা

তেমন পুরাতন দেহের অবসানে অপর একটী নবতর কল্যাণতর রূপ ধারণ করেন।

ঋষি বলিলেন, কামনাবান্ পুরুষের স্বকৃত কর্ম্মানুযায়ী দেহ প্রাপ্তি হয়, কিন্তু অকাম পুরুষ ব্রহ্মকেই লাভ করেন।

৩০] চতুর্থ ব্রাহ্মণ, ৭ ও ৮ মন্ত্রাংশ

× × যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুত ইতি। তদ্যথাহিনির্ল্বয়ণী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীতৈবমেবেদং শরীরং শেতে।

অণুঃ পন্থা বিততঃ পুরাণো মাংস্পৃষ্টোঽনুবিত্তো ময়ৈব।

অনুবাদ :—যাঁহার হৃদয় সকল কামনা হইতে মুক্ত হইয়াছে, তিনি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন, তিনি এ লোকে থাকিয়াই ব্রহ্ম লাভ করেন। সর্প যেমন উইপোকার ঢিপির উপর নিজ দেহের জীর্ণ ত্বকটীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তিনিও সেইরূপ এখানকার দেহ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সম্মুখে বিস্তৃত এক সূক্ষ্ম পুরাতন পথ দেখিয়া সেই পথে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করেন।

ইহার পর ১০ হইতে ২১ মন্ত্র পর্য্যন্ত কয়েকটী বৈদিক মন্ত্র বা মন্ত্রাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, যাহার কোনটী ঈশ, কোনটী কেন, ও কোনটী বা কঠ উপনিষদে আছে, এবং কোনটী ছান্দোগ্যেও পাওয়া যায়, তন্মধ্যে দুইটী মাত্র এখানে সঙ্কলিত হইল, যথা—

৩১] চতুর্থ ব্রাহ্মণ, ১৪ মন্ত্র

ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং। ন চেদবেদীর্মহতী বিনষ্টিঃ। যে তদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি।

অনুবাদ—এ লোকে থাকিয়াই আমরা সেই আত্মাকে জানিতে পারি। তথাপি যদি না জানি, তবে আমাদের মহা বিনাশ নিশ্চিত। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত হন, অপর সকলে কেবল দুঃখই ভোগ করে।

৩২] চতুর্থ ব্রাহ্মণ, ১৮ মন্ত্র

প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যে মনো বিদুঃ তে নিচিক্যুর্ব্রহ্ম পুরাণমগ্র্যম্।

অনুবাদ—তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, এবং মনের মন—এইভাবে যাঁহারা সেই পুরাতন আদি পুরুষকে জানিয়াছেন, তাহারাই তাঁহাকে নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন।

৩৩] চতুর্থ ব্রাহ্মণ, ২৩ মন্ত্রাংশ ও ২৫ মন্ত্র

তস্যৈব স্যাৎ পদবিৎ তং বিদিত্বা ন লিপ্যতে কর্ম্মণা পাপকেনেতি। তস্মাদেবং বিচ্ছান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাঽত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি সর্ব্বমাত্মানং পশ্যতি। নৈনং পাপ্মা তরতি সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি।× × বিপাপো বিরজো বিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাডেনং প্রাপিতোঽসীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। সোঽহং ভগবতে বিদেহান্ দদামি মাং চাপি সহ দাস্যায়েতি।

স বা এষ মহানজ আত্মাজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ।

অনুবাদ—এই তত্ত্ব জান। ইহা জানিলে পুরুষের পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকে না। তিনি শম দম উপরতি তিতিক্ষা দ্বারা সমাহিত হইয়া নিজ আত্মাতেই পরমাত্মাকে দর্শন করেন, সৃষ্ট বস্তু মাত্রকেই আত্মময়

দেখেন। পাপ ইঁহাকে সন্তপ্ত করিতে পারেনা, ইনিই পাপকে উত্তপ্ত করিয়া তোলেন। তাঁর সকল মলিনতা, সকল দুষ্প্রবৃত্তি, সকল সংশয় তিরোহিত হয়, তিনি 'ব্রাহ্মণ' হন। তিনি অভয় ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন। সম্রাট, আপনি এই ব্রহ্মলোকই লাভ করিয়াছেন। রাজা বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, এই উপদেশের জন্য আজ আমি সমগ্র বিদেহরাজ্যের সহিত আমার দেহ মন সমস্তই তোমার দাসত্বে সমর্পণ করিলাম।

(যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায় বলিলেন,) ইনিই জন্মরহিত, জরারহিত, মৃত্যুরহিত অমৃত অভয় ব্রহ্ম। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনিই অভয় হন, তিনিই ব্রহ্ম হন।

২৪] হইতে ৩৩] মন্ত্রের ব্যাখ্যা — এই নয়টী মন্ত্রকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম তিন মন্ত্রে সুষুপ্তি জাগরণাদি প্রসঙ্গে দেহস্থ জীবাত্মার ইহ পরলোকে যথেচ্ছ বিচরণ ও লীলার কথা বলিয়া, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার নিবিড় মিলনের অবস্থা ও সেই অবস্থার পরিণতি স্বরূপ সকল দ্বন্দ্ব বা ভেদভাব হইতে মুক্তিলাভের বর্ণনা করিলেন। এইরূপে মন যখন নির্ম্মল সলিলের ন্যায় স্বচ্ছ হইল, তখন পরম আনন্দ—এই আনন্দের কণামাত্র পাইয়া আমরা বাঁচিয়া আছি। এই আনন্দ না থাকিলে কে বাঁচিত ? (তৈত্তিরীয়, ব্রহ্মানন্দবল্লী, অনুবাক)।

তারপর তিন মন্ত্রে ঋষি বলিলেন, জীবাত্মা জরা বা ব্যাধি দ্বারা তাপিত হইয়া সুপক্ব ফলের ন্যায় দেহ হইতে ঝরিয়া পড়িল, এবং পুনরায় জন্ম লইবার জন্য উন্মুখ হইল। স্বর্ণকার যেমন একখণ্ড পুরাতন স্বর্ণ লইয়া নূতন একটী সুশোভন অলঙ্কার প্রস্তুত করে,

স্রষ্টাও তেমন এই পুরাতন দেহত্যক্ত জীবাত্মাকে লইয়া নূতন একটী রূপ গড়িয়া তুলিলেন! কিন্তু যে দেহী ইহলোকে থাকিয়াই ব্রহ্ম-সংস্পর্শে সকল কামনা হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছেন, তিনিই 'ব্রাহ্মণ'। তিনি জরা ব্যাধি আদি কোন তাপে তাপিত না হইয়া সর্পের জীর্ণ খোলস ত্যাগের ন্যায় অক্লেশে দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তাঁহাকে আর দেহ ধারণ করিতে হয় না।

শেষ তিন মন্ত্রে বলিলেন, জন্ম মৃত্যুর পুনঃপুনঃ সংঘাত তাহাদিগকেই সহিতে হয়, যাহারা বিষয়ে আসক্ত থাকিয়া ব্রহ্মকে জানিবার চেষ্টা না করিয়াই ইহলোক হইতে চলিয়া যায়। ইহাই 'মহতী বিনষ্টি'। তিনি যে আমাদের প্রাণের প্রাণ, অন্তর্বহিঃ সকল ইন্দ্রিয়ের উৎস ও আশ্রয়, তাঁহাতেই যে সকল সংশয়, সকল মালিন্য, সকল পাপতাপের নিরাস। এই-ই ত ব্রহ্মলোক, এই-ই ত ব্রহ্মাভয়, এই-ই ত ব্রহ্মামৃত।

রাজা তখন সেই পরম ঋষির পায়ে আপনাকে 'সহ সর্ব্ববেদসম্ দদৌ'—পার্থিব সকল সম্পদ সহ সমর্পণ করিলেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় সম্বন্ধে মন্তব্য

তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের শেষাংশে কর্ম্মের প্রাধান্য, চতুর্থ ব্রাহ্মণে আত্মার সর্ব্বান্তরত্ব, পঞ্চমে ত্যাগ বৈরাগ্য ও নৈষ্কর্ম্ম্য, সপ্তমে পর-মাত্মার অন্তর্যামিত্ব, নবমে তাঁহার স্বরূপ, ষষ্ঠে ও অষ্টমে তাঁহার 'ওতপ্রোত' ভাব—কোনটী সংক্ষেপে সূচিত হইয়াছে, কোনটী বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক এক ঋষি এক এক রকমের প্রশ্ন করিতেছেন, আর মহর্ষি

যাজ্ঞবল্ক্য প্রত্যেকটী প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতেছেন। এই সকল উত্তরের সাধনাংশ একত্র করিয়া বলা যাইতে পারে, মহর্ষির অনুশাসন এইরূপ— প্রথমে কর্ম্ম করিতে হইবে, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের অর্থাৎ অনাসক্তির ভাব নিয়া। পরে সকল বাহ্য কর্ম্মের ত্যাগ—অরণ্যবাস। 'নেতি' বা 'অগৃহ্য'দি সূত্রদ্বারা যেমন তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে হইবে, তেমন আবার তিনি অন্তর্যামী ও সকল সত্তার অন্তরস্থ, ইহাও উপলব্ধি করিতে হইবে। সর্ব্বোপরি দেখিতে হইবে তিনি কেবল অন্তরস্থ নহেন, অন্তরে বাহিরে উভয়ত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে ওতপ্রোত থাকিয়া শাশ্বতকাল সকল কারণ ও সকল কার্য্যের যথাযথ শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। এইভাবে তাঁহার সাধন করিতে হইবে। অষ্টম ব্রাহ্মণে এই 'ওতপ্রোত' তত্ত্বের অনুশাসনটীকে ভাবের ঔদার্য্যে ও বর্ণনার গাম্ভীর্য্যে বৃহদারণ্যকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ বলিয়া অনেকে মনে করেন। সম্যক শিক্ষা না দিয়া দান গ্রহণ করিবে না— ঋষির এই বাক্যটীও বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য।

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণে মহর্ষি ষড়াচার্য্যের উপদেশের মর্ম্ম সাধন-পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে 'অভয়ত্ব' লাভের উপায় নির্দ্দেশ করিলেন। তৃতীয়ে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব, তদ্‌ভাবে ভাবিত জীবের সকল বন্ধন হইতে মুক্তি, ব্রহ্মজ্যোতি ও ব্রহ্মানন্দ লাভ, পরে সুপক্ক ফলের মত গাছ হইতে স্বতঃই ঝরিয়া পড়ার ন্যায় দেহত্যাগ। চতুর্থে, দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মলাভ বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি। পঞ্চমে, মৈত্রেয়ী-সংবাদের পরিবর্ত্তিত আকারে আবৃত্তি।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়

এই দুইটী অধ্যায় গ্রন্থের শেষাংশ। ইহাকে 'খিলকাণ্ড' বা পরিশিষ্ট বলা হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী অতি প্রসিদ্ধ—

৩৪] পঞ্চম অধ্যায়, প্রথম ব্রাহ্মণ, ১ মন্ত্র

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ।

অনুবাদ—উহাও পূর্ণ, ইহাও পূর্ণ। (ঐ) পূর্ণ হইতে (এই) পূর্ণের উৎপত্তি। পূর্ণ হইতে পূর্ণ লইলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।

ব্যাখ্যা — 'অদঃ' ও 'ইদং' শব্দ দ্বারা কি বুঝিতে হইবে, তাহা নিয়া কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। পরমাত্মাকে আমরা দুই ভাবে দেখি, সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়। সৃষ্টি তাঁহার সক্রিয় ভাবের অভিব্যক্তি, কিন্তু ইহাই তাঁহার সমগ্র সত্তা নহে। তাঁর সত্তা সৃষ্ট্যতীতও বটে। এই সৃষ্ট্যতীত সত্তাকেই চলিত ভাষায় আমরা নিষ্ক্রিয় বলি। ঋষি বলিলেন, সৃষ্টিতে তাঁর প্রকাশ যেমন সেই 'পূর্ণের'ই প্রকাশ, সৃষ্ট্যতীত প্রকাশেও তেমন সেই 'পূর্ণের'ই স্থিতি। শেষাংশে ঋষি বলিলেন, অনন্তের অন্ত কে করিবে? অব্যয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি কিসে হইবে? একটী দীপ হইতে আর একটী দীপ জ্বালিলে, মূল দীপটীর কি কিছু হানি হইল?

৩৫] পঞ্চম অধ্যায়, ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ, ১ মন্ত্র

মনোময়োঽয়ং পুরুষো ভাঃ সত্যস্তস্মিন্নন্তর্হৃদয়ে যথা ব্রীহির্ব্বা যবো বা স এষ সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিংচ।

অনুবাদ—হৃদয়ের অভ্যন্তরে এই যে পুরুষ আছেন, তিনি মনোময় জ্যোতিস্বরূপ এবং ধান্য বা যবের ন্যায় সূক্ষ্ম। তিনিই এই সকলের নিয়ন্তা ও অধিপতি। এই সমুদয় যাহা কিছু আছে, সকলই তিনি শাসন করিতেছেন।

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রের সকল অংশই পূর্ব্বে বা পরে অন্যান্য মন্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং ইহার কোন পৃথক ব্যাখ্যা দেওয়া গেলনা।

পঞ্চম অধ্যায়ের পঞ্চদশ ব্রাহ্মণের প্রথম মন্ত্রটী শুক্ল যজুর্ব্বেদের তিনটি মন্ত্রের একত্র সমাবেশ। উহা ঈশোপনিষদের ১৫ হইতে ১৮ সংখ্যক মন্ত্র।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণের ৬ সংখ্যক মন্ত্রটী এই পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত 'মধু-মন্ত্রের' (ঋগবেদ ১।৯০।৬-৮) এবং গায়ত্রী মন্ত্রের (ঋগ্‌বেদ ৩৬২।১০) সমাবেশ।

ঈশোপনিষদের ঐ মন্ত্র কয়টী এবং গায়ত্রী মন্ত্রটী উচ্চতম শ্রেণীর বৈদিক মন্ত্র এবং সর্ব্বকালের উপযোগী, কিন্তু অন্যত্র আলোচিত হইতে পারে বলিয়া এখানে উদ্ধৃত বা ব্যাখ্যাত হইল না।

ওঁ নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ

হরি ওঁ ॥

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ সমাপ্ত

ওম্

ছান্দোগ্য

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়

১] ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথমুপাসীত × ১।১।১

স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধ্যঃ × ১।১।৩

আত্মানমন্তত উপসৃত্য স্তুবীত কামং ধ্যায়ন্নপ্রমত্তঃ × ১।৩।১২

স য এতদেবং বিদ্বানক্ষরং প্রণৌত্যেতদেবাক্ষরং স্বরমমৃতমভয়ং প্রবিশতি। তৎ প্রবিশ্য যদমৃতা দেবাস্তদমৃতো ভবতি। ১।৪।৫

অনুবাদ — 'ওম্' এই প্রণব অক্ষরের উপাসনা করিবে। ইহা সকল রসের শ্রেষ্ঠ রস এবং পরমধাম। ×আত্মাকে চিন্তা করিয়া কাম্য বস্তুর ধ্যান করিয়া স্থির চিত্তে ইহার স্তুতি করিবে। যিনি এই প্রকার জানিয়া এই অক্ষরের স্তুতি করেন, তিনি অমৃত ও অভয়ে প্রবেশ করেন। সেখানে প্রবেশ করিয়া দেবতাদের ন্যায় অমৃত হন।

ব্যাখ্যা — ২।২৩।৩ মন্ত্রে আছে, 'ওঙ্কার এবেদং সর্ব্বং'। 'ওঁ' অক্ষর ও ধ্বনি ভারতীয় উপাসনার প্রাচীনতম প্রতীক বা অবলম্বন। সকল ক্রিয়ার, সকল মন্ত্রের, আরম্ভ ও শেষ এই গম্ভীর ধ্বনিতে। ইহাকে 'শব্দব্রহ্ম' বলা হয়। পুরাতন ও প্রামাণিক প্রায় সকল উপনিষদই এই প্রতীক অবলম্বনে উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন। যথা, কঠ ২।১৫-১৭ ; মাণ্ডুক্য সম্পূর্ণ ; প্রশ্ন ৫ম ১-৭ ; মুণ্ডক ২।২।৪, ৬ ; শ্বেত ১।১৩-১৪ ও ২।৮।

২] দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৩ খণ্ড, ১ মন্ত্র

ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথমঃ তপ এব দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচর্য্যাচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্য্য-কুলেঽবসাদয়ন্। সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি, ব্রহ্মসংস্থোঽ-মৃতত্বমেতি।

অনুবাদ — ধর্ম্মের তিনটী বিভাগ : প্রথম, যজ্ঞ অধ্যয়ন ও দান; দ্বিতীয়, তপস্যা ; তৃতীয়, আচার্য্যকুলে বাস করিয়া গুরুতর শারীরিক শ্রম দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য পালন। এই সকল দ্বারা (স্বর্গাদি) পুণ্যলোক মাত্র অর্জ্জিত হয়। পরন্তু যিনি ব্রহ্মে সম্যকরূপে স্থিত হন, তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন।

ব্যাখ্যা — এই মন্ত্রে সাধুকার্য্য এবং ব্রহ্মোপাসনার পার্থক্য বর্ণিত হইয়াছে। বেদপাঠ যজ্ঞ ব্রত দানাদি অনুষ্ঠান, এ সকলই উত্তম কর্ম্ম, মনকে শুদ্ধ এবং ঈশ্বরমুখী হইতে প্রস্তুত করে। আর, একান্ত নিষ্ঠার সহিত উপাসনা বা ধ্যান—বিশ্বাস ও নির্ভরতাকে দৃঢ় করে। এ দৃঢ়তা যত বাড়ে, ততই ব্রহ্মে স্থিতি বা চিত্তের স্থিরতা লাভ হয়। তখনই সুখ দুঃখে সমভাব, কেবল ব্রহ্মামৃতরসপান, অমৃতত্ব লাভ, আরম্ভ হইল। তপস্যা=(এখানে) চান্দ্রায়ণাদি ব্রতানুষ্ঠান।

৩] তৃতীয় অধ্যায়, ১১ খণ্ড, ৩ মন্ত্র

ন হ বা অস্মা উদেতি ন নিম্লোচতি সকৃদ্দিবা হৈবাস্মৈ ভবতি য এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ।

অনুবাদ — যিনি ব্রহ্মের তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে সূর্য্যের উদয় বা অস্ত কিছুই নাই, নিত্যই তাঁহার দিবা।

ব্যাখ্যা — সূর্য্য বা দিবা এখানে আনন্দের প্রতীক। নিত্য সূর্য্যে বা নিত্য দিবায় সৃষ্টি অচল হয়। কিন্তু নিত্য আনন্দ সৃষ্টির মূল—'দিবা'য় ও 'আনন্দে' এই পার্থক্য। ব্রহ্মে সম্যকরূপে স্থিত হইলে এ আনন্দে কোন তরঙ্গ বা বিক্ষেপ থাকে না। তখন ইহা সদা স্থির, অনড়। সূর্য্যের ন্যায় একবার দেখিলাম, আবার দেখিলাম না, সেরূপ নহে। সূর্য্যের সঙ্গেও ব্রহ্মানন্দের এই পার্থক্য।

দ্বাদশ খণ্ডে গায়ত্রী (ওঁ ভূর্ভুব স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যঃ নঃ প্রচোদয়াৎ — ঋক্ ৩৬২।১০) অবলম্বনে ব্রহ্মোপাসনা বিহিত হইয়াছে। (বৃহ ৫।১৪ দেখুন)

৪] তৃতীয় অধ্যায়, ১৩ খণ্ড, ৭ মন্ত্র ও ৮ মন্ত্রের অংশ

যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষ্বনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেষ্বিদং বাব তদ্ যদিদমস্মিন্নন্তঃপুরুষে জ্যোতিঃ × তদেতদ্দৃষ্টং চ শ্রুতং চেত্যুপাসীত × চক্ষুষ্যঃ শ্রুতং ভবতি য এবং বেদ।

অনুবাদ — এই দ্যুলোকের উপর, সকল দিকে সমস্তের উপর, উত্তমোত্তম লোকসমূহের উপর, যে জ্যোতি দীপ্তি পাইতেছে, সেই জ্যোতি ও মানুষের অন্তরস্থ জ্যোতি এক এবং অভিন্ন। × অতএব ইহাকে দৃষ্ট ও শ্রুত ভাবে উপাসনা করিবে। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি (নিজে) অপরের দর্শনীয় ও শ্রোতব্য অর্থাৎ কীর্ত্তিমান হন।

ব্যাখ্যা — পরমাত্মা ও জীবাত্মা একই আত্মা, এবং অ-ভেদ। সেই এক আত্মা একটী অখণ্ড জ্যোতিরূপে সমগ্র সৃষ্টিকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। ইনি 'দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য' ইত্যাদি (বৃহ, ২।৪।৫)। ইঁহাকে এই ভাবে উপাসনা করিতে হইবে যেন ইনি 'দৃষ্ট' অর্থাৎ দ্রষ্টব্য, এবং 'শ্রুত' অর্থাৎ শ্রোতব্য, যেন ইঁহাকে দেখা যায়, শোনা যায়। যিনি এইরূপ করেন, তিনি নিজে সকলের দর্শনযোগ্য হন, সকলে তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করে।

৫] তৃতীয় অধ্যায়, ১৪ খণ্ড, ১-৪ মন্ত্র

(১) সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথাক্রতুরস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি। স ক্রতুং কুর্ব্বীত।

(২) মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ।

(৩) এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্ বা সর্ষপাদ্ বা শ্যামাকাদ্ বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্ বা এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাজ্জ্যায়ান্দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ।

(৪) এতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ।

অনুবাদ — (১) এই সকলই ব্রহ্ম। তাঁহা হইতেই এই সমস্তের উৎপত্তি, তাঁহাতেই স্থিতি, তাঁহাতেই লয়। শান্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা

করিবে। পুরুষ কর্ম্মময়, এ লোকে সে যেরূপ কর্ম্ম করে, পরলোকে সেইরূপই হয়। অতএব সে কর্ম্ম করিবে।

(২) এই আত্মা মনের সাহায্যে সকল কর্ম্ম করেন, প্রাণ ইঁহার শরীর, জ্যোতি ইঁহার রূপ। ইঁহার সঙ্কল্প সদাই সত্য, ইনি আকাশের ন্যায় অখণ্ড ও অ-রূপ। ইনি সকল কামনার, সকল রসের, সকল গন্ধের আধার। ইনি সর্ব্বব্যাপী, ইন্দ্রিয়রহিত ও নিঃসঙ্গ।

(৩) এই আত্মা হৃদয়াভ্যন্তরে আছেন। ইনি ব্রীহিধান্য যব সর্ষপ বা শ্যামাক নামক ক্ষুদ্র শস্য অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর, আবার পৃথিবী আকাশ অন্তরীক্ষ ও লোকসমূহ হইতেও বৃহত্তর।

(৪) × এখান হইতে গিয়া আমি ব্রহ্মকেই পাইব—যাঁহার এইরূপ স্থির বিশ্বাস আছে, তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্মকে লাভ করিবেন—শাণ্ডিল্য এইরূপ বলিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা — তজ্জলান্=তজ্জ (তাঁহা হইতে জাত) + তল্ল (তাঁহাতেই লয়) × তদন (তাঁহাতেই স্থিত)। এই কথাটী বোধ হয় উপনিষদ সাহিত্যের একটী বিশেষ সৃষ্টি। এই মন্ত্র কয়টী মহর্ষি শাণ্ডিল্য কথিত, সুতরাং 'শাণ্ডিল্য বিদ্যা' নামে পরিচিত। ঔপনিষদিক কর্ম্মবাদে এই কয়টী মন্ত্র অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। শতপথ ব্রাহ্মণ ১০।৬।৩।১ তে এই বিদ্যাটী প্রায় এই ভাবেই বিবৃত আছে।

'সকলই ব্রহ্ম' এবং 'সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি'—সাধনরাজ্যে একই কথা। শান্ত হইয়া স্থিরচিত্তে সৃষ্টি স্থিতি লয়ের বিধাতা পরব্রহ্মের সাধনা দ্বারা এই অনুভূতিলাভের যত্ন করিতে হইবে।

কর্ম্ম এই উপাসনার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, পরলোকে আত্মার সুগতি ইহলোকের কর্ম্মসাপেক্ষ। পরমাত্মা বৃহত্তম অথচ সূক্ষ্মতম। জীবাত্মা তাঁহারই রূপ, তিনি সর্ব্বব্যাপী, ইন্দ্রিয়াতীত ও নিঃসঙ্গ—এই বোধটী অটুট রাখিয়া মন প্রাণ সঙ্কল্প কামনা রূপ রস গন্ধাদি দ্বারা এ লোকে বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের লীলা করিয়া, 'আমি ব্রহ্মকে লাভ করিব'—এই স্থির বিশ্বাস লইয়া যিনি পরলোকে গমন করেন, তিনি নিশ্চয় ব্রহ্মলাভ করেন। ইহাই এই মহা অনুশাসনের স্থূল মর্ম্ম।

এই অধ্যায়ের সপ্তদশ খণ্ডে মানুষের জীবনকে একটী যজ্ঞরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। 'তন্মরণমেবাবভৃথঃ'—মৃত্যু এই জীবনযজ্ঞের 'অবভৃথ' বা যজ্ঞশেষের স্নান। পরলোকগমন, স্নানান্তে স্বগৃহে প্রবেশের ন্যায় আত্মার স্বধামপ্রবেশ মাত্র। মৃত্যুর এই মহীয়সী আখ্যা উপনিষদসাহিত্যেও বোধ হয় অতি বিরল।—পরবর্ত্তী কয়েকটী মন্ত্র একসঙ্গে নেওয়া গেল।

৬] তৃতীয় অধ্যায়, ১৭ খণ্ড, ৬ ও ৭ মন্ত্র

তদ্ধৈতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচাপিপাস এব স বভূব সোঽন্তবেলায়াং এতৎ ত্রয়ং প্রতিপদ্যেতাক্ষিতমস্যচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি। তত্রৈতে দ্বে ঋচৌ ভবতঃ —

আদিৎপ্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিষ্পশ্যন্তি বাসরম্ পরো যদিধ্যতে দিবি উদ্বয়ন্তমসস্পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরং স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমমিতি জ্যোতিরুত্তমমিতি।

অনুবাদ — অঙ্গিরাবংশীয় ঘোর (নামক ঋষি) দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে (ইহা) বলিয়াছিলেন। (তাহাতে) কৃষ্ণ নিঃস্পৃহ হইয়াছিলেন। সে (মানুষ) অন্তকালে এই তিন মন্ত্র জপ করিবে, যথা—তুমি অক্ষয়, তুমি অচ্যুত, তুমিই প্রাণের সার তত্ত্ব। এই সম্বন্ধে দুইটী ঋক্ মন্ত্র আছে—

(১) যে জ্যোতি দ্যুলোকে দীপ্তি পাইতেছে, (ব্রহ্মবিদ্‌গণ) জগতের বীজস্বরূপ এবং দিবালোকের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী সেই পুরাতন জ্যোতি দর্শন করেন।

(২) অন্ধকারের উপরিভাগে যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি, সেই জ্যোতিকে স্বীয় হৃদয়নিহিত শ্রেষ্ঠ জ্যোতিরূপে দর্শন করিয়া আমি দেবগণের মধ্যে দ্যুতিমান সূর্য্যকে—(সেই) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিকে—লাভ করিয়াছি। (সীতানাথ তত্ত্বভূষণ সম্পাদিত ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে উদ্ধৃত)।

ব্যাখ্যা — ঋগ্বেদের কয়েকটী মন্ত্রের রচয়িতা একজন 'কৃষ্ণ'। তিনি ও এই 'কৃষ্ণ' এক কিনা বলা যায় না। কিন্তু মহাভারত বা ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ এই 'কৃষ্ণ' হইতে পারেন না, তাহা হইলে ছান্দোগ্যের রচনা-কাল অসম্ভব রকমে আধুনিক হইয়া পড়ে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে গর্গঋষি শ্রীকৃষ্ণের 'কৃষ্ণ' নামকরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ দেবকীপুত্র, উপনিষদের কৃষ্ণঋষিও দেবকীপুত্র—এই সাদৃশ্য দেখিয়া ছান্দোগ্যের এই মন্ত্রটী স্মরণে গর্গ যদি ঐ নামকরণ করিয়া থাকেন, তবে ছান্দোগ্যের সম্ভাব্য রচনা কালের সহিত শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকালের সঙ্গতি রক্ষা হয়।

এই মন্ত্র কয়টীর অনুশাসন এই যে, যিনি মানবজীবনকে

একটী যজ্ঞ ভাবিয়া নিজ জীবন সেই ভাবে যাপন করেন এবং নিঃস্পৃহ হইয়া অন্তিমকালে উল্লিখিত মন্ত্র তিনটী জপ করেন, তিনি এই লোকেই সর্ব্বত্র একটী জ্যোতি দর্শন করেন, এবং তাঁহার হৃদয়গুহা-নিহিত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের সহিত ঐ জ্যোতির একত্ব অনুভব করিয়া পরলোকে সকল জ্যোতির শ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্মজ্যোতিকে লাভ করেন।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ খণ্ডে মন আকাশ আদিত্য প্রভৃতিতে ব্রহ্মদৃষ্টির উপদেশ। 'ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন য এবং বেদ'—যিনি এই রূপ জানেন, তিনি কীর্ত্তি ও যশ দ্বারা দীপ্তি পান এবং ব্রহ্মতেজে উজ্জ্বল হন।

চতুর্থ অধ্যায়

এই অধ্যায়ের প্রথম তিন খণ্ডে জনশ্রুতিবংশীয় বহুঅন্নদাতা এক রাজা ও এক সাধু 'রৈক্কের' আখ্যান। রাজা আকাশগামী দুইটী হংসের কথোপকথনে ঐ 'রৈক্কের' বিষয় শোনেন এবং অনুসন্ধানে দেখিতে পান যে 'রৈক্ক' একটী শকটের নিম্নে বসিয়া গায়ের খোস পাঁচড়া চুলকাইতেছেন। তাঁহাকে বহু গাভী ও স্বর্ণ রথ ভূমি ও শেষে নিজ রূপসী যুবতী কন্যা দানে প্রস্তুত হইয়া রাজা জানিতে চান, সাধু কোন্ দেবতার উপাসনা করেন? সাধু সম্পত্তির দান অগ্রাহ্য করিলেন, কিন্তু কন্যার মুখ দেখিয়া রাজাকে

এক বিদ্যা উপদেশ করিলেন, সেই বিদ্যার নাম 'সম্বর্গ'। তিনি বলেন, বায়ুই উপাস্য ; মানুষের ভিতরের প্রাণবায়ু ও বাহিরের বায়ু এক ও অভিন্ন ; বায়ুই সমগ্র সৃষ্টিকে রক্ষা করে। উপদেশটীর মর্ম্ম বোধ হয় এই যে বায়ুই ব্রহ্মের প্রধান রূপ, এই বায়ুরূপ অবলম্বনেই ব্রহ্ম উপাস্য। ঋষিগণ কেহ কেহ কোন বিশেষ সত্তাকে ব্রহ্ম মনে করিতেন, কেহ বা কোন একটী বিশেষ প্রতীক অবলম্বনে ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ দিতেন। ইহা সেই শ্রেণীর উপদেশ বলিয়া মনে হয়। (বৃহ ২।১, ও ছাঃ ৫।১৮।১ দেখুন)

এই অধ্যায়ের চতুর্থ হইতে নবম খণ্ডে বর্ণিত সত্যকাম জাবালের আখ্যানটী অতি প্রসিদ্ধ। এই আখ্যানের প্রতিপাদ্য, সত্য ও নিষ্ঠাই সাধনকামীর প্রথম ও প্রধান শিক্ষণীয়।—জবালা একটী সামান্যা পরিচারিকা, তাহার একমাত্র পুত্র সত্যকাম। পুত্র বিদ্যাভ্যাসজন্য গুরুগৃহে বাস করার ইচ্ছায় মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কোন্ গোত্রীয় ? মাতা বলিলেন, বৎস, তোমার গোত্র আমি জানিনা। যৌবনে বহু পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকাকালে তোমাকে লাভ করিয়াছি। আমি জবালা, তুমি সত্যকাম, এই মাত্র জানি। গুরু জিজ্ঞাসা করিলে বলিও, 'আমি সত্যকাম জাবাল'। সত্যকাম শিক্ষার্থী হইয়া ঋষি হারিদ্রুমত গৌতমের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঋষি গোত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যকাম মাতার শিক্ষামতই বলিলেন। তখন ঋষি অতি উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, কোনও অ-ব্রাহ্মণ এমন কথা বলিতে পারে না ; বৎস, তুমি সমিধ আহরণ কর, আমি

এখনই তোমাকে উপনীত করিব। তুমিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, কারণ, তুমি সত্য হইতে তিলমাত্র বিচলিত হও নাই — 'নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি। সমিধং সোম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগা ইতি'। সত্যকামকে দীক্ষিত করিয়া গুরু বলিলেন, এই চারিশত বৃষ গাভী বৎস লইয়া যাও, ইহাদের সহস্র সংখ্যা পূর্ণ হইলে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। সত্যকাম বহুকাল অক্লান্ত ও একনিষ্ঠ সেবা দ্বারা ঐ সংখ্যা পূর্ণ করিয়া আশ্রমমুখী হইলেন। দেবশ্রেষ্ঠ অগ্নি, স্থলচর পশু বৃষ, উভচর পক্ষী হংস, এবং জলচর মদ্‌গু (পানকৌড়ি) তাঁহার সত্য ও নিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহাকে যথাক্রমে 'অনন্ত', 'সর্ব্বত্র-প্রকাশমান', 'জ্যোতিষ্মান্', ও 'সর্ব্বাশ্রয়' ভাবে ব্রহ্মের উপাসনায় দীক্ষিত করিলেন। সহস্র গোধনসহ আশ্রমে উপস্থিত হইলে গুরু দেখিয়াই বলিলেন, 'ব্রহ্মবিদিব ভাসি সোম্য'—তোমার মুখশ্রী ব্রহ্মবেত্তার ন্যায় উদ্ভাসিত দেখিতেছি, তুমি কাহার নিকট এ বস্তু লাভ করিলে ? সত্যকাম সকল কথা বলিলেন, এবং গুরুর নিকট সম্যক শিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। গুরু সকলই শিখাইলেন। এইরূপে দেবতা মানুষ পশু ও পক্ষী সকলের নিকট শিক্ষা পাইয়া সত্যকাম অতি প্রসিদ্ধ ঋষি ও আচার্য্যের পদ লাভ করিলেন।

দশম হইতে পঞ্চদশ খণ্ডে বর্ণিত উপকোশল কামলায়ন সত্যকামেরই শিষ্য। অগ্নিগণ তাঁহাকে ব্রহ্মের সর্ব্বগতভাব, এবং সত্যকাম তাঁহাকে পরলোকের গমনপথ সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

এই অধ্যায়ের ৩ হইতে ১০ খণ্ডে 'পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা' ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকের ৬।২-তে এই বিষয়টীই একটু অন্য আকারে পাওয়া যায়। মহর্ষি আরুণি উদ্দালক ছান্দোগ্যের একজন প্রধান উপদেষ্টা। ইঁহার পুত্র শ্বেতকেতু পাঠাভ্যাস শেষ করিয়া একদিন পঞ্চাল দেশের প্রবাহণ নামক ক্ষত্রিয় রাজার সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাহাকে পাঁচটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্বেতকেতু একটীরও উত্তর দিতে পারিলেন না। ক্ষুণ্ণ মনে বালক পিতার নিকট আসিয়া বলিলেন, আমি এ কি শিখিলাম? পিতা আরুণি বলিলেন, এ সকল তত্ত্ব ত আমিও জানি না, চল আমরা উভয়ে মিলিয়া ঐ রাজার কাছে যাই। শিক্ষার্থীভাবে রাজসভায় কিছুদিন বাস করিলে প্রবাহণ তাঁহাদিগকে ঐ বিদ্যা শিক্ষা দিলেন। ঐ শিক্ষার মধ্যে দশমখণ্ডে বর্ণিত 'দেবযান' ও 'পিতৃযান' পথই বর্ত্তমান সঙ্কলনের সঙ্গে কিঞ্চিৎ সংসৃষ্ট।

রাজা বলিলেন, যাঁহারা অরণ্যে থাকিয়া শ্রদ্ধা ও তপস্যার সহিত উপাসনা করেন, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার আসক্তি ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মেরই আরাধনায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর শ্রেষ্ঠতর 'দেবযান' পথে গমন করেন। আর যাহারা কেবল যজ্ঞদানাদি পুণ্য কর্ম্ম করে, কিন্তু ঈশ্বরকে

উপলব্ধি না করিয়া এ লোক হইতে প্রস্থান করে, তাহাদের আত্মা নিকৃষ্ট 'পিতৃযান' পথে যায়। 'দেবযানে' পুনরাগমন নাই; 'পিতৃযানের' যাত্রীদিগকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়।—তাৎপর্য্য এই যে, সাধুকর্ম্মের সহিত ঈশ্বরোপাসনার যোগই পরলোকে আত্মার সদ্‌গতি লাভের উপায়।

১১ হইতে ১৮ খণ্ডে 'বৈশ্বানর-বিদ্যা' ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক ২।১এর বালাকি-অজাতশত্রু সংবাদের শিক্ষাও অনেকটা এইরূপ।—প্রাচীনশাল, সত্যযজ্ঞ, ইন্দ্রদ্যুম্ন, জন এবং বুড়িল নামক পাঁচটী সম্পন্ন গৃহস্থ ব্রাহ্মণ পরস্পর আলোচনা করিলেন, আমাদের আত্মা কে, ব্রহ্মই বা কি? অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার কি সম্বন্ধ? তাঁহারা কিছু স্থির করিতে না পারিয়া মহর্ষি আরুণির নিকট গেলেন। আরুণি বলিলেন, ইহা 'বৈশ্বানর বিদ্যা'। কেকয়-দেশীয় ক্ষত্রিয় রাজা অশ্বপতি এই বিদ্যা বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন। চল, আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার নিকট যাই। রাজসভায় উপস্থিত হইলে রাজা বলিলেন, আপনারা নিরুদ্বেগে অদ্য রাত্রিতে এখানে বাস করুন, আমার রাজ্যে কোন চোর দুষ্ট বা ব্যভিচারী নাই — 'ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্য্যো ন মদ্যপো নানাহিতাগ্নির্নাবিদ্বান্ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতঃ'। আপনাদিগকে ধন দিব। ষড়্ ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমরা এই সমস্যাটী পূরণ জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি, আপনি তাহাই বলুন, মানুষী বিত্ত আপনারই থাকুক। পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া রাজা তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ

করিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণগণ, আপনারা এ বিষয়ে যে যাহা জানেন, আগে তাহাই বলুন। তাঁহারা যথাক্রমে দ্যৌ আদিত্য বায়ু আকাশ জল ও পৃথিবীকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন— এই কথা বলিলেন। তখন—

৭] পঞ্চম অধ্যায় ১৮ খণ্ড, ১ মন্ত্র

তান্ হোবাচৈতে বৈ খলু যূয়ং পৃথগিবেমমাত্মানং বৈশ্বানরং বিদ্বাংসোহন্নমাত্থ। যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মস্বন্নমত্তি।

অনুবাদ—তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা প্রত্যেকে পরমাত্মাকে এক একটী পৃথক পৃথক সত্তা অর্থাৎ 'নানা' ভাবিয়া অসম্পূর্ণভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছ। যিনি ইঁহাকে এই সমগ্র সত্তাসমষ্টিতে সর্ব্বব্যাপী ও স্বয়ংপ্রকাশরূপে জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি সকল লোকে, সকল ভূতে, সকল সত্তায় জীবনধারণ করেন।

ব্যাখ্যা— 'প্রাদেশমাত্র' ও 'অভিবিমান' এই দুইটী শব্দের অর্থ সম্বন্ধে নানা মত আছে। শঙ্করাচার্য্য পাঁচ রকম অর্থ করিয়াছেন। ঐ মতসমূহের সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়া এই অনুবাদ দেওয়া গেল। (ব্রহ্মসূত্র ১।২।২৫-৩৩ দেখুন)। —'সকল সত্তায় জীবন ধারণ করেন'— সবই এক পরমাত্মার বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র, এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয় যাঁহার জন্মে, তিনি সকল মুখেই অন্নাহার করেন (পরবর্ত্তী অধ্যায়ের 'ঐতদাত্ম্য' তত্ত্ব এবং ঈশোপনিষৎ ৭ মন্ত্র দেখুন)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

এই অধ্যায়ে সুপ্রসিদ্ধ 'ঐতদাত্ম্য'-তত্ত্ব ও তদন্তর্গত 'তত্ত্বমসি' বাক্যের ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যাতা পরমঋষি আরুণি উদ্দালক, শ্রোতা পুত্র শ্বেতকেতু। ৫ম অধ্যায়ের ৩-১০ খণ্ডে পঞ্চাল-রাজ প্রবাহণের সভায় 'দেবযান' ও 'পিতৃযান' পথের প্রসঙ্গে পিতাপুত্র উভয়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইয়াছে। 'ঐতদাত্ম্য' ও 'তত্ত্বমসি' ব্যাখ্যা তারও আগেকার বৃত্তান্ত বলিয়া মনে হয়।—শ্বেতকেতু দ্বাদশ বৎসর গুরুগৃহে বাস করিয়া চব্বিশ বছর বয়সে পিতৃভবনে ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু কিঞ্চিৎ বিদ্যাভিমানী ও অবিনীত। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ত বহু বিদ্যা লাভ করিয়া আসিয়াছ, কিন্তু সেই বিদ্যা কি শিখিয়াছ—

৮] ষষ্ঠ অধ্যায়, ১ খণ্ড, ৩ মন্ত্র

যেন অশ্রুতং শ্রুতম্ অমতং মতম্ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি ×

অনুবাদ—যদ্দ্বারা অশ্রুত বিষয় শ্রুত, অচিন্তিত বিষয় চিন্তিত ও অজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত হয়, অর্থাৎ যাঁহার সম্যক উপলব্ধি হইলে সর্ব্ব-প্রকার জ্ঞান স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া ওঠে ?

ব্যাখ্যা — পিতা দৃষ্টান্ত দিয়া প্রশ্নটী বুঝাইলেন — যেমন একখণ্ড মৃত্তিকাকে জানিলে মৃত্তিকানির্ম্মিত তাবৎ দ্রব্যকেই জানা হইল, কারণ, ঐ দ্রব্যসমূহ মৃত্তিকার-ই রূপান্তর মাত্র,

উহাদের পৃথক পৃথক নাম ব্যবহারিক প্রয়োজনসাধন-নিমিত্ত, মৃত্তিকাই মূল সত্য। স্বর্ণ লৌহাদি ধাতু এবং তন্নির্ম্মিত দ্রব্যাদি সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা।— শ্বেতকেতু বলিলেন, ভগবান আমাকে সেই বিদ্যাটি বলুন। তখন পিতা উদ্দালক বলিতে লাগিলেন—

এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ সত্তায়ই সকল নিহিত ছিল। তিনিই নিজ ইচ্ছায় বহু হইলেন, সৃষ্টি নাম ও রূপে ব্যক্ত বা প্রকাশিত হইল, কিন্তু মূল তাঁহাতেই রহিল, এবং আছে। সুষুপ্তিকালে জীবাত্মা সেই পরমাত্মাতেই 'সম্পন্ন' বা মিলিত থাকে। পান ভোজন সম্বন্ধেও ঐ রূপ হয়। বহুদিন পান ভোজন না করিলে অধীত বিদ্যা লুপ্তপ্রায় হয়, পুনঃ পান ভোজন দ্বারা উহা উজ্জীবিত হইয়া ওঠে। লুপ্তাবস্থায় উহা সুষুপ্তির অবস্থার ন্যায় সেই মূলাধার পরমাত্মাতেই মিলিত হইয়া থাকে। রজ্জুবদ্ধ বিহঙ্গ যেমন একবার এদিক আবার ওদিকে ছুটিয়া অন্য আশ্রয়স্থান না পাইয়া শেষে বন্ধনস্থানকেই আশ্রয় করিয়া স্থিতিলাভ করে, জীবাত্মাও তেমন সংসারে বদ্ধ থাকিয়া যে ভাবেই বিচরণ করুক না কেন, পরিণামে মূল বন্ধনস্থান পরমাত্মায়ই আশ্রয় লাভ করে। (শঙ্করের মতে এখানে 'মন'=জীব, 'প্রাণ'=পরমাত্মা)।

৯] ষষ্ঠ অধ্যায়, ৮ খণ্ড, ৩ ও ৪ মন্ত্র।

× নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি × সন্মূলমন্বিচ্ছ। সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ।

অনুবাদ—কিছুই কখনও মূলরহিত হইয়া থাকে না। × সেই সৎস্বরূপ মূলকেই লাভ করিতে যত্ন কর। হে সৌম্য, সৃষ্ট সকল সত্তারই

মূল সেই সৎ-এ, বিস্তার বা স্থিতি তাঁহাতে, প্রতিষ্ঠা বা শেষ আশ্রয়ও তিনি।

ব্যাখ্যা — ঋষি স্বয়ং কয়েকটী উদাহরণ দ্বারা ৮] এবং ৯] সংখ্যার মন্ত্র কয়টীর তাৎপর্য্য পরিস্ফুট করিয়াছেন। 'সন্মূলাঃ', 'সদায়তনাঃ' ও 'সৎপ্রতিষ্ঠাঃ' এই তিনটী সূত্র অবলম্বনে 'ঐতদাত্ম্য'-তত্ত্বটী প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি ৮]-সংখ্যক মন্ত্রের প্রশ্নটীর উত্তর নির্দ্দেশ করিতেছেন।—

প্রথম সূত্র 'সন্মূলাঃ' এই ৮]-সংখ্যক মন্ত্রের পটভূমি, সুতরাং এই বিষয়টি তৎসম্বন্ধীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রথমেই পরিষ্কার করিয়া নেওয়া হইয়াছে (উপরে ঐ মন্ত্রের ব্যাখ্যা দেখুন)।

দ্বিতীয় সূত্র — 'সদায়তনাঃ', অর্থাৎ সৃষ্টির বিস্তার বা স্থিতি তাঁহাতে। এই বিষয়টী অন্য কয়েকটী উদাহরণ দ্বারা পরিস্ফুট করিতেছেন।—সেই সৎস্বরূপই যে মূল আধার, তাহা যেমন সাধারণ দৃষ্টিতে ধরিতে পারি না, তাঁহার সর্ব্বব্যাপ্তিও তেমন বাহ্যতঃ কিছুই বুঝি না। সত্যকে শ্রদ্ধান্বিত বিচার দ্বারা বুঝিতে হইবে, তপস্যা বা সাধনা প্রসূত অনুভব দ্বারা উপলব্ধি করিতে হইবে — 'শ্রদ্ধৎস্ব সৌম্যেতি' (৬।১২।২)। মধুকর নানা বৃক্ষের রস আহরণ করিয়া একটী সুন্দর মধুচক্র নির্ম্মাণ করিল। সেই চক্রের মধু দেখিয়া কে বলিতে পারে, কোন্ মধুটুকু কোন্ বৃক্ষের? নানা নদীর জল সমুদ্রে আসিয়া পড়িল। সমুদ্রের জল হাতে লইয়া কে বলিতে পারে, কোন্ জল

কোন্ নদীর? একখণ্ড লবণ লইয়া একটী জলপূর্ণ পাত্রে নিক্ষেপ কর। প্রত্যুষে উঠিয়া সেই পাত্রের যে কোন স্থান হইতে জল লইয়া দেখ, উহা লবণাক্ত, অর্থাৎ লবণখণ্ড গলিয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছে। তুমি কি তখন বলিতে পার, তোমার নিক্ষিপ্ত লবণের কোন্ খণ্ড এই জলের কোন্ অংশে আছে? একটী বটবৃক্ষের ফল লইয়া তাহা ভাঙ্গ, বহু বীজ দেখিবে। তাহার ক্ষুদ্রতম একটী বীজে যে এক মহা মহীরুহের অস্তিত্ব নিহিত আছে, তাহা কি তুমি ঐ তুচ্ছ বীজখণ্ড দেখিয়া বুঝিতে পারিলে? তোমার জ্ঞান ত অতি সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ, মুমূর্ষু অবস্থায় অনেক সময় নিকট আত্মীয়গণকেও চিনিতে পার না। বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সত্যের প্রতীতি হয় না, তপস্যা বা সাধনার অন্তশ্চক্ষু দ্বারা সেই সত্য অনেক সময় উপলব্ধি হয়। তাহাতেই অ-শ্রুত শ্রুত; অ-মত মত, অ-বিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়। যাহা শোন না তাহা শুনিতে পাও, যাহা ভাবনায়ও আসে না তাহা ভাবিতে পার, যাহা জান না তাহা জানিতে পার—দৃষ্টি অন্তর্ম্মুখী হয়, জ্ঞান স্বতঃই স্ফুরিত হইয়া ওঠে।

তৃতীয় সূত্র — 'সৎপ্রতিষ্ঠাঃ' — শেষ তাঁহাতে। এই সূত্রটী বুঝাইতে ঋষি তিনটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। বড় একটী বৃক্ষ, তাহার যে শাখাটী কাটিলে, সেইটীই মাত্র শুকাইল। মূল বৃক্ষ পূর্ব্ববৎ ভূমি হইতে রস সংগ্রহ করিয়া জীবনধারণ করিতে থাকিল। কিন্তু উহার মূল তুলিয়া ফেল, বৃক্ষ আর

রস সংগ্রহ করিতে পারিল না, কাণ্ড ও শাখা সহ উহার সমগ্র দেহটী অসাড় হইয়া ভূমিতে পড়িয়া রহিল। দেহ-ই মরে, জীব বা জীবাত্মা মরে না — 'জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে, ন জীবো ম্রিয়ত ইতি' (৬।১১।৩)।—এই গেল মৃত্যুর কথা, অর্থাৎ যাহাকে আমরা 'মৃত্যু' বলি।

তারপর, ঋষি অপর দুইটী দৃষ্টান্ত দ্বারা 'মুক্তি' বুঝাইতেছেন। গান্ধার দেশ হইতে চোখ বাঁধিয়া আনিয়া কোন ব্যক্তিকে নিবিড় একটী অরণ্যের ভিতর ছাড়িয়া দিলে। সে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম ঊর্দ্ধ অধঃ সকল দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতে লাগিল, হায়, আমি কি ঘোর অসহায় অবস্থায় এই গহন বনে পরিত্যক্ত হইলাম! তখন কোন সদাশয় পুরুষ আসিয়া তাহার চোখের বাঁধন খুলিয়া দিয়া তাহাকে গান্ধারে প্রত্যাবর্ত্তনের পথ দেখাইয়া দিল, সেই পথ ধরিয়া সেই ব্যক্তি গান্ধারে ফিরিয়া আসিল। তেমন, জীবের মুক্তির ততক্ষণই বিলম্ব, যতক্ষণ সে সত্য উপদেশ লাভ করিয়া সেই সৎস্বরূপকে উপলব্ধি করিতে না পারে — 'তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্য ইতি' (৬।১৪।২)। চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত পাশবদ্ধ নিরপরাধ ব্যক্তি তপ্ত পরশু স্পর্শ করিয়াও অক্ষতদেহে অপরাধের দায় হইতে মুক্ত হয়, — 'সত্যাভিসন্ধঃ সত্যেনাত্মানমন্তর্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্ণাতি স ন দহ্যতেঽথ মুচ্যতে' (৬।১৬।২) — লব্ধজ্ঞান

জীবও তেমন সকল গ্রন্থি, সকল বন্ধন হইতে সম্যক মুক্তি লাভ করে। ইহাই 'জীবন্মুক্তি'।

এ পর্য্যন্ত ঋষি যাহা বলিলেন, তাহাতে এই কয়টী সত্য বিবৃত হইল — (১) সেই এককে জানিলেই সকলকে জানা যায়; (২) সেই এক হইতেই সকলের উৎপত্তি, তাঁহাতেই সকল সত্তার মূল নিহিত; (৩) সেই একের দ্বারা সমস্ত অনুস্যূত, যদিও বাহ্যতঃ তাহা বুঝা যায় না; এবং (৪) সেই একেই আমাদের শেষ বিশ্রাম। স্থূল দৃষ্টিতে অদৃশ্য থাকিয়াও যিনি তোমার আমার ও দৃশ্যাদৃশ্য তাবৎ সত্তার মূল, আধার, ও পরিণতি হইয়া স্থূলাতিস্থূল এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপে বিরাজ করিতেছেন, তিনিই সকল সত্যের শ্রেষ্ঠতম সত্য। আমার সত্তা তাঁহারই সত্তাগত, তোমার সত্তাও তাঁহারই সত্তাগত। সুতরাং আমি তুমি, সকলই তিনি। সমস্ত সৃষ্টি এবং সৃষ্টির অতীত যাহা কিছু ছিল আছে বা হইবে, তাহা 'তৎ' বা 'এতৎ'-ময়। 'এতৎ আত্মা', সকলই সেই এক আত্মা। এই মহাসত্যকেই ঋষি 'ঐতদাত্ম্যং' নামে অভিহিত করিয়াছেন। যে তিনটী সূত্র ও তাহার ব্যাখ্যায় যে সকল উদাহরণের উল্লেখ করা হইয়াছে, তৎসম্পর্কে এই অধ্যায়ের অষ্টম হইতে ষোড়শ খণ্ডের প্রতি খণ্ডের শেষ ভাগে ঋষি এই মহাসত্যটী প্রায় একই ভাবায় নয় বার বিবৃত করিয়াছেন, যথা—

১০] ষষ্ঠ অধ্যায়, ৮।৭, ৯।৪, ১০।৩, ১১।৩, ১২।৩, ১৩।৩, ১৪।৩, ১৫।৩, ও ১৬।৩

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো × ×।

অনুবাদ—এই যে পরম সূক্ষ্ম সত্তা, ইনি সর্ব্বগত, সর্ব্বান্তর্নিহিত। এই সকলই তিনি, তিনিই সত্য। তিনিই আত্মা। শ্বেতকেতু, তুমি (ও) তিনি (ই)।

ব্যাখ্যা—'মূল', 'আয়তন' ও 'প্রতিষ্ঠা'—এই তিন সূত্র হইতে আসিল 'ঐতদাত্ম্যং', 'ঐতদাত্ম্যং' হইতে আসিল 'তুমিও তিনি'। যে অনুভবে 'তুমি তিনি' আসে, সেই অনুভবেই 'আমিও তিনি' আসে। 'আমিও তিনি' কথাটি ঋষি এখানে বলেন নাই, কিন্তু শুক্লযজুর্বেদান্তর্গত ঈশোপনিষদের ১৬ মন্ত্রের শেষ চরণে 'যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি' (ঐ যে পুরুষ, তিনিই আমি) এই বাক্যটি এই 'ঐতদাত্ম্য'তত্ত্বের পাদপূরক বলা যায়। সত্যদৃষ্টিকামী সাধকের সকল সাধনার সিদ্ধি এই সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শনে। ভারতের আস্তিক্যবাদী সত্যদ্রষ্টা পরম ঋষিগণ সকলেই একবাক্যে এই ঈশ্বরানুভূতির মহামন্ত্রটীকে সমস্বরে ধ্বনিত করিয়া গিয়াছেন (ভক্তিগ্রন্থ, যথা শ্রীমদ্‌ভাগবত ৮।৩।৩, ১০।৫৪।৪৪ ইত্যাদি ; চণ্ডী ১।৬৪ 'নিত্যৈব সা' ইত্যাদি, ১১।৬ 'ত্বয়ৈকয়া' ইত্যাদি)। যদি সত্যই তিনি 'ইহ প্রবিষ্টঃ' (২] সংখ্যক মন্ত্র, ২ পৃঃ) এবং 'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব' (১৫] সংখ্যক মন্ত্র, ২১ পৃঃ), তবে আমি তুমি কি 'তিনি' হইতে বাদ যাইব ? যুক্তিতর্কের বা 'কেবলবোধলব্ধি'র মরুভূমিতে অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ যুদ্ধোন্মত্ত থাকুক, সাধনের মণিকোঠায় ভক্ত সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনে দ্বৈতাদ্বৈতের মহামিলন আস্বাদন

করিয়া কৃতকৃত্য হউন। এই সর্ব্বত্র-ব্রহ্মোপলব্ধির ক্ষেত্রেই সকল শোনা যায়, সকল দেখা যায়, সকলই জানা যায়। ঋষি পুত্রকে বলিলেন, সৌম্য, বেদবিদ্যার মিথ্যা অভিমান ও অবিনয়ের 'স্তব্ধ' ভাব সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া, আমি যে পরম বিদ্যার কথা তোমাকে বলিলাম, তাহা লাভ করিতে যত্ন কর।—এই বালক শ্বেতকেতু উত্তরকালে প্রাচীন ভারতে একজন প্রধান ধর্ম্মবক্তার আসন লাভ করিয়াছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

এই অধ্যায়ে নারদ-সনৎকুমার সংবাদে 'ভূমা' তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। উপনিষদসাহিত্যের ঊর্দ্ধতম গগনে ইহা আর একটী চিরভাস্বর জ্যোতিষ্ক। সনৎকুমার স্বয়ং ব্রহ্মার প্রথমজাত মানসপুত্র। সাধনের গভীরতম তত্ত্বসমূহের দ্রষ্টা ও বক্তারূপে অতি প্রাচীন যুগে তাঁহার অনন্যসাধারণ খ্যাতি ও প্রভাব ছিল। নারদও সনৎকুমারের পরে জাত ব্রহ্মার মানসপুত্র। নারদ সনৎকুমারের নিকট আসিয়া বলিলেন, ভগবন্, আমাকে শিক্ষা দিন। সনৎকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি কি বিদ্যা শিখিয়াছ ? নারদ বেদ ইতিহাস পুরাণ ও অন্যান্য বহু শাস্ত্রের নাম করিলেন এবং বলিলেন, আমি এই সকল বিদ্যা শিখিয়া মন্ত্রবিৎ মাত্র হইয়াছি, আত্মবিৎ হইতে পারি নাই।

ঋষিমুখে শুনিয়াছি আত্মবিৎ না হইলে শোক হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। ভগবান আমাকে এমন শিক্ষা দিন, যাহাতে আমি শোকের অতীত হইতে পারি। সনৎকুমার বলিলেন, তুমি যাহা শিখিয়াছ, তাহা কতকগুলি 'নাম' মাত্র। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন তবে এই 'নাম' হইতে শ্রেষ্ঠ কি আছে? সনৎ বলিলেন, বাক্। দ্বিতীয় হইতে পঞ্চদশ খণ্ড পর্য্যন্ত পর পর নারদের ঐরূপ প্রশ্ন এবং সনৎকুমারের উত্তর চলিতে লাগিল। সনৎকুমার ক্রমে মন সঙ্কল্প চিত্ত ধ্যান বিজ্ঞান বল অন্ন জল তেজ আকাশ স্মৃতি আশা ও প্রাণকে একটীর অপেক্ষা অপরটী শ্রেষ্ঠতর বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। শঙ্করাচার্য্য ইহাদিগকে কার্য্য ও কারণের পরম্পরা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং সনৎকুমারের ব্যাখ্যানের এই অংশটীকে কার্য্যাপেক্ষা কারণের শ্রেষ্ঠত্ববাচক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নারদ আর প্রশ্ন করিলেন না। বোধ হয় ভাবিলেন, আচার্য্যের সব কথা বলা হইয়া গেল—প্রাণের উপাসনা করিলেই আত্মবিৎ হইয়া শোকাতীত হইতে পারিব। সম্যগ্‌দ্রষ্টা ঋষি নারদের এই ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি বলিলেন নারদ, প্রাণতত্ত্ব পর্য্যন্ত জানিয়া তুমি কিয়ৎপরিমাণে তত্ত্বজ্ঞ বা 'অতিবাদী' হইলে; তাহাতেও যিনি সত্যস্বরূপ তাঁহাকে তোমার জানা হইল না, তুমি এখনও 'অল্প'ই জানিয়াছ। তোমাকে আরও ঊর্দ্ধে উঠিতে হইবে, আরও জানিতে হইবে, আরও পাইতে হইবে। তোমাকে 'সুখ' লাভ করিতে হইবে। এই সুখ শ্রেয়োলাভের নিত্য সুখ, প্রেয়-

লাভের বা অল্পত্বের দুঃখগর্ভ ক্ষণিক তৃপ্তি নহে। লোকে সুখের জন্য কর্ম্ম করে, কিন্তু এই যে 'সুখ', তা কোথায় ? নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, এ সুখ কোথায় পাইব ? আচার্য্য তখন শিষ্যের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে ব্রহ্মলাভের এই মহান্ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন—

১১] সপ্তম অধ্যায়, ২৩ খণ্ড, ১ মন্ত্র ; ২৪ খণ্ড ১ মন্ত্র ; ২৫ খণ্ড ১ মন্ত্র

(১) যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি।

(২) যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমাহথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং। যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং। স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। স্বে মহিম্নি যদি বা ন মহিম্নীতি।

(৩) স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বমিতি।

অনুবাদ :—(১) যিনি ভূমা বা মহত্তম, তিনিই সুখ, অল্পে বা ক্ষুদ্রে সুখ নাই। ভূমাই সুখ, ভূমাকেই জানিতে ইচ্ছা কর।

(২) যাঁহাকে পাইলে সাধক অন্য আর কিছুই দেখেনা শোনেনা জানেনা, তিনিই ভূমা। যে বস্তুর ভজনায় মানুষ তাঁহাকে ছাড়িয়া কেবল অন্য কোন কিছু দেখে শোনে বা জানে, তাহাই অল্প। ভূমা অমৃত, অল্প মরণশীল। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, সেই ভূমা কিসে প্রতিষ্ঠিত ? সনৎকুমার বলিলেন নিজ মহিমায়—অথবা মহিমায়ও নহে, তাঁহার আবার প্রতিষ্ঠান বা আশ্রয় কি থাকিবে ?

(৩) নিম্নে তিনি, উর্দ্ধে তিনি, পশ্চাতে তিনি, সম্মুখে তিনি, দক্ষিণে তিনি, বামে তিনি, তিনিই এই সমস্ত।

১২] সপ্তম অধ্যায়, ২৫ খণ্ড, ২ মন্ত্র

স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতি, তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। অথ যেঽন্যথাতো বিদুরন্যরাজানস্তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি। তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবতি।

অনুবাদ—যিনি এই প্রকার দেখেন, এই প্রকার চিন্তা করেন, এবং সম্যকরূপে এই জ্ঞান লাভ করেন, আপনাতেই তাঁর প্রীতি, আপনার সহিতই তাঁর ক্রীড়া, তিনি আপনিই আপনার সঙ্গী, আপন অন্তরেই তাঁর সকল আনন্দ। তিনি নিজেই নিজের প্রভু, সর্ব্ব বিষয়েই তিনি অন্যনিরপেক্ষ। আর যাহাদের বুদ্ধি অন্য প্রকার হয়, যাহারা ভূমাকে জানিতে চায় না, অল্প বা ক্ষুদ্র বস্তুই ধরিয়া থাকে, তাহারা সকল রকমেই অপরের দাস হয়, সর্ব্বদা ক্ষয়শীল বা ক্ষণভঙ্গুর লোকে বাস করে, কথনই স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে পারেনা।

১৩] সপ্তম অধ্যায় ২৬ খণ্ড, ২ মন্ত্র

× × ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাং সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশ ইতি × × আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষস্তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসস্পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ × ×

অনুবাদ—তিনি (ভূমাবিৎ) মৃত্যু রোগ দুঃখ কিছুই দেখেন না অথচ সকলই দেখেন সকলই পান। × × (নারদ, এই পবিত্র জ্ঞান আহরণে যত্ন কর) অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে, স্মৃতি তাঁহা হইতে কদাপি স্খলিত হইবে না, স্মৃতি স্থির হইলে তুমি সকল বাধা বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। এইরূপে

সনৎকুমার নারদের হৃদয়ের সকল মলিনতা দূর করিয়া তাঁহাকে সংশয়ের অতীত এক উজ্জ্বল জ্যোতির্লোক দেখাইয়া দিলেন।

১১] হইতে ১৩] সংখ্যক মন্ত্রের ব্যাখ্যা — ভূমাতত্ত্বটী ঋষি এইভাবে ব্যাখ্যা করিলেন ঃ—প্রথমে দুইটী শ্রেণীভাগ করিলেন, 'ভূমা' ও 'অল্প'। 'ভূমা'— যাহা মহত্তম, অনন্ত ব্রহ্ম। 'অল্প'—যাহা ক্ষুদ্র, সান্ত, যথা পুত্রবিত্তাদি, যাহাকে সাধারণ ভাবে 'বিষয়' বলা যায়। তারপর, ঋষি 'ভূমা' ও 'অল্পে'র মূলগত পার্থক্য বুঝাইলেন। ভূমা'—নিত্য, অবিকারী ; অল্প—ক্ষণস্থায়ী, সদাপরিবর্ত্তনশীল। ভূমার আশ্রয়ে যে সুখ, তাহা অখণ্ড, অনাবিল, সদা স্বাদু, তাহার ক্ষয় বা অবসান নাই ; তাহাই আদর্শ সুখ। আর অল্পের প্রীতিজনিত যে সুখ, তাহা ক্ষণধ্বংসী, দুঃখ প্রতিনিয়ত সেই সুখের ঘরে হানা দেয়, প্রতিনিয়ত কত ঘটনায় সে সুখ দুঃখই দেয়। সুতরাং সে সুখ দুঃখের নামান্তর মাত্র। ভূমাকে যে জানিয়াছে, সে সর্ব্বত্রই তাঁহাকে দেখে ; আর অল্পে যাহার রতি, সে তাঁহাকে দেখে না, ক্ষুদ্রেই তাহার মতি, ক্ষুদ্রেই তাহার দৃষ্টি। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই ভূমা কিসে প্রতিষ্ঠিত ? ঋষি বলিলেন, 'স্বে মহিম্নি'—নিজ মহিমায়। কথাটা বলিয়াই ঋষি বোধ হয় ভাবিলেন. এ আমি কি করিলাম, যিনি সকল কারণের কারণ, সকল আশ্রয়ের আশ্রয়, তাঁহাকে আমি 'নিজ মহিমা' নামে যেন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আনিয়া বসাইলাম ! সেই আদি ঋষির অন্তরাত্মা বোধ হয় তখন কাঁপিয়া উঠিল, ভাবে বিভোর হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—না, না, নারদ, সেই অপার

অনন্তকে আমি কোথায় বসাইব ? কে বলিবে তাঁহার আসন কোথায় আছে, আর কোথায় নাই ? ঋষি তখন বোধ হয় ভূমার প্রতিষ্ঠাননির্ণয়ের অসম্ভব চেষ্টা হইতে শিষ্যকে নিবৃত্ত করার জন্য ভূমা-সাধকের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিলেন। ঊর্দ্ধাধঃ এবং দিকে দিকে যাঁহার ব্রহ্মদৃষ্টি, জগতে তাঁহার আর দ্বিতীয় কিছুরই কোন প্রয়োজন হয় না, নিজ অন্তরই তাঁহার নিত্য সঙ্গী, অন্তরেই তাঁহার প্রীতি, অন্তরেই তাঁহার আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত্ত শাশ্বত উৎস। তখন কে তাঁহার প্রভু, কোথায় তাঁহার বাধা ? তাঁহার আত্মা তখন স্বানন্দে বিভোর হইয়া অনন্ত লোকে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে থাকে।

যিনি এইরূপ দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তিনি ত সকলই দেখেন জানেন ও বোঝেন। সুতরাং তিনি ইহাও বোঝেন যে, দুঃখ রোগ মৃত্যু বিশ্ব-যন্ত্র-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা মাত্র। ইহা ইন্দ্রিয় সমূহের সাময়িক ক্রিয়া, কেবল দেহকেই ব্যথিত করে। আত্মায়ই যাঁহার স্থিতি, দুঃখের ব্যথা রোগের যন্ত্রণা মৃত্যুর শোক তাঁহাকে স্পর্শও করে না, তিনি অশোক, শোকাতিগ হন। সুখের সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ—তিনি সুখ দুঃখ উভয়েরই দাসত্ব হইতে মুক্ত হন। যে সকল অবস্থা বা ঘটনা সাধারণ জীবকে বহির্জগতে বা বিষয়ে আবদ্ধ করে, আত্মস্থ এবং স্থিরধী পুরুষের পক্ষে তাহা বিষমুক্ত সর্পদংষ্ট্রার ন্যায় কিছুমাত্র ক্লেশের কারণ হয় না—ইহাই হৃদয়-গ্রন্থির মোচন। অজ্ঞানের অন্ধকার, সংশয়ের তিমির, তখন তিরোহিত হইল, সাধকের সমগ্র সত্তা

বা অস্তিত্ব তখন এক নিরবচ্ছিন্ন জ্যোতির্ম্ময় রূপ ধারণ করিল।

(আচার্য্য শঙ্করের মতে রাগদ্বেষাদিবিরহিত জ্ঞানই এখানে 'আহার শুদ্ধি')।

অষ্টম অধ্যায়

এই অধ্যায়ের প্রথম ছয় খণ্ডে 'দহর-বিদ্যা' ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ৭ম অধ্যায়ের শেষ মন্ত্রটীর শেষ অংশ পড়িয়া মনে হয় যে নারদ-সনৎকুমার সংবাদ ঐখানেই শেষ হইল। কিন্তু ৮ম অধ্যায়ের এই ছয় খণ্ডে এমন কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় যাহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে দহর-বিদ্যাটীও সনৎকুমার কর্ত্তৃক নারদের প্রতি উপদেশেরই অন্তর্গত।

১৪] অষ্টম অধ্যায়, ১ খণ্ড, ১ ও ৩ মন্ত্র

(১) অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।

(২) × যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ। উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি।

অনুবাদ — (১) জীবদেহ ব্রহ্মের আবাসস্থল। ইহাতে একটী ক্ষুদ্র পদ্মাকার গৃহ আছে, তাহার ভিতর যে আকাশ, তাহাও ক্ষুদ্র। কিন্তু সেই হৃদাকাশের অন্তরে যাহা আছে, তাহাকে খুঁজিতে হইবে, তাহার বিষয় জানিতে হইবে।

(২) বাহিরের আকাশ আর হৃদয়াভ্যন্তরের এই আকাশ বস্তুতঃ একই পরিমাণের। স্বর্গ ও পৃথিবী, অগ্নি ও বায়ু, সূর্য্য ও চন্দ্র, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্র সমূহ, এই আকাশেই সন্নিবিষ্ট হইয়া আছে। যাহা কিছু আছে, আর যাহা নাই, তাহা সকলই ইহাতে নিহিত।

ব্যাখ্যা — তাবৎ সৃষ্টিই ব্রহ্মের আবাসস্থল, অথচ তাঁহার আবাস সৃষ্টিতেও সীমাবদ্ধ নহে, কারণ তিনি অনন্ত, অসীম। জীবদেহ তাঁহার একটি বিশেষ স্থান মাত্র। এই দেহের অভ্যন্তরে যে হৃদয়, তাহাকে পদ্মাকার বলা হইয়াছে। সেই হৃৎপদ্মের অন্তরস্থ যে আকাশরূপী স্থান, তাহাতে সেই পরমাত্মাই বসিয়া আছেন—এই ভাবে তাঁহার ধারণা ও ধ্যান করিলে আত্মোপলব্ধির পথ সুগম হইবে, ইহাই বলা ঋষির অভিপ্রায়। তিনি অন্তরেও আছেন, বাহিরেও আছেন, সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে আছেন—এ ত সাধারণ জ্ঞানের কথা, এ কথা পূর্ব্বে বারংবারই বলা হইয়াছে। এখানে সেই সত্যের কোনরূপ অপলাপ করা হইতেছে না। সাধকের হিতার্থে, সাধনের সৌকর্য্যার্থে, ঋষি বলিলেন, তোমার হৃদয়মধ্যে যে তিনি আছেন, তাহা হৃদয় দিয়া বুঝিয়া, এই হৃদয়মধ্যেই তাঁহার অন্বেষণ কর। তারপর ঋষি বলিলেন, অন্তরাকাশ যে ক্ষুদ্র

বলিলাম, তাহারও অর্থ এই নহে যে ইহা বাহিরের অনন্তাকাশ হইতে পৃথক কোন আকাশ। এই দুই-ই এক আকাশ। এই এক আকাশেই ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল সত্তা নিহিত ছিল, আছে, থাকিবে। 'ক্ষুদ্র' কথাটি অন্তরাকাশের কোন পৃথক সত্তা বা পরিমাণ নির্দেশ করার জন্য ব্যবহার করা হইল না, সাধারণ শ্রোতার বোধের সুবিধার জন্য ঐ বাক্যটি প্রয়োগ করা হইল।—সমগ্র ব্রহ্মসত্তাকেই কখনও কখনও 'আকাশ' বলা হয়। শ্রুতিতে অনেক স্থলে ঐ রূপ বলা হইয়াছে (ব্রহ্মসূত্র ১।১।২৩ দেখুন)।

১৫] অষ্টম অধ্যায়, ১ খণ্ড, ৫ ও ৬ মন্ত্র

(১) × × নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি ন বধেনাস্য হন্যত এতং সত্যং ব্রহ্মপুরমস্মিন্ কামা সমাহিতা এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ × ।

(২) তদ্ যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে। অথ য ইহ আত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।

অনুবাদ —(১) এই শরীরের বার্দ্ধক্যের দ্বারা এই অন্তরাকাশ জীর্ণ হন না, শরীরের হত্যার দ্বারাও তিনি হত হন না। ইনিই যথার্থ ব্রহ্মপুর, ইঁহাতেই সমুদয় কামনা নিহিত। এই আত্মা পাপ জরা মৃত্যু শোক ক্ষুধা পিপাসা রহিত, ইহা সকল সত্য কামনার মূল আধার, অথচ শুদ্ধসত্ত্ব।

(২) পুণ্যলব্ধ স্বর্গাদি লোক হইতেও পরলোকে বিচ্যুতি ঘটে, যেমন ইহলোকে রাজকার্য্য দ্বারা অর্জ্জিত সম্পত্তি হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়। কিন্তু যাঁহারা সাধু আকাঙ্ক্ষা লইয়া এই আত্মাকে জানিয়া এ লোক হইতে প্রস্থান করেন, তাঁহারা সর্ব্বলোকেই ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারেন।

ব্যাখ্যা — বহু হওয়ার ইচ্ছায় সেই পরম সত্তা সকল রূপেই আপনাকে প্রকটিত করিলেন, জীবরূপেও তিনিই প্রকট হইয়া আছেন। ব্যবহারিক সুবিধার জন্য জীবরূপী আত্মাকে আমরা 'জীবাত্মা' বলি এবং জীবাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করি, যদিও স্বরূপতঃ দুই-ই এক। সুতরাং জীবাত্মারও জরামরণ নাই। পূর্ব্বমন্ত্রে দেহকে ব্রহ্মপুর বলা হইয়াছে, এই মন্ত্রে দেহাভ্যন্তরস্থ জীবাত্মাকেই যথার্থ ব্রহ্মপুর বলা হইল। আধার যদি 'পুর' হয়, তবে আধেয়ও ঐ পুরের অন্তর্বর্ত্তী, অন্তঃপুর। বহিরাকৃতি ও বহিরিন্দ্রিয় যুক্ত দেহ-খণ্ডকে তাঁর 'বৈঠকখানা' বা বহির্বাটী, এবং হৃদাকাশ বা জীবাত্মাকে তাঁর 'ভিতর-বাড়ী' বা অন্তঃপুর—লৌকিক ভাষায় এই দুইটী পৃথক আখ্যা দিয়া এই কথাটী মহাপুরুষগণ বুঝাইয়াছেন। সাধারণের বোধ এবং সাধনের সুবিধার জন্য একই আত্মা দেহাতীত ও দেহধারী এই দুই ভাগে কল্পিত হইলেন। সাধু অসাধু সকল কামনাই এই আত্মায় নিহিত, এরূপ বলার তাৎপর্য্য এই অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডের প্রথম মন্ত্রে উদ্দিষ্ট হইয়াছে—'সত্য কামনা সকলও অসত্য দ্বারা আবৃত থাকে'।

এই বাক্যটী ঐ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় পরে আলোচিত হইবে। 'সর্ব্ব কামনার আধার' হইলে ইনি ত অসাধু কামনা সকলেরও মূল, এই আশঙ্কা পরিহার জন্য ঋষি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, ইনি 'অপহতপাপ্মা' অর্থাৎ অপাপবিদ্ধ, দূষিতগন্ধবাহী বায়ুর ন্যায় স্বয়ং সর্ব্বদোষমুক্ত ও সর্ব্বদোষাতীত। তারপর অন্য সব বিশেষণের প্রয়োগ করিলেন। আত্মার মূলগত একত্ব ও পূর্ব্বকথিত কল্পিত দ্বিত্বভাব একত্র মনে রাখিয়া এই মন্ত্রসকল বুঝিতে হইবে। জরা মৃত্যু শোক ক্ষুধা পিপাসা ইত্যাদির রাহিত্য, সত্যকামত্ব, ও সত্যসঙ্কল্পত্ব—জীবাত্মা সংজ্ঞায় অভিহিত পরমাত্মারই গুণবাচক। তাঁহাতে গুণ আরোপে দোষ নাই, কারণ যিনি ক্রিয়ার কর্ত্তারূপে সগুণ, তিনিই নিষ্ক্রিয়রূপে নির্গুণ, অর্থাৎ গুণাতীত। স্বর্গসুখও অধ্রুব, ক্ষয়শীল, আমাদিগকে সুখদুঃখের অধীন করে। সাধুকামনালব্ধ আত্মজ্ঞানই আমাদিগকে সকল বন্ধন সকল গ্রন্থি হইতে মুক্ত করিয়া, সকল সুখদুঃখের অতীত করিয়া, ইহপরলোকে আত্মিক স্বারাজ্য ও স্বাধীনতায় প্রতিষ্ঠিত করে।

১৬] অষ্টম অধ্যায়, ৩ খণ্ড, ১, ২, ও ৪ মন্ত্র

(১) ত ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাঃ × ×।

(২) তদ্ যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ।

(৩) অথ য এষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি।

অনুবাদ—(১) এই সকল সত্য কামনা অসত্যের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে।

(২) যাহারা ক্ষেত্রের তত্ত্ব জানে না, তাহারা যেমন ক্ষেত্রের উপরিভাগে সর্ব্বদা বিচরণ করিয়াও ঐ ক্ষেত্রের গর্ভস্থ রত্নের অস্তিত্ব কিছুই বুঝিতে পারে না, জীবগণ সেইরূপ সর্ব্বদা অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকিয়া সংসারে বিচরণ করায় এই ব্রহ্মলোক লাভ করিতে পারে না।

(৩) এই প্রসন্ন পুরুষ যিনি নিজ শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতি ধারণ করিয়া স্ব-রূপে প্রকাশিত হন, ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত ও অভয়, ইনিই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মের নামই 'সত্য' — আচার্য্য এই কথা বলিলেন।

ব্যাখ্যা — মানুষের বাসনা কামনা গুলির স্বাভাবিক গতি সত্যের দিকে, মানুষ স্বভাবতঃই সত্য-সন্ধ। তবে অসত্য কেন, কোথা হইতে আসে? আলো ও অন্ধকার যেমন পরস্পরের অস্তিত্ব ও প্রয়োজন প্রতিপন্ন করে, পাপপুণ্য সুখতুঃখও তেমন পরস্পরের বোধক ও সহায়ক। সৃষ্টিতে যদি শুধু আলোক বা শুধু অন্ধকার থাকিত, তবে সৃষ্টির দশা কি হইত? সৃষ্টিরক্ষার জন্য যেমন আলোর তেমন অন্ধকারের, যেমন সুখের তেমন তুঃখের, যেমন সম্পদের তেমন বিপদের, যেমন পুণ্যের তেমন পাপেরও প্রয়োজন। অন্ধকার তুঃখ পাপ বিপদ না থাকিলে যেমন সৃষ্টি টিকিত না, তেমন আলো সুখ

পুণ্য বা সম্পদের কোন অস্তিত্ব বা অর্থও থাকিতনা। দুঃখ বা পাপাদি কেবল দণ্ড কি শিক্ষার জন্য নহে, সুখপুণ্যাদির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ভগবদ্‌বিধানও বটে। সৃষ্টিতে যেখানে আলো সেখানেই অন্ধকার, যেখানে পুণ্য সেখানেই পাপ দেখিতে পাই। ইহারা অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরের সঙ্গী, একই জিনিষের অপর বা দ্বিতীয় মূর্ত্তি। এই বিধান ঈশোপনিষদের ৮ম মন্ত্র 'যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ'—চিরদিন তিনি যথাযথ ভাবে বিশ্বের সকল প্রয়োজনের বিধান করেন—এই মহাসূত্রের অন্তর্গত।

অসত্যাদি কেবল 'কলিহত' জীবের জন্য সৃষ্ট হয় নাই, সত্যাদির সঙ্গেই ইহার জন্ম, যেমন, জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই জীবের মৃত্যুরও জন্ম। এই যে দু-মুখো ভগবদ্‌বিধান, ইহার একটা কীলক বা রক্ষাকবচেরও ব্যবস্থা আছে। সেই কবচ, জীবের অন্তর্নিহিত বিবেক বা বিচারবুদ্ধি। ইহার শাস্ত্রীয় নাম 'নিত্যানিত্য বিবেক'। সত্য-অসত্য পুণ্য-পাপ 'নিত্যানিত্য'। এই বিচারবুদ্ধি দ্বারা জীব নিজ নিজ অন্তরের বা বাহিরের শিক্ষালব্ধ জ্ঞান অনুসারে সত্য অসত্য পাপ পুণ্যের ফলাফল ও সমাজের হিতাহিত যতদূর পারে বুঝিয়া লইয়া কেবল প্রেয়ের পথ ছাড়িয়া শ্রেয়ের পথে চলিবে। সময় সময় এই বিচারবুদ্ধির প্রদীপটী ঝড় ঝঞ্ঝাটে নিভিয়া যাইবে, সাধক আছাড় খাইবে, কিন্তু আবার উঠিবে, আবার পথ চলিবে। বলিবে, অসত্যের অন্ধকার 'অপাবৃণু', ঝড়ঝঞ্ঝাট

সরাইয়া লও, আমি সত্যধর্ম্মী, সত্যকে দেখিতে চাই; আর, 'যৎ তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং'—তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার অম্লান জ্যোতির দ্বারা আমাকে নিয়ত পথ দেখাইয়া লক্ষ্যের দিকে লইয়া যাও; 'আবিরাবির্মএধি'—হে স্ব-প্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও। অজ্ঞানের অন্ধকার যেমন সরিয়া যাইতে থাকিবে, ঐ দক্ষিণ মুখ তেমনই প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে।

ঋষি তাই এই মন্ত্রে প্রথমেই বলিলেন, 'ইমে সত্যাঃ কামাঃ অনৃতাপিধানাঃ'। তৎক্ষণাৎই বলিলেন, তুমি যে লোকে নিশিদিন বিচরণ করিতেছ, সেই লোকই ত 'ব্রহ্মলোক'। এই মাটীর তলায়ই ত 'হিরণ্যনিধি' লুক্কায়িত হইয়া আছেন। মৃত্তিকার এই কঠিন আচ্ছাদনটী যখন উদ্ভিন্ন হইল, অসত্যের 'অপিধান' বা আবরণ যখন সরিয়া গেল, যিনি 'সত্যস্য সত্যং' তিনি তখনই তোমার নিকট উদ্ভাসিত হইলেন, তুমি যুগপৎ ব্রহ্মলোকের 'অভয়' এবং 'অমৃত' লাভ করিলে। এ ভাব যতটা আয়ত্ত হইবে, ততটাই তোমার অগ্রগতি। ক্রমে এগোও, আরও 'নিধি' পাইবে, আরও এগোও, আরও পাইবে। পথে পড়িবে, ঐ 'দক্ষিণ মুখ'ই তখন তোমাকে আবার পথ দেখাইবেন, আবার এগুবে। ইহপরলোক, এই মহাযাত্রারই পথ। হৃদয়ের 'দহরাকাশে' ব্রহ্মধ্যানের এই অর্থ, এই আনন্দঘন অনন্ত লাভের দিকে যাত্রা।

১৭] অষ্টম অধ্যায়, ৪ খণ্ড, ১-৩ মন্ত্র

(১) অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসংভেদায়। নৈতং সেতুমহোরাত্রে তরতো ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তেঽপহতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ।

(২) তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাঽন্ধঃ সন্ননন্ধো ভবতি বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধোভবত্যুপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি। তস্মাদ্‌বা এতং সেতুং তীর্ত্বাপি নক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে। সকৃদ্‌ বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ।

(৩) তদ্ য এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেনানুবিন্দন্তি, তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।

অনুবাদ — (১) এই যে আত্মা, ইনি সকল লোকের ধারক ও একত্ব-বিধায়ক সেতু স্বরূপ। জরা মৃত্যু শোক দুঃখ সুকর্ম্ম বা দুষ্কর্ম্ম— কিছুই ইঁহাকে পরাভব করিতে পারে না। পাপসকল এই ব্রহ্মলোক হইতে সর্ব্বথা দূরীভূত।

(২) এই ব্রহ্মসেতু প্রাপ্ত হইলে অন্ধের অন্ধত্ব, দুঃখীর ক্লেশ ও তাপিতের তাপ দূর হইয়া যায়, রাত্রি দিবায় পরিণত হয়। এই ব্রহ্মলোক সতত জ্যোতিষ্মান্।

(৩) যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা এই ব্রহ্মলোক লাভ করিতে পারেন, ইহা তাঁহাদেরই। তাঁহারা সকল লোকে স্বাধীন।

ব্যাখ্যা — বৃহ ৪।৪।২২ ও ছাঃ ৩।১১।৩ দেখুন। সেতু, খাল বা নদীর বিচ্ছিন্ন তীরদ্বয়কে ধারণও করে, যুক্তও করিয়া রাখে। ব্রহ্মও সেইরূপ লোকসকলকে এবং ইহ

ও পরলোককে ধারণ করিয়া ও পরস্পর যুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সমান অসমান, উচ্চ নীচ, যে লোক যেখানে আছে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। সকলের বিধায়ক নিয়ামক ও শাশ্বত যোগসূত্র—তিনি। দিবা ও রাত্রি অর্থাৎ কাল, জরা, মৃত্যু, শোক, এমন কি সাধু ও অসাধু উভয়বিধ কর্ম্মই আমাদিগকে জীর্ণ ও অভিভূত করে, কিন্তু ব্রহ্মরূপ যে দিব্য লোক, সেখানে সকল তাপ, এমন কি মৃত্যুও অপহৃত বা নিরস্ত। তাঁহাকে পাইলে তোমার দৃষ্টি খুলিয়া যায়, পাপতাপের অন্ধকারে আচ্ছন্ন মন দিবালোকে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে; কারণ, নিত্য আনন্দই তাঁর স্বরূপ, পূর্ণজ্যোতি লইয়াই তাঁর প্রকাশ। কি করিয়া তাঁহাকে পাইবে? ঋষি এখানে ও পরবর্ত্তী পঞ্চম খণ্ডে ব্রহ্মচর্য্যের উপরই শিক্ষার্থীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। ব্রহ্মলাভের দ্বারে ব্রহ্মচর্য্যকে দ্বারপাল করিয়া রাখিতে হইবে।—'ব্রহ্মচর্য্য' বাক্যটী এখানে ব্রহ্মানুশীলনের ব্যাপক অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকিতে পারে।

এই অধ্যায়ের ৭-১২ খণ্ডের একটী বৈশিষ্ট্য আছে। উপনিষদের ঋষিগণ সকলেই অদ্বৈতবাদী ছিলেন না। বৃহদারণ্যকের যাজ্ঞবল্ক্য ও ছান্দোগ্যের আরুণি ঐ প্রকার মতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। মহামতি শঙ্করাচার্য্য ঐ দুই মহর্ষির উপদেশের উপর অদ্বৈতবাদের মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, ইহা পরিষ্কার। কিন্তু ইহাও পরিষ্কার যে, ছান্দোগ্যের এই

অংশের ব্যাখ্যাতা ঋষি দ্বৈতবাদী ছিলেন। এই প্রজাপতি-ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদটী এবং কৌষীতকির ইন্দ্রের কথিত মতটী রামানুজপ্রচারিত দ্বৈতবাদের ভিত্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এই সঙ্কলনের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। সুতরাং এক্ষণে এই ৭—১২ খণ্ডের আখ্যায়িকাটীই বলিব।

দেবরাজ ইন্দ্র ও অসুররাজ বিরোচন উভয়েই শুনিলেন যে প্রজাপতি বলিয়াছেন, ব্রহ্মোপাসক সকল লোক ও সকল কামনা লাভ করেন। উভয়েই কৌতূহলী হইয়া কেহ কাহাকেও না জানাইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়া আসিয়া প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রজাপতির জিজ্ঞাসায় তাঁহারা আগমনের কারণ বলিলেন, এবং তাঁহার নির্দ্দেশে বিদ্যার্থীর ন্যায় উভয়ে বহুকাল প্রজাপতিভবনে বাস করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বলিলেন, চক্ষুতে যে পুরুষকে দেখ, তিনিই আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অভয়, তিনিই অমৃত। জলে তোমার প্রতিবিম্ব পড়িল, দেখিলে নখ লোম শ্মশ্রু আদি ধারী একটী দেহ। আবার, বেশভূষা পরিধান করিয়া দর্পণে দেখ, সুরম্য বেশভূষাধারী সেই দেহ। এই-ই ত সেই আত্মা বা ব্রহ্ম।—উভয়েই পরীক্ষায় হারিয়া গেলেন, ভাবিলেন, প্রজাপতির শিক্ষা এইখানেই শেষ হইল। অসুররাজ ত তৎক্ষণাৎ পরম হৃষ্ট চিত্তে নিজ রাজ্যে আসিয়া প্রচার করিলেন, 'অসুরগণ, দেহই ব্রহ্ম এবং একমাত্র উপাস্য, আমরা এখন হইতে সর্ব্বশক্তি দিয়া এই দেহেরই সেবা করিব'। অসুররা তদবধি

দেহ ছাড়া আর কিছু জানে না।—দেবরাজও গৃহাভিমুখী হইলেন। কিন্তু পথে যাইতে যাইতে ভাবিলেন, এ শিক্ষা প্রজাপতির অভিপ্রেত হইতে পারে না। তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে পরীক্ষা করার জন্য ঐ রূপ বলিয়াছেন। ইন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া প্রজাপতির নিকট নিজ সংশয় নিবেদন করিলেন। প্রজাপতির নির্দ্দেশে ইন্দ্র পুনরায় কিছুকাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে প্রজাপতির ভবনে বাস করিলেন। ইন্দ্র যখন এইরূপে শুদ্ধসত্ত্ব হইলেন, প্রজাপতি তখন ইন্দ্রের নিকট ব্রহ্মবিদ্যার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন—

১৮] অষ্টম অধ্যায়, ১২ খণ্ড, ১-৩ মন্ত্র

(১) মঘবন্ মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যামৃতস্যা-শরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানমাত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।

(২) অশরীরো বায়ুরভ্রং বিদ্যুৎ স্তনয়িত্নুরশরীরাণ্যেতানি তদ্ যথৈতান্যমুষ্মাদাকাশাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যন্তে।

(৩) এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ।

অনুবাদ — (১) ইন্দ্র, এই শরীর (যাহার কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি, তাহা) মরণশীল, মৃত্যুর দ্বারা গ্রস্ত। কিন্তু ইহা এই অমৃত অশরীরী আত্মার নিয়ত বাসস্থান। শরীরী আত্মা সর্ব্বদা প্রিয় ও অপ্রিয়ের

সঙ্গে যুক্ত থাকেন, কখনও ঐ সকল হইতে বিযুক্ত হন না, কিন্তু অশরীরী আত্মাকে প্রিয়াপ্রিয় কখনও স্পর্শ করিতে পারে না।

(২) বায়ু, তরল মেঘ, বিদ্যুৎ, মেঘগর্জ্জন, এ সমুদয়ই অশরীরী। ইহারা যেমন আকাশ হইতে উত্থিত হইয়া অত্যুজ্জ্বল জ্যোতি ধারণ করিয়া স্ব স্ব রূপে প্রকাশিত হয়,

(৩) ঠিক সেইরূপ, এই আত্মা প্রসাদ গুণ লাভ করিয়া, শরীর হইতে উত্থিত হইয়া, পরমজ্যোতিসম্পন্ন হইয়া বিরাজ করেন। ইনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষসত্তা।

ব্যাখ্যা — শ্রুতি এ কথাটী অনেকবার বলিয়াছেন, যে মানুষের দেহ পরমাত্মার আবাসভূমি। সৃষ্টি মাত্রই ত তাই—'স ইহ প্রবিষ্টঃ'—কিন্তু মানুষে ঐশী শক্তির যতটা বিকাশ, সৃষ্টির অন্য কোন জীবে উদ্ভিদে কি জড়ে ততটা নহে, ইহাই মানবজন্মের বিশেষত্ব। সুতরাং মানবদেহ ক্ষিত্যাদি সমবায়ে গঠিত হইলেও অতিশয় শ্রদ্ধা ও যত্নের সহিত রক্ষণীয় ও পালনীয়।—তারপর, ঋষি আত্মার কথা বলিতে গিয়া আত্মার দুইটী পৃথক সংজ্ঞা বা নাম নির্দ্দেশ করিলেন, 'সশরীর' ও 'অশরীরী'—জীবগত ও জীবাতীত। জীবগত হইয়া আত্মা সুখ দুঃখাদি ভোগ করেন, জীবাতীত আত্মা সুখদুঃখাদি দ্বারা স্পৃষ্ট হন না, যদিও এই দুই-ই স্বরূপতঃ এক। সৃষ্টি রক্ষার জন্য এরূপ বিধান। এই মন্ত্রের কথিত এই ভাবটী ঋগ্বেদের নিম্নোক্ত সুবিখ্যাত মন্ত্রটীরই একটী ছায়াচিত্র—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

ঋক্, ১।১৬৪।২১

অর্থ — দুইটী পরস্পরসংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন পক্ষী একই বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছেন। তন্মধ্যে একটী মিষ্ট ফল ভক্ষণ করেন, অপরটী ভোগ করেন না, কেবল দর্শন মাত্র করেন।

ব্যবহারিক ভাষায় ইহারাই 'জীবাত্মা' ও 'পরমাত্মা', যাহা বর্ত্তমান মন্ত্রের 'সশরীর' ও 'অশরীরী' আত্মা। একের ভোগ ও অপরের সাক্ষিত্বমাত্র দ্বারা আপাতদৃষ্টিতে ইহাদের কার্য্যতঃ কিঞ্চিৎ ভেদ আছে মনে হইলেও মূলতঃ ইহারা এক। ঋগ্বেদের ঐ মূল মন্ত্রটী এবং এই উপনিষদের বর্ত্তমান মন্ত্র এবং অন্যান্য উপনিষদেরও নানা মন্ত্র ভেদাভেদবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ইত্যাদি পরবর্ত্তী নানা মতের ভিত্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে। 'দহরবিদ্যা' প্রকরণে ঋষি সাধনকামীদিগকে হৃৎপদ্মে ধ্যানের উপদেশ দিয়াও বলিয়াছেন যে হৃদাকাশে যিনি, বহিরাকাশে, সৃষ্টিতে, এবং সৃষ্ট্যতীতও সেই এক তিনি। বস্তুতঃ সাধনের শেষ প্রান্তে দ্বৈতাদ্বৈতের চির মিলন। ইহা বোধ হয় প্রকৃত বস্তুকামী সকল সাধকগণেরই সর্ব্ববাদিসম্মত কথা। পরবর্ত্তী মন্ত্রে ঋষি যে মহিমামণ্ডিত চিত্রটী অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সুষুপ্তির অবস্থায় যেমন সত্য, তাহা অপেক্ষা অধিকতর সত্য সাধকের জীবনে। মানুষ যখন দুঃখমোহাদি সকল গ্রন্থি ও সকল সংশয় ছিন্ন করিয়া, সুখদুঃখের দ্বন্দ্বকে নিরস্ত করিয়া সম্যক প্রসাদ প্রাপ্ত হন, তখন তিনি কেবল জ্যোতি মাত্র, তখনই তিনি 'উত্তমঃ পুরুষঃ'। ইহাই মানবাত্মার সার ও শ্রেষ্ঠতম অবস্থা।

(২) ও (৩) চিহ্নিত মন্ত্র পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ সম্পাদিত ছান্দোগ্য উপনিষদে এই ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—

"বায়ু অভ্র বিদ্যুৎ স্তনয়িত্নু প্রভৃতির হস্তপদাদি অবয়ব নাই, সুতরাং ইহারা অশরীর। এই অশরীর বায়ু প্রভৃতির ন্যায় আত্মাও অশরীর। কিন্তু বায়ু অভ্রাদি কখনও কখনও স্বীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া আকাশে বিলীন হইয়া যায়, তখন যেন ইহারা আকাশত্বই প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় ইহাদের স্বতন্ত্র সত্তা উপলব্ধি করা যায় না। লোকে মনে করে, কেবল আকাশই রহিয়াছে। আত্মাও এই প্রকার যখন শরীরে মগ্ন হইয়া থাকে, তখন ইহার স্বতন্ত্র সত্তা অনুভব করা যায় না, লোকে কেবল দেহই দেখে; ইহার অতিরিক্ত আত্মা নামক এক বস্তু আছে, তাহা বুঝিতে পারে না।

শীতকালে বায়ু আদি আকাশে বিলীন হইয়া থাকে। শীতের অবসানে ইহারা আকাশ হইতে উত্থিত হয় এবং সূর্য্যের কিরণ লাভ করিয়া স্বীয় স্বীয় প্রকৃতি লাভ করে। তখন ইহারা বায়ু অভ্র প্রভৃতি রূপে প্রকাশিত হয়, এবং ইহাই ইহাদিগের স্বরূপ। ইহারা যেরূপ আকাশ হইতে উত্থিত হইয়া সূর্য্যের উত্তাপ লাভ করিয়া স্ব স্ব রূপ লাভ করে, আত্মাও তেমনি দেহ হইতে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মজ্যোতি লাভ করিয়া স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এই আত্মাকেই সম্প্রসাদ বলা হইয়াছে, এবং ইহাই আত্মার স্বরূপ।"

চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রে ঋষি বলিয়াছেন, চক্ষু কর্ণাদি বহিরিন্দ্রিয় এবং মনরূপ অন্তরিন্দ্রিয় কেবল যন্ত্র মাত্র, দর্শন শ্রবণ মননাদি কার্য্য তাহারা করে না, আত্মাই তাহাদের দ্বারা ঐ সকল কার্য্য করেন। তাহারা 'করণ'কারক বা 'তৃতীয়া বিভক্তি' মাত্র, আত্মাই 'কর্ত্তৃ'কারক, বা 'প্রথমা বিভক্তি'।

এই খণ্ডের শেষ মন্ত্রটী এই—

১৯] অষ্টম অধ্যায়, ১২ খণ্ড, ৬ মন্ত্র

য এতে ব্রহ্মলোকে তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাসতে তস্মাত্তেষাং সর্ব্বে চ লোকাঃ আত্তাঃ সর্ব্বে চ কামাঃ। স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ প্রজাপতিরুবাচ।

অনুবাদ—ব্রহ্মলোকে এই যে দেবগণ, তাঁহারা এই আত্মারই উপাসনা করেন। সুতরাং তাঁহারা সমুদয় লোক সমুদয় কাম্য লাভ করেন। যিনি ব্রহ্মকে সুষ্ঠুরূপে জানেন, তাঁহার ঐরূপ হয়। প্রজাপতি এইরূপ বলিলেন।

ব্যাখ্যা—ব্রহ্মলোকে বাস করার অর্থ 'ব্রহ্ম' হওয়া নহে, সাধনার অত্যুচ্চ স্তরে, সুখ দুঃখরূপ দ্বন্দ্বের অতীত স্তরে, আরোহণ করা। সেখানেও ব্রহ্মোপাসনা চলিতে থাকিবে, কারণ ব্রহ্ম অনন্ত, অপার। সেখানে 'সকল লোক, সকল কাম্য লাভ হয়'—ইহার অর্থ সাধকের তখন 'কাম্য' বলিয়া আর কিছু থাকে না, লব্ধব্য লোকও কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, সে তখন সম্পূর্ণ কৃতকৃত্য। 'ব্রহ্মকে জানা' অর্থ, তাঁকে সর্ব্বদা অনুভবে পাওয়া, তাঁতে নির্ভর আসা—কেবল যুক্তি তর্কের জানা নহে।

২০] অষ্টম অধ্যায়, ১৩ খণ্ড, ১ম মন্ত্র

শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যেঽশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামীত্যভিসম্ভবামীতি।

অনুবাদ—আমি শ্যামবর্ণ হইতে বিচিত্র বর্ণে, এবং বিচিত্র বা বহু বর্ণ হইতে আবার শ্যাম বা এক বর্ণে গমন করি। অশ্ব যেমন নিজ রোম সমূহকে কম্পিত করিয়া শরীরকে ধূলিমুক্ত করে, আমিও তেমন পাপ সমূহকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া রাহুগ্রাসমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান ও কৃতকৃত্য হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করি।

ব্যাখ্যা—প্রথম অংশটী একটু দুর্বোধ্য। হৃদাকাশকে শ্যামবর্ণ ও বহিরাকাশকে বহুবর্ণ বলা হইয়াছে। তাহা হইলে এই অংশের অর্থ এইরূপ দাঁড়ায়—আমি হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া হৃদাকাশ হইতে একবার এই অনন্ত বহিরাকাশে বিচরণ করিব, আবার যখন ইচ্ছা হৃদয়ের নিভৃত গুহায় আসিয়া যোগধ্যানে বসিব, আমি 'স্বরাট' ও 'কামচার' হইব (৭।২৫।২ মন্ত্র)। ইহ বা পর যে কোন লোকে সাধকের এই অবস্থা লাভ হইতে পারে। এই অবস্থা লাভই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি। 'ব্রহ্মলোক' কোন বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশিষ্ট বা নির্দ্দিষ্ট স্থান নহে, জীবাত্মার অত্যুন্নত অবস্থা।

২১] অষ্টম অধ্যায়, ১৫ খণ্ড, ১ মন্ত্র

তদ্ধৈতদ্ ব্রহ্মা প্রজাপতয় উবাচ প্রজাপতির্মনবে মনুঃ প্রজাভ্যঃ—আচার্য্যকুলাদ্ বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্ম্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসংপদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে।

অনুবাদ—ব্রহ্মা প্রজাপতি (কশ্যপ)কে, প্রজাপতি মনুকে, মনু তাঁহার সন্তানদিগকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন, যথা—যিনি আচার্য্য কুলে বেদ অধ্যয়ন করিয়া গুরুর প্রতি কর্ত্তব্য সমূহ শেষ করেন, যিনি গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বেদ চর্চ্চা করেন এবং ধার্ম্মিক সন্ততি বা শিষ্যগণকে প্রতিপালন করেন, পরে ইন্দ্রিয়সমূহকে অন্তর্মুখী করিয়া তীর্থ ব্যতীত অন্যত্র সর্ব্বভূতে অহিংসাচরণ করিয়া জীবন যাপন করেন, তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে আর এ লোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না।

ব্যাখ্যা — 'অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ' বাক্যটীর শঙ্করাচার্য্য এইরূপ অর্থ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় যে, ভিক্ষার জন্য ভ্রমণও পরপীড়ন, তাহাও হিংসা, সুতরাং ত্যাজ্য। কিন্তু তীর্থে ভ্রমণ ও ভিক্ষা শাস্ত্রানুমোদিত, সুতরাং তাহা হিংসাপরাধ-মুক্ত।

ওঁ নমঃ পরম ঋষিভ্যো নমঃ পরম ঋষিভ্যঃ

ছান্দোগ্য উপনিষদ সমাপ্ত

॥ হরি ওঁ ॥

'প্রবর্ত্তক'-এর অন্যান্য বইঃ

ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকারের

প্রজ্ঞার আলো	১।০
তন্ত্রের আলো	৩৲

শ্রীমতিলাল রায়ের

জীবন-সঙ্গিনী	৫৲
বেদান্ত দর্শন	৭॥০
শ্রীমদ্ভগবদগীতা (১ম খণ্ড)	৫৲
উপাসনা-মন্দিরে ১ম ১৲ ২য়	২৲

স্বামী জগদীশ্বরানন্দজীর

গীতার আলো	১॥০
মহামায়া	১॥০

ব্রহ্মচারী শিশিরকুমারের

ভাগবত-ধর্ম্ম	১৸০

শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত(যমুনাচার্য্য বিরচিতম্)

স্তোত্ররত্নম্	৸০

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের

শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব (২য় সং)	৭॥০

অধ্যাপক ধীরানন্দ ঠাকুরের

সাহিত্যিকী	২৲

অধ্যাপক সুধীরচন্দ্র রায়ের

বাংলা পড়ানোর নূতন পদ্ধতি	২॥০